NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtub.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৪ কি আছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে? কেন এত উদগ্রীব সবাই?

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের দপ্তর ৬

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৩ ২ আশ্বিন ১৪৩০ বুধবার সপ্তদশ বর্ষ ১০১ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata, 20.9.2023, Vol.17, Issue No. 101, 8 Pages, Price 3.00

সিদ্ধিদাতায়...

বাংলা গেম চেঞ্জারের ভূমিকা পালন করছে

বার্সেলোনায় শিল্প সম্মেলনে বার্তা মমতার

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিগত কয়েকদিন ধরেই ঘুরছেন স্পেনে। মাদ্রিদে লা লিগার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই মউ স্বাক্ষরও করে ফেলেছে। রবিবারই স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদ থেকে রেলযোগে সৈকতশহর বার্সেলোনায় পৌঁছেছেন মুখ্যমন্ত্রী। সোমবার বিশেষ কোনও কর্মসূচি না থাকলেও মঙ্গলবার যোগ দেন বাণিজ্য বৈঠকে। সঙ্গে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যের মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীরাও। সেখানেই ভারত ও স্পেনের মধ্যের ক্রস কানেকশনের উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাণিজ্য বৈঠকে যোগ দিয়ে এই ক্রস কানেকশনের ব্যাখ্যা দিলেন।

বার্সেলোনায় মঙ্গলবার বাণিজ্য সম্মেলনে বাঙালির মেধার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। এর আগে তিনি বাংলার পরিকাঠামো, সামাজিক সুরক্ষা, কয়লা, গ্যাস, সস্তা শ্রমিক ইত্যাদির কথা বলে শিল্পপতিদের আকর্ষণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এদিন তিনি গুরুত্ব দিলেন বাঙালির মেধার ওপরে। তাঁর বক্তব্য, মেধায় বাংলা রয়েছে শীর্ষে। ভারতের চন্দ্রযান সম্প্রতি চাঁদে অবতরণ করেছে। সেই প্রকল্পে যে বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের ৪০ শতাংশ বাঙালি।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, বাংলা এখন গেম চেঞ্জার। সারা ভারতে ম্যানুফ্যাকচারিং-এর ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ এক নম্বরে। এই রাজ্য এখন অর্থনীতির পাওয়ার হাউস। ভারতে যে রাজ্যগুলির অর্থনীতি সবচেয়ে দ্রুত বিকশিত হচ্ছে, বাংলা তাদের মধ্যে অন্যতম। ২০২২-২৩ সালের আর্থিক বছরে এখানকার অর্থনীতি বিকশিত হয়েছে ৮.৪১ শতাংশ। করোনা অতিমারির ধাক্কা সত্ত্বেও বিকাশের ওই হার অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের আর্থিক বছরে বাংলার জিডিপি হবে ২০০ কোটি ইউরোরও বেশি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ শুনতে এসেছিলেন প্রবাসী বাঙালিরাও। তাঁরা রীতিমতো মুগ্ধ হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই প্রথম স্পেনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও প্রতিনিধি এলেন। আগে গুজরাত সরকারের প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। তাঁরা অনেক শিল্পপতিকে তাঁদের রাজ্যে নিয়ে গিয়েছেন।

প্রবাসী বাঙালিরা স্থির করেছেন, তাঁরা যে যে কোম্পানিতে কাজ করেন, সেখানে অনুরোধ করবেন যাতে তারা পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ করে। মমতার সফরসঙ্গী তথা রিলায়েন্সের কর্তা তরুণ ঝুনঝুনওয়ালা বলেন, শিল্পপতিদের সঙ্গে যদি রাজ্য সরকারের প্রধানও বিদেশে আসেন, শিল্পপতিদের আহ্বান জানান, তার ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে। এই রাজ্যে রয়েছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম কোল ব্লক।

এদিন মঞ্চে উঠে মমতা বলেন, 'ভারত এবং স্পেনের মধ্যে বরাবরই একটা ক্রশ কানেকশন রয়েছে। আর আমি এসেছি বাংলা থেকে। কিন্তু, এখন বলতে খুব গর্ববোধ করছি যে বাংলাই বর্তমানে গোটা ভারতকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। ইউরোপে স্পেনের হাত ধরে রেনেসাঁ শুরু হয়েছিল। আর ভারতে তা শুরু হয়েছিল বাংলার হাত ধরে। এই দুই প্রদেশের মধ্যে এই মিল রয়েছে। আমি আপনাদের চিত্রকলা, বই, সিনেমা, সংস্কৃতিকে সাধুবাদ জানাই। আপনাদের খেলোয়াড়রা যখন ফুটবল ময়দানে নামে আমরা তখন সারারাত জেগে আপনাদের খেলা দেখি। আপনাদের খেলা দেখে আমরা মুগ্ধ হই। ইউ লাভ পেন্টিংস, আই লাভ পেন্টিংস। ইউ লাভ মিউজিক, উই লাভ মিউজিক। ইউ লাভ ফুটবল, উই আর ক্রেজি ফর ফুটবল।'

কন্যাশ্রী থেকে লক্ষ্মীর ভান্ডার, দুয়ারে সরকার, এদিন বাণিজ্য বৈঠকে মমতার মুখে শোনা গেল তাঁর হাত ধরে শুরু হওয়া একাধিক জনহিতকর কাজের কথা। কীভাবে নাগরিকদের সামাজিক সুরক্ষার দিক থেকে রোজই নিত্যনতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করছে বাংলা। সেই খতিয়ানও তুলে ধরেন মমতা।

এরপরই এদিন তাঁর মুখে ফের শোনা যায় লালিগার সঙ্গে মউ স্বাক্ষরের কথাও। বলেন, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, গান্ধিজি, মাতঙ্গিনী হাজরা, বাবা সাহেব আম্বেদকর আমাদের দেশের লোক। আমরা তাঁদের থেকে শিক্ষা নিই। আমরা লালিগার সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছি। তাঁরা আমাদের খেলার দিকে নানা পরামর্শ দেবে। তাঁরা আমাদের দেশে আসবে। কিন্তু, ইতিমধ্যেই আমরা তাঁদের হাতে স্টেডিয়াম দিয়েছি। সে কথা বলেছি। কারণ তাঁরা যাতে দ্রুত আমাদের ছেলেমেয়েদের তৈরি করতে পারে। অনেক স্প্যানিশ প্লেয়ার ইতিমধ্যেই আমাদের আইএসএল ও আইপিএলে খেলাধূলা করে। তাঁরা আমার খুবই স্নেহধন্য, খুব প্রতিভাবানও বটে।'

নজরে লোকসভা ভোট মহিলা সংরক্ষণ বিল পেশ সংসদে

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: লোকসভায় পেশ হল মহিলা সংরক্ষণ বিল। মঙ্গলবার আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল এই বিল পেশ করেন। দীর্ঘ আলোচনার পর নতুন সংসদ ভবনে এই বিল পেশ হয়। ওয়াকিবহাল মহলের অনুমান, লোকসভা নির্বাচনের আগে মহিলা ভোটারদের মন জয় করতেই এই বিল পাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মোদি সরকার।

যদিও নারী সংরক্ষণ বিল পেশের আগেই তরজা শুরু হয় লোকসভায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, এর আগে চেষ্টা হলেও সংসদে এই বিল পাশ করানো যায়নি। তাই নতুন করে এই বিল আনা হবে লোকসভায়। তবে মোদির এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন কংগ্রেস সাংসদ অধীর চৌধুরি। তাঁর দাবি, রাজীব গান্ধির আমলেই মহিলাদের জন্য এমন বিল আনার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী মোদি এখন এই বিল সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে সকলকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন।

মঙ্গলবার নতুন সংসদ ভবনে বিশেষ অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে মোদি বলেন, মহিলা সংরক্ষণ বিলের নাম দেওয়া হবে 'নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম'। প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে বেশ কয়েকবার এই বিল পেশ করা হয়। কিন্তু যথেষ্ট সমর্থনের অভাবে পাশ করানো যায়নি এই বিল। তবে আমি মনে করি ভগবান আমাকেই বেছে নিয়েছেন এই বিলকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য।'

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন কংগ্রেসের নেতা অধীর চৌধুরী। তাঁর মতে, বাজপেয়ী আমলের অনেক আগে রাজীব গান্ধি প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীনই এই বিলের পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু বর্তমানে সেই বিলের নাম পরিবর্তন করে জনতাকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে সরকার। তবে দীর্ঘ আলোচনার পরে মঙ্গলবার দুপুর সওয়া দুটো নাগাদ লোকসভায় পেশ হয়েছে এই বিল। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই বিলটিকে মান্যতা দিয়েছিল। জানা গিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার রাজ্যসভায় পেশ হতে চলেছে মহিলা সংরক্ষণ বিল।

তবে এই বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বেশ কয়েকবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ। অধিবেশনে যোগ দেওয়ার আগে হাতে সংবিধান নিয়ে উপস্থিত হন অধীর। তাঁর মতে, দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে সংবিধান বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

অন্যদিকে, লোকসভার পাশাপাশি মহিলা সংরক্ষণ বিল ঘিরে মঙ্গলবার বিতর্ক ছড়াল রাজ্যসভাতেও। কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়্গের একটি মন্তব্যের প্রতিবাদে সরব হতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামণকে।

'পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া'য় প্রবেশ

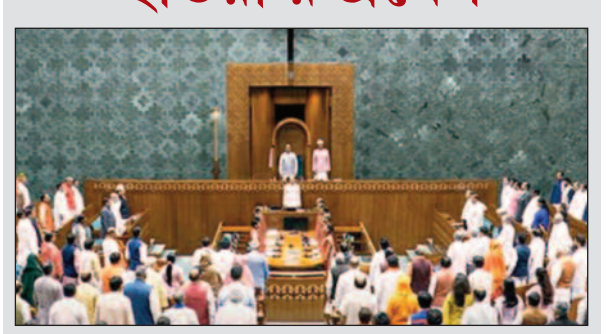

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: গণেশ চতুর্থীর মাহেন্দ্রক্ষণে দুপুর ১টা বেজে ১৫ মিনিট নাগাদ নতুন সংবিধান ভবনে আনুষ্ঠানিক প্রবেশ করলেন দেশের সাংসদরা। তার আগে নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জানালেন, নতুন সংসদ ভবনের নাম 'পার্লামেন্ট হাউস অফ ইন্ডিয়া'। অন্যদিকে পুরনো সংসদ ভবনের নামকরণ হয়েছে 'সংবিধান সদন'। মঙ্গলবার সকালে পুরনো সংসদ ভবন ছাড়ার প্রাক্কলে সংসদ সদস্যরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন ভারতীয় গণতন্ত্রের বহু ইতিহাসের সাক্ষী পুরনো সংসদ ভবনকে। নিজের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী মোদি পুরনো সংসদ ভবনের 'প্রতিটি ইট'-এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বলেন, 'আগামী প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করবে পুরনো সংসদ ভবন।' এর পরেই তিনি বলেন, সকলের অনুমতিতে পুরনো সংসদ ভবনের নাম হবে 'সংবিধান সদন', অন্যদিকে নতুন সংসদ ভবনের নাম 'পার্লামেন্ট হাউজ অফ ইন্ডিয়া'।

নয়া অধ্যায়ের শুরু: মোদি

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: 'আমরা নতুন অধ্যায় শুরু করছি', নতুন সংসদ ভবনের প্রথম ভাষণে দেশ এবং গোটা বিশ্বকে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নতুন ভবনেও মোদির মুখে শোনা গলে জওহরলাল নেহরুর কথা। এদিন মোদির মুখে শোনা গেল শক্তিশালী ভারত গড়ার সংকল্পের কথা। আধুনিক নতুন সংসদ ভবনে সব ব্যবস্থাই নতুন, জানালেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আধুনিক ভারতের প্রতীক নতুন সংসদ ভবন। নিজের বক্তব্যে মহিলা সংরক্ষণ বিল পাশ নিয়ে জোরালো সওয়াল করলেন মোদি। চাইলেন সকলের সম্মতি।

ফের অশান্ত মণিপুর

মেইতেই মহিলা গোষ্ঠীর ডাকে ৪৮ ঘণ্টার বন্‌ধ পালন

ইম্ফল, ১৯ সেপ্টেম্বর: অস্ত্র-সহ ধরা পড়েছিলেন পাঁচ যুবক। তাঁদের মুক্তির দাবিতে আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল মণিপুর। মেইতেইদের মহিলা গোষ্ঠী মেইরা পেইবি এবং পাঁচটি ক্লাব মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে ৪৮ ঘণ্টার বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। মঙ্গলবার সকাল থেকেই রাজধানী ইম্ফলে এই বন্ধের ভাল প্রভাব পড়েছে। দোকান, বাজার বন্ধ। রাস্তাঘাটেও যান চলাচল খুব সীমিত।

শনিবার সশস্ত্র পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করার পর থেকেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষোভ ছড়াতে শুরু করে। অল লাংথাবল কেন্দ্র ইউনাইটেড ক্লাব কো-অর্ডিনেটিং কমিটির সভাপতি ইয়ুমনাম হিটলার বলেন, 'যে পাঁচ যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তাঁরা গ্রামের স্বেচ্ছাসেবী। কুকি-জোদের হামলার হাত থেকে গ্রামবাসীদের বাঁচাতে তাঁরা রক্ষকের কাজ করেন। আমরা ওঁদের মুক্তি চাইছি।' নিরাপত্তাবাহিনী ঠিক মতো কাজ করছে না বলেও অভিযোগ তুলেছেন হিটলার। তাঁর হুঁশিয়ারি, সরকার যদি ওই যুবকদের না ছাড়ে, তা হলে প্রতিবাদ আরও জোরদার হবে।

যুবকদের গ্রেপ্তার হওয়ার পরই শনিবার পোরমপট থানায় বিক্ষোভ দেখান মেইতেইরা। বিপুল সংখ্যক মানুষের জমায়েত হটাতে শেষমেশ পুলিশকে বেশ কয়েক রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস ছুড়তে হয়েছিল। দু'পক্ষের মধ্যে হাতাহাতিও হয়। সেই ঘটনায় বেশ কিছু বিক্ষোভকারী এবং র‍্যাফ-এর জওয়ান আহত হয়েছিলেন।

এর পরই এই প্রতিবাদ আরও জোরদার করার সিদ্ধান্ত নেয় মেইরা পাইবি এবং অল লাংথাবল কেন্দ্র ইউনাইটেড ক্লাব-সহ ইম্ফলের পাঁচটি স্থানীয় ক্লাব। সোমবার মধ্যরাতে এই সংগঠনগুলি ঘোষণা করে মঙ্গলবার থেকে ৪৮ ঘণ্টা রাজ্য জুড়ে বন্‌ধ পালন করবে তারা। ধৃতদের মুক্তির দাবিতে সোমবারও পূর্ব ইম্ফলের খুরাই, কোংবা, পশ্চিম ইম্ফলের কাকওয়া, বিষ্ণুপুর জেলা এবং থৌবলেও বহু জায়গায় রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ওএমআর শিট মামলায় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের নালিশের হুঁশিয়ারি

সিবিআই গঠিত সিট প্রধানকে তলব বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সিবিআইয়ের বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর প্রধান অশ্বিন শেণভিকে তলব করল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নির্দেশ, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর দুপুর ২টোয় তাঁকে সশরীরে হাজিরা দিতে হবে। তদন্ত নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি জানিয়েছেন, গাফিলতির কারণ সিটের প্রধানকে জানাতে হবে।

ওএমআর শিট মামলায় সিবিআই-এর রিপোর্ট দেখে এবার চরম পদক্ষেপ করার কথা বললেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। ফের সিবিআই-এর অফিসারদের বিরুদ্ধে আঁতাতের অভিযোগ তুলেছেন বিচারপতি। এবার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে সিবিআই-এর সম্পর্কে নালিশ করার ভাবনা বিচারপতির। ওএমআর শিট মামলায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে রিপোর্ট দেয় সিবিআই। সেই রিপোর্ট দেখে বিচারপতি বলেন, 'রিপোর্ট দেখে মনে হচ্ছে সিবিআই নিজেই কালপ্রিটদের ঢাকার চেষ্টা করছে। প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে পাঠাব। বলব কিছুই করছে না সিবিআই।' বিচারপতি আরও বলেন, 'আপনার অফিসাররা শিশু নয়, ওঁরা জানেন কী করতে হয়।'

প্রাথমিকের উত্তরপত্র (ওএমআর শিট) মামলায় বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের মন্তব্য, 'তদন্ত রিপোর্ট দেখার পর বলতে হচ্ছে সিবিআই তদন্ত সম্পূর্ণ ব্যর্থ। এটা ছাড়া বিকল্প কিছু বলার নেই।' তিনি আরও জানান, সিবিআই 'ফেল' করেছে সারা ভারতবর্ষ জানুক। এই মামলায়

সিবিআইয়ের পারফরম্যান্স খুবই খারাপ। সাধারণ প্রশ্ন সিবিআই ঠিক মতো করেনি।

বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় তদন্ত নিয়ে হতাশা প্রকাশ করে বলেন, 'এই মামলার কিছু হবে না। সিবিআইকে দিলাম..... এর চেয়ে উলুবেড়িয়া থানাকে কেসটা দিলে ভাল হত! কেস ডায়েরিতে অনেক তথ্য উল্লেখ করা হয়নি।' তিনি আরও বলেন, 'এর আগে বহু বার সতর্ক করেছিলাম। আমি এই তদন্তে খুশি নই। এটা আমি বিশ্বাস করি না যে, সিবিআইয়ের আধিকারিকরা বোকা। তাঁরা অত্যন্ত সেয়ানা। সিবিআই আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কি আবার তদন্তের নির্দেশ দিতে হবে? যে কোনও বুদ্ধিমান লোক আসল প্রশ্ন করবে। কী প্রশ্ন করবে সেটাও কি আমাকে বলে দিতে হবে? আমি চিৎকার করতে চাই না। আপনারা বাধ্য করছেন। সিবিআইয়ের এই অফিসাররা লজ্জাহীন। আগে সিবিআই শুনলে লোকে ভয় পেত। এখন লোকে হাসে। জানে কিছু হবে না।'

এই মামলায় মঙ্গলবার দুপুরে হাইকোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ে ওএমআর শিটের 'ডিজিটাইজড কপি'। কোনও নথির ডিজিটাইজড কপি বলতে কী বোঝায়, জানতে চান বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। হাইকোর্টের পর্যবেক্ষণ, পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' ওএমআর শিটের নাম করে যে সব তথ্য দিচ্ছে, সেগুলি হাতে টাইপ করা। তার সঙ্গে আসল কপির কোনও মিল নেই। অথচ হাতে টাইপ করা ওই তথ্যকেই পর্ষদ 'ডিজিটাইজড' বলছে। প্রাথমিকের আসল ওএমআর শিট আগেই নষ্ট করার অভিযোগ রয়েছে। মঙ্গলবার দুপুর ২টোয় ছিল ফের শুনানি। সেখানে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন বিচারপতি। এর আগে নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের তদন্তে সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিল নিম্ন আদালত।

খতম লস্কর জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর: অবশেষে শেষ হল অনন্তনাগের অপারেশন। সাত দিনের মাথায় শেষ হল জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগের সংঘর্ষ। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, এই সংঘর্ষের মূল মাথা তথা লস্কর জঙ্গি উজেইর খান নিহত হয়েছে। আর এক জঙ্গির দেহ জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। যদিও তার দেহ এখনও উদ্ধার করা হয়নি বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কাশ্মীর পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি বিজয় কুমার। তবে তল্লাশি অভিযান এখনই বন্ধ করা হচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন এডিজি।

বিস্তারিত দেশের পাতায়

কানাডার উচ্চপদস্থ কূটনীতিকদের ৫ দিনের মধ্যে ভারত ছাড়ার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: কানাডার উচ্চপদস্থ কূটনীতিককে ৫ দিনের মধ্যে দেশ ছাড়তে নির্দেশ দিল বিদেশ মন্ত্রক। বলা হয়, দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেছে কানাডার কূটনীতিকরা। তাছাড়াও ভারতবিরোধী কাজের সঙ্গেও তাঁদের যোগ রয়েছে। সমস্ত বিষয়টি নিয়ে ভারত উদ্বিগ্ন বলেই কানাডার এক কূটনীতিককে পাঁচদিনের মধ্যে দেশে ফিরতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

খলিস্তানিদের আশ্রয় দিয়েছে কানাডা। সেদেশের ছত্রছায়ায় থেকে ভারতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে খলিস্তানি জঙ্গিরা। কানাডার নেতারা দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়টি নিয়ে কেবল সমবেদনা প্রকাশ করেছেন। কানাডাতেই খুন, মানব পাচার-সহ একাধিক অপরাধ দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। কানাডাকে উদ্দেশ্য করে এমন কড়া বার্তা দিল ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সেই সঙ্গে তলব করা হয়েছে ভারতে নিযুক্ত কানাডার রাষ্ট্রদূতকেও।

সোমবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো

জাস্টিন ট্রুডোর মন্তব্যের পাল্টা

বলেন, কানাডার নাগরিক ও খলিস্তানি জঙ্গি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের হত্যার নেপথ্যে ভারতের ভূমিকা রয়েছে। তারপরেই ভারতের শীর্ষ কূটনীতিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করার সিদ্ধান্ত জানান কানাডার বিদেশমন্ত্রী। তিনি দাবি করেন, কানাডার সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ করার চেষ্টা করেছে ভারত। এই মন্তব্যের পরেই কড়া মন্তব্য করে প্রতিক্রিয়া দিয়েছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক।

বিবৃতি জারি করে বলা হয়েছে, কানাডার এই অভিযোগ অবাস্তব ও ভিত্তিহীন। ইচ্ছাকৃতভাবে ভারতের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হচ্ছে। তাই কানাডার প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রীর বক্তব্য খারিজ করছে ভারত। বিদেশ মন্ত্রকের বিবৃতিতে কানাডার দিকেই অভিযোগের তির ছুঁড়েছে ভারত। সেখানে বলা হয়েছে, 'খলিস্তানিদের কানাডায় আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। তারপরে ভারতের বিরুদ্ধে এমন মন্তব্য করে আসলে সেদেশের খলিস্তানি কার্যকলাপ থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টা হচ্ছে। খলিস্তানিদের বিরুদ্ধে কোনওদিনই পদক্ষেপ করেনি কানাডার প্রশাসন।'

সেই সঙ্গে বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, কানাডার অভ্যন্তরে অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে ভারতের কোনও যোগ নেই। এমনিতেই কানাডায় দীর্ঘদিন ধরেই খুন, মানব পাচারের মতো নানা অপরাধ হয়ে এসেছে। তবে কানাডার সরকারের কাছে ভারতের অনুরোধ, তাঁদের দেশের মাটিতে বসে ভারত-বিরোধী কার্যকলাপ বন্ধ করা হোক। অন্যদিকে, কানাডা থেকে ভারতীয় কূটনীতিককে বহিষ্কারের পরেই সেদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করা হয়েছে বিদেশ মন্ত্রকের সদর দপ্তরে। সেখানেই জানানো হয়, এক আধিকারিককে পাঁচ দিনের মধ্য দেশে ফেরত পাঠাতে হবে।

প্রধান শিক্ষিকাকে অপছন্দ, তাঁকে না রাখার দাবিতে ভবনাথ গার্লস স্কুলে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : প্রধান শিক্ষিকাকে বহাল না রাখার দাবিতে মঙ্গলবার সকালে অভিভাবকরা দীর্ঘক্ষন বিক্ষোভ দেখাল খড়দার রহড়া ভবনাথ ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস হাই স্কুলের (প্রাথমিক বিভাগ) গেটে। জানা গিয়েছে, ওই স্কুলের প্রাথমিক বিভাগের টিচার-ইন-চার্জ ছিলেন সীমা চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু গত বছরের নভেম্বর মাস থেকে টিচার-ইন-চার্জের দায়িত্ব সামলাচ্ছেন শিক্ষক অভিজিৎ মজুমদার। দু-তিনদিন আগে অভিভাবকরা জানতে পারেন ফের প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্ব নিতে চলেছেন সীমা চট্টোপাধ্যায়। এতেই ক্ষিপ্ত হয়ে অভিভাবকরা এদিন সকালে স্কুল গেট আটকে বিক্ষোভ দেখায়। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, পূর্বতন টিচার-ইন-চার্জ সীমা চট্টোপাধ্যায় পড়ুয়া এবং তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতেন। বিক্ষোভকারীদের দাবি, বিদ্যালয়ে শিশুদের ভয়মুক্ত সুস্থ পরিবেশ গড়ে তুলতে অন্য কোনও সিনিয়র শিক্ষককে প্রধান শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করা হোক। উক্ত স্কুলের বর্তমান টিচার-ইন-চার্জ অভিজিৎ মজুমদার বলেন, প্রধান শিক্ষক অবসর নেওয়ার পর ২০১৫ সালে নিয়ম মাফিক টিচার-ইন-চার্জের দ্বায়িত্ব নিয়েছিলেন সীমা দি। তিনি ২০২২ সাল পর্যন্ত দায়িত্ব সামলেছিলেন। কিন্তু স্কুল পরিচালনার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যার গত বছরের নভেম্বর মাসে তাকে দ্বায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। অভিজিৎবাবু জানান, শিক্ষা দপ্তর থেকে প্রধান শিক্ষক পদের জন্য আবেদন চাওয়া হয়েছিল। সীমা দি আবেদনপত্র জমা দিয়েছিলেন। ওঁকে প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। অভিজিৎ বাবুর কথায়, সীমা দি প্রধান শিক্ষিকার দায়িত্বভার নিতে চলেছেন অভিভাবকরা শুক্রবার সেটা জানতে পেরেছেন। আর এদিন তারা গেট বন্ধ করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন।

দেহ উদ্ধারের দু'মাসের মাথায় স্ত্রীকে খুনের ঘটনায় গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন হাওড়া: চলতি বছরের ২৫ জুলাই ভোরে ডোমজুড়ের সলপের কাছে পাকুরিয়া ব্রিজে বিছানার চাদরে মোড়ানো মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছিল। মৃতদেহটি কোনো অবাঙালি হিন্দু বলেই অনুমান করা হয়েছিল। প্রায় দু'মাসের মাথায় সেই মামলায় সাফল্য এল। মহিলার পরিচয় জানতেই পুলিশের ৫৩ দিন লেগে যায়। তারপরেই তদন্ত চালিয়ে মহিলার স্বামী অনিল যাদবকে গ্রেপ্তার করল। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি স্ত্রীকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন। মৃত বধূর নাম সুনয়না।

জানা গিয়েছে, প্রথম দিকে মৃতের পরিচয় জানতে পারেনি পুলিশ। সে কারণেই তদন্ত কোন পথে এগনো যায় দিশা খুঁজে পাচ্ছিলেন না তদন্তকারীরা। কিন্তু ৫৩ দিনের মাথায় লিলুয়া থানা সূত্রে একটা পরিবারের খবর আসে। জানা যায়, জুলাই থেকে পরিবারের খোঁজ নেই। সেই সূত্র ধরে এগোতেই জানা যায় মৃত মহিলার নাম সুনয়না। ময়নাতদন্তের রিপোর্টে জানা যায় শ্বাসরোধ করেই তাঁকে হত্যা করা হিয়েছিল। স্বতঃপ্রণোদিত ওই মামলাতে ডোমজুড় থানা ভারতীয় দণ্ডবিধি অনুযায়ী ৩০২/২০১ ধারাতে মামলা শুরু করে।

এদিকে,ডোমজুড় থানা সূত্র মারফৎ জানতে পারে ওই মহিলা তাঁর দুই মেয়ে ও স্বামীর সঙ্গে লিলুয়া এলাকাতে ভাড়া বাড়িতে থাকতেন। জানা যায় মহিলার স্বামী বিহারের বাসিন্দা অনিল যাদব। স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে অনিলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতকে জেরা করে জানা যায়, ২৪ জুলাই রাতে স্ত্রীকে খুন করে ২৫ তারিখ ভোরে পাকুরিয়া ফ্লাইওভারে মৃতদেহ ফেলে আসে সে। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, পুরানো পারিবারিক বিবাদের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। আর বিস্তারিত তদন্ত চালাতে ধৃতকে জেরা করে তথ্য সংগ্রহের কাজ করছেন তদন্তের ভারপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকরা।

রাজ্যে শুরু যোগ চিকিৎসার ডাক্তার কোর্স, চলছে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ১১ জন নিট উত্তীর্ণ পড়ুয়াকে নিয়ে রাজ্যে শুরু হল যোগ চিকিৎসার ডাক্তারি কোর্স। বেলুড়ের যোগ মেডিক্যাল কলেজ 'যোগশ্রী'তে ছাত্র ভর্তি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের প্রথম দফায় এই সাড়া মেলায় খুশি নবান্ন। কারণ পূর্ব ভারতে এটাই প্রথম সরকারি যোগ মেডিক্যাল কলেজ। দুদিন প্রথম দফার ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে।প্রথম পর্যায়ে মোট ৩৪ জন ছাত্র ভর্তির অনুমোদন দিয়েছে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল কাউন্সেলিং কমিটি।

কলেজের অধ্যক্ষ তথা রাজ্যের আয়ুর্বেদ অধিকর্তা ডা দেবাশিস ঘোষ জানিয়েছেন, প্রথম বছর হিসাবে এটা যথেষ্ট ভাল সাড়া। ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত ভর্তি প্রক্রিয়া চলবে। তাঁর আশা ৫০ টি আসনই ভর্তি হয়ে যাবে। জানা গিয়েছে, পড়ুয়াদের সকেলই এই রাজ্যের বাসিন্দা।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম যোগ কাউন্সিল গঠন করে যোগ ও প্রাকৃতিক চিকিৎসাকে সুসংহত করার চেষ্টা শুরু করেন। পরবর্তী কালে কাউন্সিলের দাবি মেনে বেলুড় স্টেট জেনারেল হাসপাতাল ক্যাম্পাসে পাঁচতলা বিল্ডিং তৈরি হয় যোগ মেডিক্যাল কলেজের জন্যে।রাজ্যের যোগ ও ন্যাচারোপ্যাথি কাউন্সিলের সভাপতি তুষার শীল জানান, কলেজটি ৩০০ শয্যা বিশিষ্ট। এই মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের যোগের পাশাপাশি প্রাকৃতির উপাদান ব্যবহার করে চিকিৎসা করার শিক্ষা দেওয়া হবে। স্নাতক স্তরে পঠনপাঠন হবে। সূর্যের আলো কিংবা বাতাসের মতো প্রাকৃতিক উপাদান কীভাবে রোগ নিরাময়ের কাজে লাগতে পারে, তা শেখানো হবে পড়ুয়াদের। এটাই পূর্ব ভারতের প্রথম যোগ মেডিক্যাল কলেজ।

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে কলেজের প্রিন্সিপাল, অধ্যা পক, সহকারী অধ্যা পক, আরএমও, ডেন্টিস্ট, ইএনটি সার্জন, ল্যা ব টেকনিশিয়ান, জেনারেল ডিউটি অ্যাটেড্যাহন্ট সহ মোট ১০১টি পদে নিয়োগ হয়।মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগেই এটা সফল হল। রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অনুমতিক্রমে কলেজের নাম বদলে রাখা হয় 'যোগশ্রী' কলেজ। আগেই চালু হয়ে গিয়েছিল এই যোগ কলেজের আউটডোর বিভাগ। এবার শুরু হচ্ছে কলেজ, হাসপাতাল, পঠনপাঠন।

মেডিক্যাল সর্বভারতীয় অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে আগামী বছরের ৫ মে

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছরের ৫ মে মেডিক্যালে সর্বভারতীয় অভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা নিট নেওয়া হবে। আয়োজক ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি মঙ্গলবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সর্বভারতীয় নিট পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন পরীক্ষার নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেছে।

সেখানে জানানো হয়েছে, প্রতিবার যেমন ওএমআর শিটে অভিন্ন মেডিক্যাল প্রবেশিকা হয়, এবারও সেরকমভাবেই হবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্নাতকে ভর্তির পরীক্ষা বা কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট আন্ডারগ্র্যাজুয়েশন নেওয়া হবে ১৫ মে থেকে ৩১ মে পর্যন্ত। বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কেন্দ্রীয় ভাবে স্নাতকোত্তরে ভর্তির পরীক্ষা বা কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রান্স টেস্ট পোস্ট গ্র্যাজুয়েশন (কুয়েট পিজি) হবে পরের বছর ১১ মার্চ থেকে ২৮ মার্চ পর্যন্ত। ইউজিসি নেটের জুন পর্বের পরীক্ষা হবে আগামী বছর ১০ জুন থেকে ২১ জুনের মধ্যে। জয়েন্ট এন্ট্রান্সের প্রথম পর্বের পরীক্ষা নেওয়া হবে আগামী বছর ২৪ জানুয়ারি থেকে ১ ফেব্রুয়ারির মধ্যে। এরপর দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষা হবে ১ এপ্রিল থেকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে। নিট ইউজি বাদে অন্যান্য কম্পিউটার নির্ভর পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবে পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিন সপ্তাহের মধ্যে। অন্যদিকে, নিট ইউজি পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হবে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন, সিলেবাস সহ যাবতীয় বিবরণের জন্য পরীক্ষার্থীদের এনটিএ-এর ওয়েবসাইট দেখার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আঙুলের ছাপ চুরি করে টাকা গায়েবের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বৈদ্যবাটি: আধার কার্ড তৈরির সময় ব্যবহার করা আঙুলের ছাপ ক্লোন করে একের পর এক প্রতারণার ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি। কাজল ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি মঙ্গলবার থানায় অভিযোগ দায়ের করেন।

অভিযোগকারী কাজল বলেন, 'সম্প্রতি স্টেট ব্যাঙ্কের টাকা জমা দেওয়ার সময় কাস্টমার সার্ভিস পয়েন্টে আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে টাকা জমা দিয়েছি। গত দু'বছর আগেও আঙুলের ছাপ ব্যবহার করে মোবাইলের সিম তুলেছিলাম। সেখান থেকে কোনও কিছু হয়ে থাকতে পারে। টাকা গায়েবের পর ব্যাঙ্ককে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি। ৪৫ দিনের মধ্যে টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার আশ্বাস তারা দিয়েছে।' ম্যানেজার জানিয়েছেন, 'ব্যাঙ্কের আরও কয়েকজনের সঙ্গে এই ঘটনা ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে একাধিক জন টাকা ফিরে পেয়েছেন।'

চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের সাইবার ক্রাইম থানার এক আধিকারিক বলেন, 'প্রত্যেকেরেই আধারের সঙ্গে ব্যাঙ্কের লিঙ্ক রয়েছে। সেখানে ১০টি আঙুলের ছাপ রয়েছে। সেই ছাপগুলিকেই প্রতারকরা বিভিন্ন ওয়েবসাইটের মাধ্যমে পেয়ে যাচ্ছে। সেগুলোকে নিয়েই তারা একটি চ্যানেলের মাধ্যমে ডেভেলপ করে ফেলছে। তা ব্যবহার করেই চলছে প্রতারণা। বায়োমেট্রিক লক করতে হবে। হুগলির ব্যাঙ্কের বেশ কিছু গ্রাহকের সঙ্গেও একই ঘটনা ঘটেছে।'

দুয়ারে সরকারে আবেদন জমা ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার

জলাশয় পরিষ্কার না করলে আইনানুগ ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: ১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলা দুয়ারে সরকার শিবিরে ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৭৯৪ জনের আবেদন জমা পড়েছে। ১ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিকের নাম এবার নথিভুক্ত হয়েছে। জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি জানান, সপ্তম দুয়ারে সরকার শিবিরে খুব ভালো সাড়া পাওয়া গিয়েছে। লদীর ভান্ডার, ঐক্যশ্রী, কৃষক বন্ধু প্রকল্পের জন্য অনেকেই নতুন করে আবেদন করেছেন। এর পাশাপাশি আধার সংযোগের কাজ হয়েছে।

পাশাপাশি মেদিনীপুর শহরে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে দু'জনের । চিকিৎসা চলছে শতাধিক মানুষের। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ডেঙ্গু বিভাগে ভর্তি আছেন ৩৫ জন। ৫৫টি শয্যা রয়েছে। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ড. সৌম্যশঙ্কর সারেঙ্গি জানান, জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্তর সংখ্যা ৮৩৯ জন। জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদেরি এ বিষয়ে পুরসভাকে জমা জল নিয়ে পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেওয়ার পরই সোমবার পুরপ্রধান সৌমেন খান মেদিনীপুর শহরের ১৮টি পুকুর ও ডোবার মালিককে নোটিশ পাঠিয়ে জানিয়েছেন অবিলম্বে তাঁরা জলাশয় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না করলে পুরসভা আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আরও সাত হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল হিসেবে গড়তে উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের আরও সাত হাজারের বেশি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে মডেল হিসেবে গড়ে তুলতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। যেসব কেন্দ্রের নিজস্ব বাড়ি ও জায়গা আছে, সেগুলির মধ্যে থেকে বাছাই করা কয়েকটি কেন্দ্রকে মডেল বা 'সক্ষম' অঙ্গনওয়াড়িতে উন্নীত করা হবে। এজন্য নারী, শিশু ও সমাজকল্যাণ দপ্তরের আইসিডিএস ডিরেক্টরেটের তরফে বিভিন্ন জেলা থেকে প্রস্তাবিত কেন্দ্রের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। বাছাই কেন্দ্রগুলিকে এক লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে। তা দিয়ে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রে এলইডি টিভি ও ওয়াটার ফিল্টার বসানো হবে। এছাড়াও সব্জির বাগান, বর্ষার জল সংরক্ষণ-সহ একাধিক প্রকল্প চালু হবে।

রাজ্য ও কেন্দ্রের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। গত বছর পাঁচটি জেলার ৪৭৫০টি এমন কেন্দ্রকে এই বিশেষ তকমা দিয়ে উন্নীতকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। এবার সেই সংখ্যা আরো বাড়ানো হচ্ছে। উল্লেখ্য কেন্দ্রীয় সরকার দেশের ৮০ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রকে 'সক্ষম' তকমা দিয়ে সেগুলির মডেল অঙ্গনওয়াড়ি হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই মতো চলতি আর্থিক বছরে ৪০ হাজার কেন্দ্রকে চিহ্নিত করার কাজ শুরু হয়েছে। এবার রাজ্যের ২৯টি ব্লক থেকে বিশেষ কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নাম পাঠানো হবে বলে জানা গিয়েছে।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সশক্তিকরণে ৩২০০ কোটি ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত ব্যবস্থার সশক্তিকরণ প্রকল্পে রাজ্য সরকারকে প্রায় ৩২০০ কোটি টাকা ঋণ দেবে বিশ্বব্যাংক। এব্যাপারে কেন্দ্রের প্রাথমিক ছাড়পত্রও মিলেছে। রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানিয়েছেন, আইএসজিপি (ইনস্টিটিউশনাল স্ট্রেনদেনিং অফ গ্রাম পঞ্চায়েত) প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যের সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ করে বিশ্বব্যাংক নতুন করে এই প্রকল্পের জন্য ঋণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যে ঘুরে গিয়েছে বিশ্বব্যাংকের এক উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দল। আইএসজিপি প্রকল্প সফল ভাবে রূপায়ণ করার জন্য আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থার পক্ষ থেকেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 'হাইলি সাটিসফ্যাক্টরি' রেটিং দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত মন্ত্রী জানিয়েছেন, তৃতীয় দফার কাজ শুরু করার জন্য কেন্দ্রের মৌখিক সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। সেইমতো কেন্দ্রের কাছে খুব শিগগিরই একটি লিখিত প্রস্তাব পাঠানো হবে।

তিনি জানান, এই প্রকল্পের জন্য রাজ্যের তরফে মোট ৪০০ মিলিয়ন ডলারের একটি প্রস্তাব তৈরি করা হয়েছে। তার মধ্যে ৩০০ মিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাংকের ঋণ। বাকি ১০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করবে রাজ্য। তা দিয়ে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ, কর্মীদের প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন কাজ হবে। প্রকল্পের মেয়াদ পাঁচ বছর। অর্থাৎ, ২০২৯ সালে আইএসজিপি ফেজ-৩ প্রকল্প শেষ হবে। তাঁর দাবি, বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিতে গেলে কেন্দ্রের অধীনস্থ 'ডিপার্টমেন্ট অফ ইকনমিক অ্যাফেয়ার্স'-এর অনুমোদন লাগে। দিল্লি এবং রাজ্যের পারস্পরিক সম্পর্ক এখন তলানিতে এসে ঠেকায় কেন্দ্রের থেকে শেষ পর্যন্ত অনুমতি মিলবে কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রের মৌখিক সম্মতিতে তা কিছুটা কেটেছে।

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে রাজ্যে প্রথম আইএসজিপি প্রকল্প চালু হয়।

বাগডোগরা বিমানবন্দরের টার্মিনালের উন্নয়ন শুরু আগামী বছরের গোড়াতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: উত্তরবঙ্গের বাগডোগরা বিমানবন্দরের নতুন টার্মিনাল ভবন নির্মাণ এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ আগামী বছরের গোড়াতেই শুরু হবে। এজন্য আগ্রহী সংস্থার কাছ থেকে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। আগামী ১৬ই নভেম্বরের মধ্যে দরপত্র সংক্রান্ত যাবতীয় প্রক্রিয়া শেষ করা হবে বলে ভারতীয় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ সূত্রের খবর ১০০ একর জমি অধিগ্রহণ ও সমীক্ষার কাজ শেষ করার পর এই নতুন প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। এজন্য খরচ হবে এক হাজার ৮৮৪ কোটি টাকা। প্রায় এক লক্ষ বর্গমিটারের নতুন টার্মিনাল ভবন-সহ যাবতীয় পরিকাঠামো তৈরি করা হবে। এই কাজের জন্য ৩০ মাসের সময়সীমা ধার্য করা হয়েছে।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী
গত ১৪/০৯/২৩ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চন্দননগর, হুগলী কোর্টে ৫৩৯৬ নং এফিডেভিট বলে Dhup Chand Jaiswal S/o. Dip Chand Jaiswal ও Dhupchand Jaiswal S/o. D. Jaiswal সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪০৮ নং এফিডেভিট বলে Debasish Lahiri S/o. Tapendra Lal Lahiri ও Debasis Lahiri S/o. T. L. Lahiri সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৩/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪২৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Purnima Majumdar ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার স্বামী Probhash Chandra Mazumdar ও P. Majumdar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৩৯২ নং এফিডেভিট বলে Subrata Sabui S/o. Sushil Kumar Sabui ও Subrata Kr. Sabui S/o. S. K. Sabui সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪১০ নং এফিডেভিট বলে আমি Dibyajyati Das ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Rajat Kumar Das ও S. Das সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪১১ নং এফিডেভিট বলে Chandan Pal S/o. Surayanarayan Pal ও Chandan Paul S/o. Lt. S. Paul সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪১৪ নং এফিডেভিট বলে Dilip Kumar Shaw S/o. Radhakrishan Shaw ও Dilip Kr. Show S/o. R. K. Show সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী
গত ১১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৬৭ নং এফিডেভিট বলে Kausik Adhikary S/o. Narayan Chandra Adhikary ও Kousik Adhikari S/o. N. Adhikari সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী
গত ১১/০৮/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১২৩৬৮ নং এফিডেভিট বলে Sukdev Adhikary S/o. Nanigopal Adhikary ও Sukdeb Adhikari S/o. N. G. Adhikari সাং গজঘন্টা, মগড়া, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

নাম-পদবী
গত ১৫/০৯/২৩ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৪৪১২ নং এফিডেভিট বলে Sk. Sajahan Uddin S/o. Sk. Jamal Uddin ও Sajahanuddin S/o. Jamal Sekh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি ।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২০ শে সেপ্টেম্বর । বুধবার। ২ রা আশ্বিন । পঞ্চমী তিথি। জন্মে তুলা রাশি। অষ্টোত্তরী বুধের মহাদশা। বিংশোত্তরী বৃহস্পতির র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ।

মেষ রাশি : অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ুন। আজ সহযোগিতা পাবেন মানুষের। এমন একজন প্রতিবেশী আছে যিনি আপনার সাহায্য করতে চায় কিন্তু আপনার বুদ্ধির ভুলে তিনি সহযোগিতার থেকে পিছিয়ে থাকছে। আজ মেশিনারি লোহা ,কেমিক্যাল ও ইলেকট্রিকাল কাজের মধ্য যারা আছেন তাদের ভাগ্য সহায়ে। পরিবারক দাম্পত্য জীবনে শান্তির বাতাবরণ তৈরী হবে।

বৃষ রাশি : যারা বেতন ভুক কর্মচারী তাদের আজকে অতীব শুভ দিন। সোনার অলংকার , রুপোর অলংকার বা কোনো ধাতুর ব্যবসা যারা করেন আজ কোনো নতুন চুক্তি সম্পাদন হবে। পরিবারে বয়স্ক মানুষকে সময় দিন লাভ প্রাপ্তি হবে। ক্রোধ আর বাবাদের দ্বারা সম্পর্ক ভাঙ্গে সম্পর্ক গর্তে গেলে মেজাজ মর্জিকে ঠান্ডা করুন। প্রেমিক যুগল আজ শুভ যোগ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য আজ শুভ।

মিথুন রাশি : তাড়াহুড়োর ফলে আজ কতটা ভুল হয়ে পরবে। আজ সচেতই থাকুন নয়তো কোনো প্রিয় জিনিস হারিয়ে যেতে পারে। পরিবারে তৃতীয় ব্যাক্তি কারণ তর্ক বিতর্ক রান্না করা খাবার নিয়ে আজ পরিবারে মতবিরোধ। স্পষ্ট কথা বলা ভালো কিন্তু বলার আগে কয়েক সেকেণ্ড যদি ভেবে নেন তাহলে অশান্তি কম হয়। শশুর বাড়ির এক সদস্যের কারণে পরিবারে তিক্ততা বৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বিবাহের ব্যাপারে যে পাকা কথা আটকে ছিল আজ তার শুভ সম্পন্ন হবে। সন্তানের নামে যে টাকা রেখেছেন আজ সেখান থেকে লাভ প্রাপ্তি সম্ভব। প্রবীণ নাগরিক যারা পেনশন পান তাদের অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব। যে প্রতিবেশীকে আপনি এড়িয়ে চলতেন আজ তার সহযোগিতায় পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ বা অর্থ লগ্নি ব্যবসা যারা করেন তাদের আজ অর্থ বৃদ্ধি সম্ভব।

সিংহ রাশি : হোটেল রেস্তোরা ব্যবসা যাদের তাদের শুভত্ব বৃদ্ধি। যারা জমি বাড়ি এজেন্সির কাজ করেন তাদের আটকে থাকা কাজ আজ হয়ে পরবে। পরিবারে স্বামী স্ত্রী র বন্ধন অতিব শুভ। ফোনের মাধ্যমে সুসংবাদ প্রাপ্তি। ছাত্র ছাত্রী দের অতীব শুভ। চাকরির জন্য যারা আবেদন করছেন তারা আজ বহু মানুষের সহোযোগিতা পড়েন।

কন্যা রাশি : বীমা সংক্রান্ত কাজ বা ট্যাক্স সম্পর্কিত কাজের মধ্যে যারা রয়েছেন আজ তাদের জন্য কোনো সুখবর রয়েছে। কর্মক্ষেত্রে উর্ধতন কর্তৃপক্ষের ফোন আপনাকে উৎসাহিত করবে। পরিবারে এমন একজন কেউ অথিতি আতিথেয়তা গ্রহণ করবে আপনার নৈরাশ হতাশা কেটে যাবে। প্রেমিক যুগল আজ পরস্পরকে সময় দিয়ে আনন্দের বাতাবরণ তৈরী করবেন।

তুলা রাশি : আপনার কোনো প্রিয় জিনিস আজ হারিয়ে যেতে পারে। সচেতন থাকুন পরিবারে সদস্যদের নিয়ে। এমন একটি ঘটনার আলোচনা হবে যা আপনি ভুল বুঝে তর্ক বিতর্কে জড়িয়ে পড়বেন। অনাত্মীয় আপনার বাড়িতে আজ অতিথি হবে। ধৈর্য রাখুন নয়তো ছোট ঘটনায় বিবাদ বিতর্ক তৈরী হয়ে আপনার সম্মান হানি হতে পারে। প্রেমের ক্ষেত্রে আজ এমন একটি ফোন আসবে যে ফোন এ আপনা মেজাজ হারিয়ে ফেলবেন।

বৃশ্চিক রাশি : নতুন কিছু কেনা কাটা হওয়ার পরে পরিবারে আনন্দ বৃদ্ধি। মনোবল আজ তুঙ্গে থাকার কারণে বান্ধব স্বজন আত্মীয় দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি যোগ। অর্থ করির ব্যাপারে আজ লাভ প্রাপ্তির সম্ভব। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য শুভ। প্রেমিক যুগল অতীব শুভ দিন।

ধনু রাশি : নতুন কাজের জন্য যে আবেদন করেছিলেন আজ সেখান থেকে সুখবর পাবেন। আজ পুরাতন বান্ধব বা বান্ধবীর দ্বারা সহযোগিতা প্রাপ্তি। তবে সম্পতির কে কেন্দ্র করে যে দুশ্চিন্তা চেপে বসেছে আপনার মাথায় সেটা কাটতে আর একটু সময় লাগবে। যে সঙ্গীকে বেছে নিচ্ছেন আগামী জীবনের জন্য জন্য তিনি আপনার বিশ্বাস ভাজন তো?

মকর রাশি : লোহা, তেল, কেমিক্যাল, তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের মধ্যে যারা আছেন তাদের অতীব শুভ ফল প্রাপ্ত হবে। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ থাকলেও ছোট খাটো কোনো বিবাদ বিতর্ক হওয়ার সম্ভাবনা। যারা মেকানিকাল কাজে তাদের অতীব শুভ যোগ।বান্ধবীর দ্বারা শশুর বাড়ির কোনো সদস্য দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। তবে দলিল দস্তাবেজ গুছিয়ে রাখুন। ঋণ পরিশোধের কোনো সুযোগ আসবে।

কুম্ভ রাশি : আজ এই শুভ নক্ষত্র যোগে বেকার ছেলে মেয়েদের কর্ম প্রার্থীর সুযোগ আসবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র এর আপনার বুদ্ধির দ্বারা নষ্ট হবে, আজ সম্মান প্রাপ্তি হবে। শিল্পী লেখক কলাকুশলীদের আজ সৌভাগ্য যোগ। এক রাজনৈতিক নেতার দ্বারা উপকার পাবেন। প্রেমিক যুগল কথা রাখুন সম্পর্ক শুভ হবে।

মীন রাশি : আজ শুভ না হলেও নক্ষত্র বিচারে অশুভ যোগ নেই। আজ যদি কথা কম বলেন অন্যের কথা বেশি শোনেন তাহলে আপনার কাজটা এগিয়ে যাবে। বিদ্যার্থীরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে। গ্রহ সনস্থান খুব ভালো নয়। আজ একটু সতর্ক থাকা ভালো পরিবারে আপনাকে ভুল বুঝে কোনো বিরুদ্ধ সমালোচনা হবে। আপনার নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি নিয়ে আপনি বিবাদে জড়িয়ে পড়বেন।

E-Tender

E- Tender invited by the Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat (Under Tehatta-II Panchayat Samity) Gopinathpur, Nadia. **NIT No. 06/15th FC TIED & UNTIED /2023-24,** Last date of submission **26.09.2023 up to 6p.m.** visit **www.wbtenders.gov.in** and sealed tender **NIT NO. 05/GWM/2023.** Last date of application **25.09.2023 up to 2p.m.** For details please contact to the office or
Sd/- Prodhan, Gopinathpur Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Topla, Nadia. **NIT NO- 15/NARA- II/15th (UNTIED FUND)/2023-24, 16/ NARA- II/15th (TIED FUND)/ 2023-24,** Last date of submission **25.09.23 up to 1p.m.** For details please contact to the office visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan, Narayanpur- II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tender invited by the Prodhan, Natidanga- II Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Thanarpara, Nadia. **NIT NO. 03/ NATI-II/15thFC/2023-24,** visit **www.wbtenders.gov.in** and sealed tender **NIT NO. 04/NATI-II/15thFC/2023-24 & 05/SBM(GWM)/NATI- II/ 2023-24.** Last date of submission **25.09.2023.** For details please contact to the office.
Sd/- Prodhan, Natidanga- II Gram Panchayat.

E-Tender

E- tenders are invited by the Prodhan, Narayanpur -I Gram Panchayat (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Amiyo Narayanpur, Nadia. **NIT NO- 01/15thFC (TIED & UNTIED)/ 2023-24,** Last date of submission **04.10.23 up to 2p.m.** For details please contact to the office or visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan, Narayanpur- I Gram Panchayat.

LOST & FOUND

Notification is here by issued that Master Policy No. 84571 having been lost from the custody of Saktinagar High School, P.O. Saktinagar, Dist. Nadia. A duplicate Policy will be issued unless any claim or objection is lodged within 7 days from the date of notification.
Sd/- Manager (P & GS), LICI, KMDO, P & GS Unit, Jeevan Prakash, C.R. Avenue, Kol-72

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ২০ সেপ্টেম্বর ২ আশ্বিন, ১৪৩০, বুধবার

কসবার ছাত্র মৃত্যুতে স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ ও হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্তের নির্দেশ

তদন্তে নজর রাখবেন পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কসবার সিলভার পয়েন্ট স্কুলের ৫ তলা থেকে পড়ে দশম শ্রেণির পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনায় হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা। সেই ঘটনায় এবার কড়া নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ ও হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করার করতে বলল আদালত। সেইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ছাত্রের প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসএসকেএমের চিকিৎসকদের দিয়ে তৈরি মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে পেশ করতে হবে।

ছাত্র মৃত্যুর ঘটনায় শুরু থেকেই স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিল মৃতের পরিবার। পাশাপাশি অভিযোগ ছিল, অসহযোগিতা করছে পুলিশ। সঠিক তথ্য মৃতের পরিবারকে দেওয়া হচ্ছে না। এই ঘটনায় মঙ্গলবার কলকাতার পুলিশ কমিশনারকে পড়ুয়া মৃত্যুর তদন্তের নজরদারি করার নির্দেশ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। মামলাকারীর আইনজীবী জয়ন্ত নারায়ণ চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রিম নস্কর এই প্রসঙ্গে জানান, ময়নাতদন্তের রিপোর্টে দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন নেই। শুধু কান থেকে রক্ত বের হতে দেখা গিয়েছে। এটা অবিশ্বাস্য। ঘটনার দিন আইনজীবী নিয়ে পরিবার কসবা থানায় গেলেও তাঁদের সিসিটিভি ফুটেজ দেখতে দেওয়া হয়নি। ওই পড়ুয়া কখন পড়ে গিয়েছে তার কোনও ছবিও নেই। এমনকী পরিবারের সদস্যদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়নি।

এরপরই ছাত্রের পরিবারের পক্ষ থেকে সিট গঠন করে তদন্তের দাবি জানান আইনজীবী। একই সঙ্গে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের দাবি জানান তাঁরা। এদিকে সিলভার পয়েন্ট স্কুলের অধ্যক্ষের আইনজীবী

সব্যসাচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, ওই পড়ুয়ার সঙ্গে প্রজেক্ট তৈরি নিয়ে ক্লাস টিচারের কথাকাটাকাটি হয়। সেই সময় ছাত্রটি শিক্ষকের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে। সিসিটিভি ফুটেজে সবটাই দেখা গিয়েছে। এরপর পাঁচ তলার উপর থেকে ছেলেটি ঝাঁপ দেয়। তখনই মুকুন্দপুরের একটি হাসপাতালে তাকে নিয়েও যাওয়া হয়।

দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত নির্দেশ দেন, কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে তদন্তে নজরদারি করতে হবে। প্রথম ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এসএসকেএম হাসপাতালের চিকিৎসকদের দিয়ে তৈরি মেডিক্যাল বোর্ডের সামনে পেশ করতে হবে। তাঁদের থেকে ওই রিপোর্ট ও ভিডিয়োগ্রাফি দেখিয়ে মতামত নিতে হবে। সিসিটিভি ও হার্ড ডিস্ক বাজেয়াপ্ত করতে হবে। একই সঙ্গে ময়নাতদন্তের কপি এখনই পরিবারকে দিতে হবে। আগামী শুনানিতে কেস ডাইরি আদালতে জমা দিতে হবে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ৬ অক্টোবর।

ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ভাইরাল করার হুমকি!

গায়ে আগুন দিলেন মহিলা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্ক! তার করুণ পরিণতির সাক্ষী থাকল হরিদেবপুর। 'প্রেমিক'-এর বাড়ির সামনে গায়ে আগুন দিলেন মহিলা। পুলিশ দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করলেও, শেষ রক্ষা হয়নি। হাসপাতালে মৃত্যু হয় মহিলার।

ঘটনায় অভিযোগের আঙুল উঠেছে প্রেমিক সুবীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি তিনি ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ। পুলিশ তার বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক সুবীর।

জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে হরিদেবপুর থানা এলাকার ব্যানার্জি পাড়া থেকে ১০০ ডায়ালে একটি ফোন আসে সেখানে বলা হয়, এক মহিলা কেরোসিন ঢেলে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করছেন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। মহিলাকে দগ্ধ অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় এমআর বাঙুর হাসপাতালে। হাসপাতালে ভর্তি করার পর, চিকিৎসকের উপস্থিতিতে বয়ান রেকর্ড করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে খবর, বয়ানে ওই মহিলা জানান, তাঁর স্বামী মারা গিয়েছেন তার পরেই সুবীর বিশ্বাসের সঙ্গে তাঁর প্রণয়ের সম্পর্ক তৈরি হয়। মহিলার সন্তানও আছে। কিন্তু এই সুবীরই হঠাৎ করে মহিলাকে হুমকি দিতে শুরু করেন। জানান, সুবীর ও তাঁর ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ও ভিডিও তিনি ফেসবুকে ভাইরাল করে দেবেন। তার জেরেই সুবীরের বাড়ির সামনেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন তিনি প্রাথমিক ভাবে বার্ন ইউনিটে ভর্তি করা হয় তাঁকে। কিন্তু পরে তাঁর মৃত্যু হয় পুলিশ মৃত্যুকালীন জবানবন্দির ভিত্তিতে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ নম্বর ধারা অর্থাৎ আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার ধারায় মামলা রুজু হয় সুবীর বিশ্বাসের বিরুদ্ধে।

কংগ্রেস নেতাকে জেল থেকে এনে ভোট করাতে হবে

রানিনগর ২ বোর্ড গঠনে নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ নম্বর ব্লকে পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটির নির্বাচন হবে ২৭ সেপ্টেম্বর। নির্দেশমতো দিনক্ষণ ঠিক করে হাইকোর্টকে জানাল রাজ্য সরকার। তা জানার পর ওই দিন কংগ্রেসের জয়ী সভাপতিকে জেল থেকে এনে ভোটদানের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট । শুধু তাই নয়, কড়া পুলিশি নিরাপত্তায় ভোটের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

একই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতির বাকি ৬ কংগ্রেস সদস্য, যাদের বিরুদ্ধে মামলা রয়েছে, আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁদের বিরুদ্ধেও কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না বলে নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা।২৭ সেপ্টেম্বর নির্বাচনের পর ২৯ তারিখ মামলার পরবর্তী শুনানি। সেদিন স্থায়ী সমিতির নির্বাচন সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা করতে হবে আদলতে।

রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির মোট সদস্য সংখ্যা ৪২। এই পঞ্চায়েত সমিতিতে বাম-কংগ্রেস জোট সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও পরে কয়েক জন সদস্য তৃণমূলে যোগ দেন। এদিকে, কংগ্রেসের দখলে থাকা রানিনগর-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতি পুলিশের সহযোগিতায় তৃণমূল দখল করেছে অভিযোগে আদালতে গড়িয়েছিল মামলা। গত ১১ সেপ্টেম্বর ওই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সিনহা রানিনগর-২ ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি গঠনের উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত, স্থায়ী সমিতি গঠনের জন্য গত সোমবার দুপুর ১২টায় বৈঠক ডেকেছিলেন তৃণমূলের সদস্যেরা। তার আগেই পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে সদ্য নির্বাচিত কংগ্রেস সদস্য কুদ্দুসকে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে হেপাজতে নেওয়া হয়েছে বলেও হাই কোর্টে অভিযোগ জানানো হয়। সব মিলিয়ে কংগ্রেসের ছ'জন সদস্যের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয়। গ্রেপ্তারি এড়াতে তাঁরা পলাতক। হাই কোর্টে কংগ্রেসের আইনজীবী মৃত্যুঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় জানান, ওই সদস্যেরা ভোটাভুটিতে অংশ নিতে চান। ওই অভিযোগ শোনার পরেই স্থায়ী সমিতি নির্বাচনে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ।

মুর্শিদাবাদের রানিনগর-২ পঞ্চায়েত সমিতির স্থায়ী কমিটি নির্বাচন হবে কবে করানো হতে পারে, সে বিষয়ে শুক্রবার রাজ্যের মত জানতে চেয়েছিলেন বিচারপতি সিংহ। তার প্রেক্ষিতেই রাজ্য সরকার ২৭ সেপ্টেম্বর দিনটি স্থির করে জানায়।

মোটা অংকের 'আর্থিক প্রতারণা'! গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মোটা অংকের আর্থিক প্রতারণার অভিযোগে ঘোলা থানার পুলিশের জালে তিন জন। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দ্বিগুণ টাকা ফেরতের প্রলোভন দেখিয়ে ওড়িশার ভদ্রকের বাসিন্দা শ্রীকান্ত মিশ্রার কাছ থেকে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেয় একটা দল। শ্রীকান্ত মিশ্রা ঘোলা থানার সোদপুর মুরাগাছার বাসিন্দা একজনের অ্যাকাউন্টে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তীতে তিনি দ্বিগুণ টাকা দূরের কথা, আসলটা চেয়েও ফেরত পাননি বলে অভিযোগ। টাকা হাতিয়ে মুরাগাছার বাসিন্দা ওই ব্যক্তি এলাকা থেকে চম্পটও দেন। প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে শ্রীকান্ত গত ৭ সেপ্টেম্বর ঘোলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘোলা থানার পুলিশ তদন্তে নেমে কল্যাণী থেকে দেবজ্যোতি বিশ্বাস ও সম্রাট বরাই নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ হুগলি জেলার মগরা থেকে পাপ্পু কুমার যাদবকে গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত পাপ্পুর আদি বাড়ি বিহারের সারন জেলায়। যদিও পাপ্পু বর্তমানে কল্যাণীতে থাকত। ধৃতদের কাছ থেকে ৮.৪১ লক্ষ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই প্রতারনা চক্রে জড়িত বাকিদের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা চলছে।

লেক কালীবাড়িতে সিদ্ধিদাতা গণেশের আরাধনা।

দু'টি ভাগে হোক উচ্চ মাধ্যমিক, প্রস্তাব পাঠাতে চলেছে শিক্ষা সংসদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দু'টি ভাগে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠাতে চলেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ প্রস্তাবে ২০২৫ সাল থেকে উচ্চমাধ্যমিকের লিখিত পরীক্ষা দুই পর্বে করার কথা বলা হয়েছে। প্রথম পরীক্ষাটি ২০২৫ সালের নভেম্বরে এবং দ্বিতীয়টি নেওয়া হবে ২০২৬ সালের মার্চ মাসে

এই দুই পরীক্ষার গড় নম্বর মিলিয়েই ছাত্রছাত্রীদের চূড়ান্ত নম্বর দেওয়া হবে প্রথম পরীক্ষায় থাকবে মাল্টিপল চয়েজ প্রশ্ন। আর দ্বিতীয় পরীক্ষায় সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর লিখতে হবে। তবে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষা এবং প্রজেক্ট ওয়ার্ক হবে একবারই।

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, রাজ্যের নতুন শিক্ষানীতিতে একাদশ-দ্বাদশে সেমেস্টার পদ্ধতি চালু করার কথা বলা হয়েছে। সেই পদ্ধতি মেনেই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা ২টি ভাগে করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

হলুদ ট্যাক্সি 'যাত্রীসাথী' অ্যাপের আওতায় আনার ভাবনা রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মহানগরে অ্যাপ ক্যাবের রমরমার মাঝেও অনেকেই কিন্তু এখনও পছন্দ করেন চিরপরিচিত সেই হলুদ ট্যাক্সি-ই। কারণ, প্রবীণদের অনেকেই অ্যাপে ঠিক কী ভাবে বুক করতে হয় তার সঙ্গে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারেননি এখনও। কিন্তু ক্যাবের সঙ্গে এই রেষারেষির বাজারেও এই হলুদ ট্যাক্সিতে যাত্রী প্রত্যাখ্যানের অভিযোগ ভূরি ভূরি। তার ওপর ভাড়াও হয়ে যায় লাগামহীন।

এই সমস্যা নিয়ে বিভিন্ন সময় যাত্রীদের তরফে পুলিশ-প্রশাসনের কাছেও অভিযোগ করা হয়েছে। তবুও বন্ধ হয়নি যাত্রী প্রত্যাখ্যান। সেই কারণে এবার নয়া ভাবনা রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের। 'যাত্রীসাথী' অ্যাপের আওতায় সমস্ত হলুদ ট্যাক্সিকে আনার পরিকল্পনা রাজ্যের।

রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'যাত্রীসাথী অ্যাপের' ট্রায়াল রান চলছে। যাত্রীসাথী অ্যাপ সরকার চালু করতে চলেছে শীঘ্রই। অর্থাৎ ওলা-উবেরের মতো সরকারের অ্যাপ ক্যাব নামবে রাজপথে। আর তাতে কমতে পারে খরচও। এরই পাশাপাশি মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী জানান, 'আপাতত বিমানবন্দর, হাওড়া ও শিয়ালদহ এলাকায় পাইলট প্রজেক্ট চলছে। সফল হলে এটি পুরোপুরি ভাবে চালু করা হবে।'

পরিবহণমন্ত্রীর আশা, এটি পুরোপুরিভাবে চালু হলে একদিকে যেমন যাত্রী প্রত্যাখ্যানের রেট কমবে তেমনই যাত্রীরা তুলনামূলকভাবে কম ভাড়াতেও যাতায়াত করতে পারবেন। মন্ত্রীর দাবি, এই অ্যাপ পুরোপুরিভাবে কাজ করা শুরু করলে হয়রানি কমে যাওয়ার পাশাপাশি যাত্রীদের যাতায়াতের খরচও কমবে।

এদিকে মহিলা ক্যাব চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে একটি হেল্প লাইন নম্বর চালু করা হল স্টেট অনলাইন ক্যাব অপারেটর্স গিল্ডের পক্ষ থেকে। পাশাপাশি সর্বক্ষণ মনিটরিং করার জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরও চালু করা হয়েছে। মহিলা ক্যাব চালকরা কোনওরকম সমস্যার সম্মুখীন হলে ওই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে লাইভ লোকেশান পাঠানো যাবে। মহিলা ক্যাব চালকদের জন্য যে হেল্পলাইন নম্বরটি চালু করা হয়েছে, সেটি হল ৮৯১০০৭৯২১২। এছাড়াও তাঁদের জন্য যে হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরটি চালু করা হয়েছে সেটি হল ৯৮০৪৪৫৮০৪৫। এদিকে পরিবহণ দফতরও এগিয়ে আসছে মহিলা চালকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতেও।

ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে একাধিক পদক্ষেপ পুরসভার

২ মাস ছুটি বাতিল স্বাস্থ্যকর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শহরে ডেঙ্গু পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় মাঠে নেমেছে কলকাতা পুরসভা। সমস্ত স্বাস্থ্যকর্মীর আগামী দুই মাস ছুটি বাতিল করা হয়েছে। পাশাপাশি পুজো কমিটিগুলোকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। আর মাস খানেক পরেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। অক্টোবর ও নভেম্বর এই দুই মাস ধরেই উৎসবের এই মরসুম চলবে। এরই মধ্যে মশা বাহিত রোগ ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়ার বারবাড়ন্তে বিপাক বাড়িয়েছে পুর প্রশাসনের। এই অবস্থায় শহরের মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গি ও ম্যালেরিয়াকে নিয়ন্ত্রণে আনতে বেশ কিছু কঠোর পদক্ষেপ নিতে চলেছে কলকাতা পুরসভা।

মঙ্গলবার কলকাতার ডেপুটি মেয়র তথা স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান অতীন ঘোষ, মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সুব্রত রায় চৌধুরী, কলকাতা পুর চিকিৎসকদের উপস্থিতিতে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ১৬ টি বোরো হেলথ এক্সিকিউটিভ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন। এই বৈঠকের বেশ কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ডেপুটি মেয়র ও স্বাস্থ্য বিভাগের প্রধান অতীন ঘোষ জানিয়েছেন,উৎসবের মরশুমে অর্থাৎ আগামী দুই মাস অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে কলকাতা নিগমের সমস্ত স্বাস্থ্য কর্মীদের ছুটি বাতিল করা হয়েছে। মশাবাহিত সংক্রমণ দমন করতে, জমা জলের খোঁজ পেতে ড্রোন এর ব্যবহার করা হবে। ড্রোনের মাধ্যমে মশানাশক স্প্রে করা হবে। ডেঙ্গু মশা দমনে মশার আঁতুড়ঘর গুলিকে চিহ্নিত করতে হচ্ছে এবং সেগুলি দমন করা হচ্ছে। ডেঙ্গুতে আক্রান্ত খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বাড়িতে নির্দিষ্ট কর্মীদের নিয়ে পৌঁছতে হবে। এখন ডাটা ভিত্তিক কাজ বন্ধ রেখে তথ্য ভিত্তিক কাজ করতে হবে পুরস্বাস্থ্যকর্মীদের। মশাবাহিত রোগে আক্রান্তর বাড়িতে পৌঁছে যেতে হবে। বাড়ি ও এলাকায় ডেঙ্গু মশা দমন করতে হবে। যদি কোনও পুরস্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্তের এলাকায় না যায় বা সময় তো রিপোর্ট না দেয় তাহলে তাঁকে শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

পাশাপাশি অতীন ঘোষ জানিয়েছেন, শহরে এই মুহূর্তে ৫৭ নম্বর ওয়ার্ড কামারডাঙা রেল কোয়ার্টারের অবস্থা খুব খারাপ। রেল কর্তৃপক্ষকে চিঠি দেওয়া হবে। যাদবপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা খারাপ। মেডিক্যাল কলেজগুলির অবস্থা শোচনীয়। চলতি সপ্তাহে তিনি নিজেই সেই সব এলাকায় পরিদর্শনে যাবেন। এবছর সব থেকে বেশি ডেঙ্গু হয়েছে;-বোরো-১০; ৮১ওয়ার্ড, বোরো-১৩- ১১৮ওয়ার্ড, বোরো-১,৬ নম্বর ওয়ার্ড। পুরসভার রিপোর্টে তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত জানুয়ারি মাস থেকে এখন পর্যন্ত ২৭০০ ছাড়িয়েছে।। গতবছর ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ছিল ২৪০০।

এদিকে কলকাতার সমস্ত পুজো কমিটিদের বলা হয়েছে প্যান্ডেল তৈরির জন্য খোঁড়া গর্তগুলিতে বালি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। বাঁশের মুখগুলি বালি দিয়ে বন্ধ করে দিতে হবে। প্যান্ডেলের চারপাশে কোথাও জল বা আবর্জনা যাতে না জমে সতর্ক থাকতে হবে।

কুমোরটুলি হারিয়েছে তাঁর শিল্পসত্ত্বা, পরিণত প্রাণহীন এক কারখানায়

শুভাশিস বিশ্বাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে কুমোরটুলির শিল্পীদের কাজের ধরন। এখানকার শৈল্পিক সত্ত্বার ওপর থাবা বসিয়েছে বাণিজ্যিকরণ। আর এই বাণিজ্যিক চাপে মুখ থুবড়ে পড়েছে কুমোটুলির স্বকীয়তা। বাণিজ্যিকরণের এই চাপ কিন্তু মোটেই ভাল চোখে দেখছেন না কুমোরটুলির শিল্পীদের বড় একটা অংশ। আর সেই কারণেই কুমোরটুলির প্রাচীন শিল্পীরা কোথাও যেন বেশ একটু ক্ষুব্ধও।

বর্তমানে কুমোরটুলিতে যে ধরনের কাজ হচ্ছে বলা ভালো শিল্প সৃষ্টি হচ্ছে তাতে শিল্পীদের নিজেদের শৈল্পিক ভাবনা ফুটিয়ে তোলার জায়গা যে বড়ই কম তা ফুটে ওঠে তাঁদের প্রতিটি কথায়। এই প্রসঙ্গে তাঁরা তুলনা টানেন পুরনো কুমোরটুলির সঙ্গে বর্তমান কুমোরটুলির। তফাৎটা ঠিক কোথায় তৈরি হচ্ছে তা বলতে গিয়ে তাঁরা জানান, অনেক কাল আগে মৃৎশিল্পীদের নিয়ে একটা কর্মশালা

করার রীতি ছিল। এই কর্মশালায় চিন্তাভাবনার আদানপ্রদান চলতো। তা শুনে প্রত্যেক শিল্পী বুঝতে পারতেন কী ভাবে তাঁদের কাজ মানুষের কাছে আরও গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে। তবে এখন এই সব ইতিহাস। বাণিজ্যিকরণ এতটাই শিল্পীদের টুঁটি চিপে ধরেছে যে তাঁদের নতুন চিন্তা ভাবনা ফুটিয়ে তোলার আর কোনও সুযোগই নেই। যেমন, একবার মধ্য কলকাতার এক পুজো মণ্ডপে পুজো উদ্যোক্তাদের ইচ্ছেয় এক শিল্পী মা দুর্গার হাতে অস্ত্র দেওয়ার বদলে ব্যবহার করেছিলেন ফুল। তবে তা যেমন ভাবে খুশি নয়। পুরাণ ঘেঁটে বের করতে হয়েছিল কোন অস্ত্রের বদলে কোন ফুল ব্যবহার করা সম্ভব। কারণ, প্রত্যেক ফুলের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। আর সেই বৈশিষ্ট্যকে মাথায় রেখেই ব্যবহার করা হয়েছিল সেই সব ফুল। এই চিন্তা ভাবনার পিছনে ছিল শিল্পীর ভাবনা চিন্তা এবং তাঁর চেতনার বহিঃপ্রকাশ। এ ব্যাপারে আরও একটা উদাহরণ টানা যাক। পুরাণে দেবীকে উল্লেখ করা হয়েছে অগ্নিবর্ণা রূপে। তবে অনেক মণ্ডপে আমাদের চোখে পড়ে মায়ের গায়ের রং অগ্নিবর্ণার বদলে কোথাও কোথাও একটু কমলা-নীলের মিশ্রণ। কিন্তু কেন এই পরিবর্তন তা নিয়ে মাথা ঘামাই না আমরা কেউই। হয়তো এই পরিবর্তন আমাদের অনেকের চোখে ধরাও পড়ে না। আবার যাঁরা লক্ষ্য করেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশের জানার কৌতূহলটাও ভীষণই কম। এর পিছনেও রয়েছে শিল্পীর অনেক দিনের পড়াশুনা আর পর্যবেক্ষণ। যা তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর শিল্প সত্ত্বায়। 'ব্রহ্ম'-এর রং নীল। কমলা নির্দেশ করে 'তেজ'-কে। এই তেজ আর ব্রহ্মার মিলনেই তো তৈরি মা দুর্গা। তাই এই দুটি রং মিলে মিশে একাকার মা দুর্গার মূর্তিতে। এখানে ভুল কিন্তু কিছুই নেই। কারণ, মা দুর্গা তেজ আর সঙ্কট নাশিনী রূপেরই বহিঃপ্রকাশ। এই ধরনের অভিনব চিন্তাভাবনা যাঁদের মাথা থেকে তৈরি হতো তাঁরা এখন পুজো কমিটির চাপে পড়ে কারখানার শ্রমিক ছাড়া আর কিছুই নন। পুরো ব্যাপারটাই চলছে যেন কেমন একটা যন্ত্রের মতো। শিল্প তো দূর-অস্ত, এমন পরিস্থিতির সামনেও পড়তে হয় শিল্পীদের যে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় তৈরি করতে হয় মাতৃমূর্তি। চিন্তা ভাবনার সময়টুকুও মেলে না। আবার পুজো উদ্যোক্তাদের ডিমান্ড মতো কাজ না করলে অর্থ জুটবে না। সেখানে করার আছেটাই বা কী? হয়তো এই কারণেই আর্ট কলেজ থেকে উত্তীর্ণ পড়ুয়ারা আর আসতে চাইছেন না এই শিল্পে। মূর্তি বানানো একটা অন্য পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেখানে শিল্প বলে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই এই মুহূর্তে।

সম্পাদকীয়

অত্যাচারিতে হলে, প্রকৃতি তা ফেরত দেবেই

‘এক দিকে আদিবাসী মানুষের অধিকার হরণ, অন্য দিকে ‘প্রথম নাগরিক’-এর ভূমিকায় আদিবাসী মানুষের আবির্ভাব; এই দুই ঘটনার পারস্পরিক বিরোধ নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক কথা হয়েছে।’ সত্যিই তো, অনেক কথা হয়েছে। প্রত্যেকটা দিন কোথাও না কোথাও আমরা পড়ে থাকি আদিবাসী সম্প্রদায়ের দুঃখের কথা। কী ভাবে তাঁরা জীবনযাপন করছেন, জঙ্গলকে কী ভাবে এখনও লড়াই করে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন, সে সব কথা পাতার পর পাতা লেখা হচ্ছেই। তাতে কারও কোনও ভ্রুক্ষেপ নেই। স্বাধীনতার ৭৬ বছর পেরিয়ে এসেও কি শুধুই কাগজের পাতাতেই আদিবাসীদের মর্মান্তিক দুঃখ-দুর্দশার কথা লেখা হবে? উত্তর; হ্যাঁ, লেখা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে। যাঁরা তৈরি করেছেন জঙ্গল, তাঁদেরই আজকে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। তাঁদের কষ্টের কথা রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র সরকার কেউ ভাবে না। ভাবে না বলেই তো আদিবাসীদের আগলে-রাখা জঙ্গল মাইলের পর মাইল কেটে ফেলা হচ্ছে। বিতাড়িত করা হচ্ছে আদিবাসীদের। আকাশের নীচে আশ্রয় নিতে হচ্ছে তাঁদের। আমরা সবাই জানি বীরভূমের ডেউচা পাঁচামির ঘটনা। সেখানে উন্নয়নের নামে আদিবাসীদের জোর করে গ্রামের পর গ্রাম উচ্ছেদ করা হচ্ছে। একই ভাবে পুরুলিয়ার ঠুরগা এলাকায় উন্নয়নকে সামনে রেখে জঙ্গল কাটা হচ্ছে। এ সব ঘটনা সবার চোখের সামনে ঘটছে, কিন্তু সবাই দেখেও দেখছেন না। দেখলে এই ভাবে আদিবাসীদের অত্যাচারিত হতে হত না। আদিবাসীদের যদি জিজ্ঞাসা করা হয়, এ ভাবেই কি উন্নয়ন আসে? তাঁরা বলবেন, ‘বছরের পর বছর এটাই তো হয়ে আসছে!’ জঙ্গল কেটে উন্নয়নের কথা যদি আমরা ভাবি, তা হলে আমাদের মতো মূর্খ আর কেউ হতে পারে না। প্রকৃতির উপরে অত্যাচার করলে প্রকৃতি সুদে-আসলে ফিরিয়ে দেবেই।

শাশ্বত কথা

আত্মজ্ঞান

মানুষ আপনাকে চিনতে পারলে ভগবানকে চিনতে পারে। ‘আমি কে’ ভাররূপ রিচার করলে দেখতে পাওয়া যায়,‘আমি’ বলে কোনও জিনিস নেই। হাত, পা, রক্ত, মাংস ইত্যাদি-এর কোন্‌টা ‘আমি’ । যেমন পিঁয়াজের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে কেবল খোসাই বেরোয়, সার কিছু থাকে না, সেইরূপ বিচার করলে ‘আমি’ বলে কিছুই পাইনে। শেষে যা থাকে,তাই আত্মা-চৈতন্য। ‘আমার’ ‘আমিত্ব’ দূর হলে ভগবান দেখা দেন।

দুই রকম ‘আমি’ আছে-একটা পাকা ‘আমি’ আর একটা কাঁচা। আমার বাড়ি,আমার ঘর, আমার ছেলে- এগুলো কাঁচা ‘আমি’, আর পাকা ‘আমি’ হচ্ছে -আমি তাঁর দাস, আমি তাঁর সন্তান, আর আমি সেই নিত্য-মুক্ত-জ্ঞানস্বরূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ-স্বামী ব্রহ্মানন্দ।

সংকলন: সত্যব্রত কবিরাজ

জন্মদিন

আজকের দিন

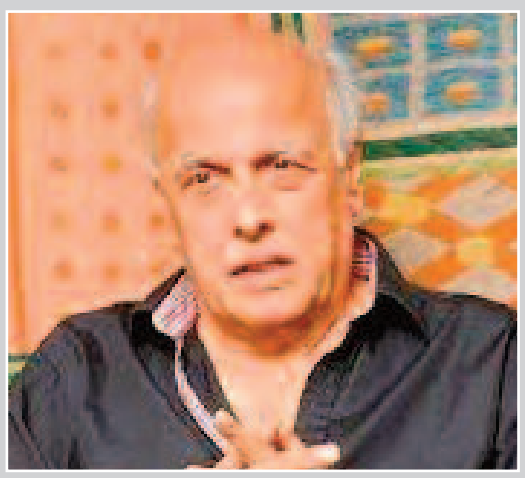

মহেশ ভাট

১৯২৩ *বিশিষ্ট অভিনেতা আকিনেনি নাগেশ্বর রাওয়ের জন্মদিন।*
১৯৪৮ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক মহেশ ভাটের জন্মদিন।*
১৯৭৫ *বিশিষ্ট চিলচ্চিত্রাভিনেতা অভিমন্যু সিংয়ের জন্মদিন।*

কি আছে চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে? কেন এত উদগ্রীব সবাই?

এশামীম হক মন্ডল

সেই প্রাচীনকাল থেকে চাঁদ নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। কৌতূহলের ডানায় ভর করে চাঁদে পাড়ি দিয়েছে মানুষ, জয় করেছে তিলোত্তমাকে। সেই ষাটের দশক থেকে অর্ধ শতাব্দী ধরে যত মিশনই হয়েছে, তার সবকটাই চাঁদের উত্তর মেরুকে লক্ষ্য করে। তুলনামূলকভাবে, দক্ষিণ মেরু একেবারে অজানা, অনাবস্কৃত। বিজ্ঞানীরা একে বলেন, ‘ ডার্ক সাইড অফ দ্য মুন’। এর আগে, ষাটের দশকের শেষ দিকে, আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা, নাসার সার্ভেয়ার-৭ অবতরণ করেছিল ৪০ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষাংশ ঘেঁষে। সেখানে আমাদের চন্দ্রযান-৩ সফল ভাবে দক্ষিণ মেরুতে অবতরণ করতে পেরেছে ৭০ ডিগ্রী অক্ষাংশ ঘেঁষে। কি আছে সেখানে? কেন এত উৎসাহী গোটা পৃথিবীর মানুষজন?

ছোটবেলা যখন চাঁদের গায়ে কালো দাগ দেখিয়ে বড়রা বলতেন ঐ দেখো বুড়ি সুতো কাটছে, সেই দাগ গুলো যে বিশাল বিশাল গর্ত, তা আমরা বড় হওয়ার সাথে সাথে জেনেছি। ধারণা করা হয় সুদূর অতীতে বিশাল এক উল্কা পিণ্ডের সাথে ধাক্কায় সৃষ্টি সেগুলো। বড়ো গহ্বর গুলি তো কয়েক হাজার কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত! আমাদের চন্দ্রযান-৩ এর এবারের গন্তব্য ছিল রহস্যময় দক্ষিণ মেরু। পদে পদে বিপদের হাতছানি। প্রচণ্ড অন্ধকার, মাত্রাধিক ঠাণ্ডা(রাতের বেলায় প্রায় -২৩০ ডিগ্রি সেলিয়াস পর্যন্ত নীচে নেমে যায়), যেখানে যন্ত্রপাতি বিকল হবার জোগাড়, আমাদের চন্দ্রযান-৩ এর ল্যান্ডার, বিক্রম সেখানে পাখির মত অবতরণ করতে পেরেছে, আর রোভার, প্রজ্ঞান ঘুরে ফিরে বেড়িয়েছে স্বচ্ছন্দে। গতবার, চন্দ্রযান-২ এর বেলায় যে ভুলটা হয়েছিল, সেই সফ্টল্যান্ডিং নিয়ে শুরু থেকেই খুব সাবধানি ছিলেন আমাদের ইসরোর বিজ্ঞানীরা। ফলস্বরূপ চাঁদ ছোঁয়ার মুহূর্তের সাক্ষী থেকেছে ১৪০ কোটি দেশবাসী।

এতো অন্ধকার কেনো চাঁদের মেরু অঞ্চল? এবড়ো খেবড়ো যে গহ্বরের কথা শোনা যায়, সেখানে কি কোনো আলোই পৌঁছত না? প্রায় পৌঁছত না বললেই চলে। আসলে আমাদের পৃথিবীর মেরু অঞ্চলে কম হলেও কিছুটা সূর্যালোক পাওয়া যায়, তার কারণ পৃথিবী নিজের অক্ষের চারিদিকে সাড়ে বাইশ ডিগ্রী কোণ করে ঘোরে। সেখানে চাঁদ তার অক্ষের চারিদিকে মাত্র দেড় ডিগ্রী কোণে ঘুরতে থাকে। ফলে চাঁদের মেরু অঞ্চলে ঋতু পরিবর্তনের বিশেষ বালাই নেই। আর সুগভীর গর্ত গুলির নীচে সূর্যালোকও বিশেষ পৌঁছায় না। যার জন্যে এই গহ্বর গুলি এত অন্ধকারচ্ছন্ন। সেই গর্তগুলির ভেতরে বরফ সঞ্চিত থাকতে পারে, পর্যাপ্ত সূর্যালোকের অভাবে বরফ গলা জলের উবে যাওয়ার সম্ভাবনা কম। এর আগে চন্দ্রযান -১ এর সময় চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে পুঞ্জীভূত জলকণার আভাস মিলেছিল। জলের উপস্থিতির প্রমাণ মিললে, সেখান থেকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করার চেষ্টা করবে মানুষ। ফলত একটা অঞ্চল জুড়ে, বিশ্ববাসী সেখানে বসতি গড়ার স্বপ্ন দেখবে। অদূর ভবিষ্যতে শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো সেখানে উপনিবেশও গড়তে পারে।

আমাদের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা, ইসরো এত বিপদসংকুল, রহস্যময় দক্ষিণ মেরু কেন বেছে নিল এবার? জলের সন্ধানে , না আগে কেউ সেখানে সফলভাবে নামতে পারেনি তাই? শুধু সেজন্যে নয়, এর সাথে আছে দুষ্প্রাপ্য খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যের সম্ভাবনা। বিজ্ঞানীরা মনে করছেন চাঁদের পৃষ্ঠদেশের অনেক গভীরে পাওয়া যেতে পারে ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, টাইটেনিয়াম, সিলিকন, প্রভৃতি খনিজ।

প্রজ্ঞান থেকে তোলা চন্দ্র পৃষ্ঠের ছবি (সৌজন্যে - ইসরো)

সফ্ট ল্যান্ডিং এর পর চন্দ্র পৃষ্ঠে বিক্রম (সৌজন্যে - ইসরো)

এমনকি মিলতে পারে ক্যালসিয়াম, পটাশিয়ামের মত অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। সেসব জানার জন্য রোভার, প্রজ্ঞানের ভেতরে আছে দুটি বর্ণালী বিশ্লেষক যন্ত্র, যার একটির নাম, আলফা পার্টিকেল এক্স রে স্পেকট্রোমিটার, যেটি কাজ করে এক্সরে তে, আর অন্যটি, লেজার ইনডিউসড প্রেকডাউন স্পেকট্রোস্কোপ, যেটি আবার উচ্চমাত্রার লেসার রশ্মি চন্দ্রপৃষ্ঠে ফেলে বোঝার চেষ্টা করে এর প্রকৃতি। শুধু তাই নয়, সম্ভাবনা আছে হিলিয়ামের এক দুষ্প্রাপ্য আইসোটোপ, হিলিয়াম-থ্রি, এর সন্ধান মেলার, পৃথিবীতে যা খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এই ‘হিলিয়াম-থ্রি’, থার্মো নিউক্লিয়ার ফিউশন রিঅ্যাক্টরের মূল উপাদান, যেখান থেকে আমরা পেতে পারি মানুষের ব্যবহার উপযোগী বিপুল নিউক্লিয়ার শক্তি। মাত্র ২ টন হিলিয়ামের এই আইসোটোপ থেকে ভারতের মতো দেশে সারা বছরের শক্তি যোগান দেওয়া সম্ভব।

শুধু খনিজ পদার্থই নয়, এখানে উপনিবেশ গড়তে পারলে, স্পেস স্টেশনে হিসেবে চাঁদকে ব্যবহার করা যাবে। সেখান থেকে দূর মঙ্গলে পাঠানো যাবে মহাকাশযান। এখানে পাওয়া শক্তি রেডিয়েশনের মাধ্যমে পাঠানো যাবে স্যাটেলাইটে। চাঁদের জলের বিভাজনে পাওয়া হাইড্রোজেন সহযোগে বানানো যাবে রকেটের জ্বালানি। এছাড়া চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে লুকিয়ে থাকতে পারে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অফুরন্ত ভান্ডার। গহ্বরের ভেতরে ধুলিকনার সাথে মিশে থাকা বরফ, ও তেজস্ক্রিয় পদার্থের সন্ধানের মধ্য দিয়েই উঠে আসবে পৃথিবী সৃষ্টির সময়ের বিভিন্ন রহস্য। সে কারণেই পৃথিবীর শক্তিশালী রাষ্ট্রদের ভেতরে ইতিমধ্যে এক ঠাণ্ডা লড়াই শুরু হয়ে গেছে, কে আগে এই সব রহস্য উদঘাটনের দাবিদার হবে-অধিকার করবে তিলোত্তমার খনিজ ভান্ডার। এর ভেতরে আমরা, হ্যাঁ উন্নত শীল দেশ হয়েও পৌঁছে গেছি তিলোত্তমার দক্ষিণ প্রান্তে, গোটা বিশ্ব অবাক হয়ে দেখেছে হেঁটে বেড়াচ্ছে প্রজ্ঞান।

ডাকবাক্স

যন্ত্রণাদায়ক ট্রেন পরিষেবা নিয়ে মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে

সম্পাদক সমীপেষু,

একদিকে চন্দ্রযানের সাফল্যের ক্রেডিট নেওয়া, অন্যদিকে বিভিন্ন পরিষেবার ব্যর্থতায় চুপ করে থাকা যেন সরকারের জীবনদর্শন হয়ে দাঁড়িয়েছে। চন্দ্রযান আমাদের অবশ্যই গর্বের। সেজন্য কৃতিত্ব প্রাপ্য ইসরোর কুশলী ও দেশপ্রেমী বিজ্ঞনীদের। কথা কটি বললাম দেশের বিশেষ করে এই রাজ্যের ট্রেন চলাচলে চরম গাফিলতি দেখে।

ট্রেন হল ভারতের জীবনরেখা যা বর্তমান সরকারের হাতে পড়ে হয়েছে জীবনযন্ত্রণা রেখা। সে এমন যন্ত্রণা যে প্রতিটি মানুষ তিলে তিলে তা ভোগ করছেন। আজ ট্রেনে কোন কাজে যেতে হলে আতঙ্কে মানুষের ঘুম উড়ে যায় এই ভেবে যে ট্রেন দুম করে বাতিল হয়ে যাবে নাতো? ঘন্টা দশ লেটে ছাড়বে বা পৌঁছবে না তো? মাঝ পথে চলাচল সমাপ্ত ঘোষণা করে দেবে না তো বা নিজের সংরক্ষিত আসনটি বেদখল হয়ে যাবে না তো সেই আতঙ্কে। সেই ট্রেনে চাপা চাকরির জন্য হোক, চিকিৎসার জন্য হোক, বেড়াতে যাওয়ার জন্য হোক বা দীর্ঘদিন পর বাবা মাকে দেখতে সন্তানের বাড়ি ফেরা হোক। অথচ ট্রেন ছাড়া যাতায়ত সম্ভবই নয়। আজ প্রায় প্রতিটি শাখায় ট্রেন পরিষেবার এই জঘন্য অবনমন দেখে প্রশ্ন জাগে দেশে মানুষের কথা শোনা ও ব্যথা অনুভব করার মতো আদৌ কোন সরকার আছে কি না। শুধু চমক ও বুক চাপড়ে যে রেল পরিষেবা ঠিক রাখা যায় না আজকের ভেঙ্গে পড়া পরিষেবা তারই ফল।

দেশ জুড়ে দ্রুত গতির বন্দে ভারত নিয়ে সরকারি প্রচারের হইচই চললেও গত কয়েক মাসে দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনের সময়ে চলা নিয়ে নাজেহাল যাত্রীরা। সত্যি বলতে কি, শীতের মরশুমে কুয়াশার কারণে দেরিতে চলা উত্তর ভারতগামী ট্রেনের সময়ানুবর্তিতাকেও পিছনে ফেলেছে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি।

যদিও সারা দেশে বিভিন্ন জোনের ট্রেনের ছোটার সময় পর্যালোচনা করে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে স্বয়ং রেলবোর্ড কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ঠুঁটো জগন্নাথ ছাড়া কিছুই নয়। নইলে মাসের পর মাস যাত্রী যন্ত্রণা মানুষকে এতো নির্মমভাবে সহ্য করতে হত না। আমার নিজের এলাকার লাইন খড়্গপুর আদ্রা যা কবছর আগেও ঠিক ভাবে ট্রেন যাতায়াত করত সেই লাইনেও মানুষের দুর্ভোগ চরমে। একঘন্টার যাত্রায় তিনঘন্টা লেট আজ সাধারণ ঘটনা। অসহায় মানুষ, নিরুপায় তারা কাকে এই কষ্টের কথা বলবেন! কারণ যেটি আরো দুখঃজনক তা হল আমার ঐ আলোচ্য লাইনে মানে খড়্গপুর থেকে পুরুলিয়া পুরো লাইনের আওতার এলাকার সাংসদরা সবাই কেন্দ্রিয় সরকারের দলের। এরপর আর কিছু বলার থাকে না। পরিসংখ্যান বলছে চলতি অর্থবছরে সময়-নিষ্ঠা কমতে কমতে এসে ঠেকেছে ৭৩.২৬ শতাংশে। ১০টি জোনের পরিসংখ্যান পর্যালোচনা করে পাওয়া তথ্যে দেখা যাচ্ছে পাঁচটি জোনে ৬০ শতাংশের কম ক্ষেত্রে ট্রেন সময়ে চলেছে।

সব চেয়ে করুণ অবস্থা দক্ষিণ-পূর্ব-মধ্য রেলের। সেখানে সময়ানুবর্তিতা মাত্র ৩৮.২৪ শতাংশ। সময়নিষ্ঠায় রেল বোর্ডের ঠিক করে দেওয়া লক্ষ্য মাত্রার (৮০ শতাংশ) চেয়ে অনেকটা পিছিয়ে রয়েছে পূর্ব রেল (৬৪.৫৫ শতাংশ) এবং দক্ষিণ-পূর্ব রেল (৭১.৯৩ শতাংশ)। রেলেরই রিপোর্ট বলছে পূর্ব রেলের হাওড়া ডিভিশনের সময়ানুবর্তিতা (৪৭.৫৯ শতাংশ) কার্যত তলানিতে এসে ঠেকেছে। আসানসোলের অবস্থা মন্দের ভাল (৬৯.৩৫ শতাংশ)। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর এবং চক্রধরপুরের সময়ানুবর্তিতার হার যথাক্রমে ৬৭.৯ এবং ৭৬.৭৩ শতাংশ।

দূরপাল্লার ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার এমন বেহাল দশা কেন?

যদিও আধিকারিকদের দাবি, একাধিক অঞ্চলে ট্রেন চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে ‘রক্ষণাবেক্ষণ’-এর কাজ চলছে বলে সময়ানুবর্তিতায় আঘাত পড়েছে। অথচ রেলে চাকরি করেন যাত্রীরাই বলছেন এর থেকে বেশি রক্ষণাবেক্ষণ করেও সময়ে ট্রেন চালানো গেছে। দূরপাল্লার ট্রেনের পাশাপাশি নিত্যযাত্রীদের ভুগতে হচ্ছে শহরতলির লোকাল ট্রেন নিয়েও। কদিন আগে বালিচকে সিগন্যাল খারাপ হওয়ায় প্রায় দশদিন ট্রেন পাঁচ ছয় ঘন্টা লেটে চলছে। বাতিল হয়েছে অসংখ্য ট্রেন। ভুগেছেন দিন আনি দিন খাই মানুষজন বেশি। এখনো হাওড়া খড়্গপুর বা খড়্গপুর আদ্রা লাইনে কমবেশি দু তিনঘন্টা লেটই নিয়মিত হয়ে দাঁড়িয়েছে। শুধু কি ট্রেন চলাচল, আনুষঙ্গিক পরিষেবাগুলিও ভেঙে পড়েছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। বয়স্কদের জন্য বেশির ভাগ বড় স্টেশনে এস্কালেটার নেই। আবার যেখানে আছে তার বেশিরভাগ খারাপ। মন্ত্রী এসে কোন স্টেশনে লিফট উদ্বোধন করছেন যা কদিন পরই থমকে যাচ্ছে। হাওড়া স্টেশনে চাপ কমাবার জন্য গত পাঁচ বছর ধরে সাঁতরাগাছি ও শালিমার স্টেশনকে বিকল্প হিসেবে তৈরি করা হলেও কাজের গতি শামুককেও লজ্জা দেবে। সাঁতরাগাছিতে যেখানে দঃপূ রেলের ৬০ শতাংশ যাত্রীই হাওড়ার আগে নেমে যান বা যাবার ট্রেন ধরেন তাদের মূল রাস্তা পর্যন্ত আসা যাওয়া শক্ত সামর্থ্য মানুষেরই জীবন বেরিয়ে যায়। প্রবীণ ও রোগীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। যে সমস্ত স্টেশনে অধিক দূরত্বের ট্রেন থামে সেসব স্টেশনের বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কোচ ডিসপ্লে বোর্ডের ব্যবস্থা নেই। মাইকে গাছাড়া ভাবে ঘোষণা করা হয় কোন কোচ কোথায় থাকবে যার অর্ধেক শোনা বা বোঝা যায় না। এগুলিও যাত্রীদের কি পরিমাণ আতঙ্কের মধ্যে রাখে তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন। সর্বত্র যেন একটা গাছাড়া ভাব।

প্রশাসনিক ঢিলেমি, কর্মী স্বল্পতা, সবই কন্ট্রাকটরের হাতে ছেড়ে দেওয়া, কাজে অলসতা ও গাফিলতি এবং দৈনন্দিন ম্যানটেনেন্সের অভাব ও নজরদারি রেল পরিষেবাকে এই গভীর খাদে এনে ফেলেছে বলে অনেকে মনে করছেন। এর উপর দায়বদ্ধতা বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই রেল প্রশাসনে। অবস্থা শিরে সর্পাঘাতের মতো। দড়ি বাঁধার জায়গা নেই।যন্ত্রণাদায়ক ট্রেন পরিষেবায় মানুষের ক্ষোভ বাড়ছে। মিথ্যার কাড়া নাকাড়া বাজানো বন্ধ করে রেল এখনো যদি সিরিয়াস না হয় তবে আগামীতে রেল চলাচল সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে গেলেও আশ্চর্যের কিছু হবে না।

সুদর্শন নন্দী
রাঙামাটি, ব্যাংকপাড়া
মেদিনীপুর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জমি দখলে মদতের অভিযোগ দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: রাজনৈতিক ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে জমি দখলে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে। অভিযোগ, তারকেশ্বরে দুই তৃণমূল নেতা আদালতের নির্দেশ অমান্য করে জমি দখলে মদত দিয়েছেন। দাঁড়িয়ে থেকে পাঁচিল দিয়ে জমি ঘিরতে সাহায্য করেছেন বলে অভিযোগ। যদিও অভিযুক্ত শেখ সিদ্দিকি ও শেখ শহিদ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

তারকেশ্বরের বালিগড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পাত্রপাড়া। জমি নিয়ে দুই পরিবারের শরিকি বিবাদ দীর্ঘদিন ধরে চলছে বলে অভিযোগ।

অভিযোগ, ধীরেন্দ্রনাথ পাত্রের ৭ শতক জমি দখলের চেষ্টা করছেন তাঁরই আত্মীয় মিতা পাত্র। এই অভিযোগ নিয়ে আদালতেও যান ধীরেন্দ্রনাথ। ধীরেন্দ্রনাথের দাবি, গত ১৫ সেপ্টেম্বর ওই জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করে আদালত। আগামী ১০ অক্টোবর পর্যন্ত তা কার্যকর থাকবে। স্থানীয় প্রশাসনকে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখারও নির্দেশ দেয় আদালত। ধীরেন্দ্রনাথের দাবি, আদালত যে জমিতে ১৪৪ ধারা জারি করেছে, সেখানেই দুই তৃণমূল নেতা শেখ সিদ্দিকি ও শেখ শহিদ গায়ের জোরে পাঁচিল তুলে দেন। তারকেশ্বর থানায় লিখিত অভিযোগও জানান ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র।

যদিও তৃণমূলের স্থানীয় অঞ্চল সভাপতি শেখ সিদ্দিকির দাবি, 'লিখিত অভিযোগ করতেই পারেন। আমরাও তো গ্রামবাসী। এখানে রাজনীতির কোনও জায়গাই নেই।' অন্যদিকে শেখ শহিদের দাবি, 'ধীরেন্দ্রনাথ পাত্র, বলাই পাত্র ও জগন্নাথ পাত্র তাঁদের পৈত্রিক সম্পত্তি ভাগ করে নিয়েছেন। সেইমতোই একদিকে ধীরেন্দ্রনাথ পাত্রের ছেলে অভিজিৎ পাত্র বাড়ি করেছেন। মাঝখানে জগন্নাথ পাত্রর জায়গায় আমরা কাজ করাচ্ছি। বলাই পাত্রের ছেলেও বাড়ি করেছেন। সকলে সকলের অংশেই যা করার করেছেন। তারপরও জগন্নাথ পাত্রের ছেলেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। মামলা দিয়ে ভয় দেখিয়ে জায়গা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চলছে। তারই বিরুদ্ধে গ্রামের সকলে প্রতিবাদ করছেন।'

পুজোর মুখে চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: পুজোর মুখে বাঁকুড়ায় চোখ রাঙাচ্ছে ডেঙ্গু। চলতি বছর এখনও পর্যন্ত জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা ২৬৬ জন। এর মধ্যে ৫৫ জনই বাঁকুড়া শহরের। ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা যত বৃদ্ধি পাচ্ছে, ততই জেলায় বাড়ছে শাসক বিরোধী রাজনৈতিক চাপানউতোর।

চলতি বছর বর্ষার শুরু থেকেই বাঁকুড়া জেলায় ডেঙ্গুর প্রকোপ দেখা দেয়। ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে সেই সংখ্যা এখন আড়াইশো ছাড়িয়েছে। বাঁকুড়া শহরে আক্রান্তের সংখ্যাও কম নয়। পুরসভা থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, বাঁকুড়া শহরে সবমিলিয়ে ৫৫ জন আক্রান্ত হয়েছেন ডেঙ্গুতে। বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন হাসপাতালে এখন চিকিৎসাধীন রয়েছেন মোট ১০ জন।

স্বাস্থ্য দপ্তর জানিয়েছে, ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য সমস্ত রকম পদক্ষেপ করা হয়েছে। বাঁকুড়া পুর এলাকার ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের জন্য পুরসভাকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা জানানো হয়েছে। এদিকে ডেঙ্গুর এই বাড়বাড়ন্তে বাঁকুড়া পুর এলাকায় ক্রমশ তীব্র আকার নিচ্ছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপির দাবি, পুরসভার গাফিলাতির কারণেই দ্রুত হারে বাড়ছে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা। পুরসভা অভিযোগ মানতে নারাজ। পুরসভার দাবি, প্রয়োজনীয় সমস্ত পদক্ষেপ করা হয়েছে। ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে সাফাই কাজ চালানোর পাশাপাশি চলছে ব্যাপক প্রচারাভিযান।

হাসপাতালের বদলে ওঝার কাছে যাওয়ায় সাপের ছোবলে নাবালিকার মৃত্যুর অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: সাপের কামড় থেকে মেয়েকে বাঁচাতে ওঝার দ্বারস্থ হন খানাকুলের এক ব্যক্তি। সেই জন্যই অকালে নাবালিকা কন্যার প্রাণ ঝড়ে গেল বলে দাবি।

জানা গিয়েছে, ওঝার কেরামতিতে সাপের ছোবলে প্রাণ গেল নাবালিকার। হাসপাতালে নিয়ে গিয়েও শেষ রক্ষা হল না। চিকিৎসকের দাবি, ওঝার কাছে না গিয়ে ঠিক সময়ে হাসপাতালে নিয়ে এলে প্রাণ বাঁচত। মৃতের নাম নয়না পারভিন(১১)। বাড়ি তাঁতিশাল পঞ্চায়েতের হেলান এলাকায়। মা আজমিরা বেগমের দাবি, 'রাত ১ টার সময় মেয়ে ঘুম ভাঙিয়ে বলে পায়ে সাপে কামড়েছে। খোঁজাখুঁজি করে সাপের সন্ধান পাইনি। বাড়ির কাছে স্থানীয় এক ওঝার কাছে রাতেই মেয়েকে নিয়ে যাই। মেয়ে নিজেই গ্রিল টপকে দরজায় কড়া নেড়ে ওঝাকে ডাকে। ওঝা বলে সাপে নয় ইঁদুরে কামড়েছে। তারপরে পানীপোড়া দেন। মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে আসি। বাকি রাতটুকু ভালোই ছিলাম। ভোরের দিকে মেয়ে

নেতিয়ে পড়ে। আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজে তাড়াতাড়ি নিয়ে আসি। সকালে চিকিৎসকরা মৃত্যু হয়েছে বলে জানান।'

আত্মীয় ইদ্রিস আলির দাবি, 'আজমিরা বেগম আমার আত্মীয় হন। ওনার কোনও সন্তান না থাকায় আমার মেজো মেয়েকে মানুষ করতে দিয়েছিলাম। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ত। এদিন সকালে ফোন করে জানান মেয়েকে রাতে সাপকে কামড়েছে। হাসপাতালে এত দেরি করে নিয়ে এসেছে জানতে পেরে অবাক হয়ে যাই। হাসপাতালে তাড়াতাড়ি নিয়ে এলে মেয়েটা হয়তো বেঁচে যেত।'

উল্লেখ্য, গত তিন চার মাসে আরামবাগ মহকুমা জুড়ে প্রায় ১৫ জনের মতো মানুষ সাপের কামড়ে মারা যান। আরামবগের স্বনামধন্য চিকিৎসক ডা. মনোজিৎ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'গরিব মানুষের কথা চিন্তা করার লোক খুব কম। গ্রামের প্রান্তিক মানুষ বেশিরভাগ সাপের কামড়ে মারা যান। তাঁদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে। তাই সবার আগে সরকারি ও বেসরকারি ভাবে প্রতিটি গ্রামে গিয়ে সাপে কামড়ানোর বিষয়ে সচেতনতাবোধ গড়ে তুলতে হবে।'

তিনি জানান, প্রথমত, সাপে কামড়ানোর পর কখনওই ওঝা, গুনীন, বৈদ্যর কাছে না গিয়ে দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। দ্বিতীয়ত, সাপে কামড়ানোর পর দড়ি দিয়ে ওই জায়গা শক্ত করে না বেঁধে একটি বাঁশের বাতা জাতীয় জিনিসকে হালকা কাপড় দিয়ে বাঁধতে হবে। যাতে ওই জায়গাটি নড়াচড়া করতে না পারে। রক্ত সঞ্চালন যাতে ব্যাহত না হয় সেই বিষয়ে লক্ষ রাখতে হবে। তৃতীয়, তারপর দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করতে হবে। চতুর্থত, সাপটিকে না মেরে ধরতে পারলে ভালো হয়। পঞ্চমত, সাপের হাত থেকে বাঁচতে হলে বাড়ির চারিদিকে অ্যাসিড না ছড়িয়ে ব্লিচিং পাউডার ছড়াতে হবে। অ্যাসিড গায়ে পড়লে সব প্রাণী চলে যাবে। কিন্তু সেই অ্যাসিড ক্ষণস্থায়ী। সবমিলিয়ে সাপের কামড়ে মৃত্যু আরামবাগে বেড়ে যাওয়ায় রীতিমতো আতঙ্কিত আরামবাগবাসী।

জঙ্গল পরিষ্কারের নামে গাছ কাটার অভিযোগ, সরব সবুজ মঞ্চ

রূপম চট্টোপাধ্যায় ● হুগলি

কখনও জঙ্গল পরিষ্কারের নামে, আবার কখনও প্রশাসনের নজরদারি এড়িয়ে চলছে অবাধে গাছ কাটা। হুগলির বিভিন্ন জায়গায় এমনটা চলছে বলে অভিযোগ। গাছ কাটা রুখতে এবার তৎপর হল হুগলির সবুজ মঞ্চ। বুধবার ডানকুনির স্বরূপনগর ১১ নম্বর ওয়ার্ড থেকে গাছ কাটার অভিযোগ পেয়ে সেখানে ছুটে গেলেন হুগলির সবুজ মঞ্চের সদস্যরা। যদিও গাছ কাটা আটকানো যায়নি। কারণ তার আগেই হয়ে গিয়েছিল সব। স্থানীয় মানুষের সাহায্যে তারা কাটাগাছ-সহ গাড়িটি আটক করে রাখেন। ডানকুনি থানার পুলিশকে জানানো হলে পুলিশ এসে কাটা গাছগুলি বাজেয়াপ্ত করে।

অভিযোগ, বন দপ্তরের অনুমতি না নিয়েই গাছ কাটা হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। হুগলি জেলা সবুজ মঞ্চ মহকুমাশাসক ও ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের কাছে অভিযোগ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছে। সবুজ মঞ্চের হুগলি জেলা আহ্বায়ক গৌতম সরকার বলেন, 'যারা গাছ কাটছিল তারা একটা কোম্পানি। যার নাম হচ্ছে মণ্ডল ব্রাদার্স। এরা ডানকুনি পুরসভার একটা চিঠি

দিয়েছিল জঙ্গল পরিষ্কার করার। জন্য কিন্তু জঙ্গল পরিষ্কার করার নাম করে বহু গাছ কেটে ফেলা হয়েছে। তদন্ত শুরু হয়েছে।' গাছ কাদের কাছে এবং কী শর্তে বিক্রি করা হয়েছে তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

মহা সমারোহে ভাদুর বিদায় কাঁকসার গ্রামে

সুজিত ভট্টাচার্য

কাঁকসা: 'কেঁদে কেঁদে চোখের কাজল ধোঁয়া যায়, আজ ভাদুর বিদায়' এই গানের সুরেই মঙ্গলবার ভাদুর বিদায় জানালেন গোপালপুরের বাসিন্দারা।

প্রতি বছরের মতো এবছরও সকাল থেকে বেরিয়ে পড়েন গ্রামের মানুষ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভাদু গান গেয়ে গ্রামের মানুষকে তাঁরা আনন্দ দেন। সকাল থেকে বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে অবশেষে সন্ধ্যায় তাঁরা ফিরে আসেন ভাদুকে নিয়ে। মুখে সেই প্রাচীন সুর। তবে এ গানই শুধু নয়, আরও অনেক গান গেয়েই তাঁরা ভাদুকে বিদায় জানান। তাঁদের গানে উঠে আসে শাশুড়ি বউমার কথা চালাচালি। গানের কলিতে উঠে আসে 'হলুদ কনের ভাদু তুমি হলুদ কেন মাখনা, শাশুড়ি ননদের ঘরে হলুদ মাখা সাজে না।' 'কলাগাছে চাবি ছিল, হলুদ বলে মেখেছি, ও শাশুড়ি গাল দিও না পাশা খেলতে বসেছি।'

গোপালপুরের অনুন্নত সম্প্রদায়ের মাল (রাজবংশী সম্প্রদায়) পাড়ায় এই ভাদু পুজো চলছে প্রায় দু শো বছর ধরে এমনটাই দাবি এলাকার বাসিন্দাদের। একসময় জমিদারদের লাঠিয়াল হিসাবেই তাঁরা এখানে পরিচিত ছিলেন। এই পাড়ায় মনসা পুজো, চিন্তামণি পুজো ছাড়াও ভাদু পুজোতে মেতে ওঠেন পাড়ার সবাই। ভাদ্র মাসের প্রথম দিনে একটি কুলুঙ্গিতে ফুল রেখে ভাদুর গান গাওয়া হয়। এর পরে ভাদ্র সংক্রান্তির শেষ সপ্তাহে ভাদুর মুর্তী এনে পুজো শুরু হয় এবং প্রতিদিন ভাদু গান গাওয়া হয়। আশ্বিনের প্রথম দিনে এই ভাদুকে নিয়ে পুরুষরা গান গাইতে গাইতে চলেন আর শিশুরা নাচতে নাচতে যায়।

ভাদু উৎসব নিয়ে মানভূম অঞ্চলে বেশ কিছু লোককাহিনি প্রচলিত রয়েছে। পঞ্চকোট রাজপরিবারের নীলমণি সিংদেওর তৃতীয়া কন্যা ভদ্রাবতীর বিবাহ স্থির হওয়ার পর তাঁর ভাবী স্বামীর অকালমৃত্যু হলে মানসিক আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন, এই কাহিনি মানভূম অঞ্চলে সর্বাধিক প্রচারিত। বিয়ে করতে আসার সময় ভদ্রাবতীর হবু স্বামী ও তাঁর বরযাত্রী ডাকাত দলের হাতে খুন হলে ভদ্রাবতী চিতার আগুনে প্রাণ বিসর্জন করেন বলে ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ওয়েস্ট বেঙ্গল ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার পুরুলিয়া গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ভদ্রাবতীকে জনমানসে স্মরণীয় করে রাখার জন্য নীলমণি সিংদেও ভাদু গানের প্রচলন করেন। কিন্তু এই কাহিনিগুলি ঐতিহাসিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত নয়। রাজপুরোহিত রাখালচন্দ্র চক্রবর্তী রচিত পঞ্চকোট ইতিহাস নামক গ্রন্থে এই ধরনের কোনও ঘটনার উল্লেখ নেই বলেই জানা যায়। নীলমণি সিংদেও তিনজন পত্নীর গর্ভে দশজন পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেও তাঁর কোনও কন্যাসন্তানের ছিল কিনা সেই বিষয়েও সঠিক তথ্যের অভাব রয়েছে।

ইতিহাস কী বলছে আদৌ গোপালপুরের এই বাসিন্দারা চিন্তা করেন না। দুশো বছর ধরে চলে আসা তাঁদের ভাদুকে নিয়েই মেতে থাকেন তাঁরা ভাদ্র মাসের শেষ সাতদিন। এরপর বিসর্জন দেওয়া হয় ভাদুর। গ্রামের বাসিন্দারা এই দিনের জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। বাড়িতে যাওয়ার পরেই বাড়ির সদর দরজায় ভাদুকে নামিয়ে মাথায় তেল সিঁদুর দেওয়া হয়। আর নিজের নিজের সাধ্যমতো সধবা মহিলারা ভাদুর হাতে তুলে দেন অর্থ। এভাবেই যে অর্থ উঠে আসে তা দিয়েই এই পাড়ার বাসিন্দারা সন্ধ্যায় ভাদুকে বিসর্জন দিয়ে আনন্দে মেতে ওঠেন।

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
আরএসবি গ্লোবাল প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭** সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ঠিকানা **"রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ"** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে : ৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ — নিশীত বেহেরা
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর

শিডিউল ১ ফর্ম এ
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৭ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১৪ অধীনে)
ফিনাইস কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

১.	কর্পোরেট সংস্থার নাম	ফিনাইস কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	১১.১২.২০০৭
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U24297WB2007PLC120971
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	৫৬৩, পূর্বলোক কালীকাপুর কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০৯৯
৬.	কর্পোরেট সংস্থার লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	১৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৩
৭.	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নাম্বার এবং রেজিস্ট্রেশন নাম্বার	**অনিল কুমার দুবে** মেরিডিয়ান স্পেলেনডোরা, টাওয়ার II ৫ম তল, ফ্ল্যাট নং ৪এফ ৯এ/১ উমাকান্ত সেন লেন, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০০৩০ **ইমেল :** anil@mandaassociates.in **ফোন নং :** ৮৩৩৪৯৮৪৩৫০ **রেজিস্ট্রেশন নং :** IBBI/IPA-002/IP N01187/2022-23/14249
৮.	দাবি জমা দেবার শেষ তারিখ	১৩ অক্টোবর, ২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ফিনাইস কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর ভলান্টারি লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩।
ফিনাইস কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখের পূর্বে লিকুইডেটরের নিকট দফা নং ৭-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।

স্বা/-
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ — অনিল কুমার দুবে
স্থান : কলকাতা — (ফিনাইস কেমিক্যালস ইন্ডিয়া লিমিটেড লিকুইডেটর)

ফর্ম নং আইএনসি-২৬
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে স্থানান্তরের নিমিত্ত সংবাদপত্রে প্রজ্ঞাপন
কেন্দ্রীয় সরকার, (রিজিওনাল ডিরেক্টর) ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
হ্যাপি ব্রিক বিল্ডিং প্রাইভেট লিমিটেড রেজিস্টার্ড অফিস **৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭** সম্পর্কিত
....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, **মঙ্গলবার ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায়** গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য"** থেকে **"ঝাড়খন্ড রাজ্যে"** কোম্পানির রোজস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর (ইস্টার্ন রিজিওন) কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রক ঠিকানা **"রিজিওনাল ডিরেক্টর-এর অফিস, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ আচার্য জগদীশ চন্দ্র বোস রোড, কলকাতা- ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ"** ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নোক্ত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে : ৭/১এ/১, ড. ইউ এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, শেকসপীয়র সরণি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০০১৭

দরখাস্তকারীর পক্ষে
তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ — সঞ্জয় রামদাস পিল্লে
স্থান : কলকাতা — ডিরেক্টর

ফর্ম বি
সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ১২ অধীনে)
বার্ড রায় ইনফোটেক প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য

ক্রম নং	বিবরণাদি	বিস্তারিত
১.	কর্পোরেট ডেটরের নাম	বার্ড রায় ইনফোটেক প্রা. লি.
২.	কর্পোরেট ডেটরের গঠনের তারিখ	২৮.১১.১৯৯৫
৩.	যে কর্তৃপক্ষের অধীনে কর্পোরেট ডেটর গঠিত/নথিভুক্ত	আরওসি-কলকাতা
৪.	কর্পোরেট ডেটরের কর্পোরেট আইডেন্টিটি নং/ লিমিটেড লায়াবিলিটি আইডেন্টিফিকেশন নং	U72200WB1995PTC075654
৫.	কর্পোরেট ডেটরের রেজিস্টার্ড অফিস এবং প্রধান অফিস (যদি কিছু থাকে) ঠিকানা	১০/৪৮, লালা লাজপত রায় সরণি, থানা - ভবানীপুর (এলগিন রোড) কলকাতা - ৭০০০২০, পব, ভারত
৬.	ইনসলভেন্সি প্রস্তাব প্রক্রিয়া সমাপ্তির তারিখ	১২.০৯.২০২৩
৭.	লিকুইডেশন প্রস্তাব প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ	১২.০৯.২০২৩ (নির্দেশের যোগাযোগের তারিখ হোয়াটসঅ্যাপ, আরপি কমল নয়ন জৈন-এর কাছ থেকে ১৯.০৯.২০২৩ তারিখে)
৮.	সাময়িক প্রস্তাব পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদারের নাম ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর	ছেদি রাজভর আইপি রেজি. নং - IBBI/IPA-001/IP-P00129/2017-18/10271
৯.	বোর্ডের নিকট রেজিস্ট্রিকৃত লিকুইডেটরের ঠিকানা এবং ইমেল	সি. রাজভর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফিস : ৪০, স্ট্যান্ড রোড, মডেল হাউস, ৩য় তল, রুম নং ৪৯, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : রেজি. crajbharco.ca@gmail.com
১০.	লিকুইডেটরের সহিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা এবং ইমেল	সি. রাজভর অ্যান্ড কোং, চ্যাটার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস অফিস : ৪০, স্ট্যান্ড রোড, মডেল হাউস, ৩য় তল, রুম নং ৪৯, কলকাতা - ৭০০০০১, পশ্চিমবঙ্গ ইমেল আইডি : cirp.bardroy@gmail.com
১১.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ	১২.১০.২০২৩

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে বার্ড রায় ইনফোটেক প্রা. লি.-এর লিকুইডেশন প্রক্রিয়া শুরুর তারিখ ১২.০৯.২০২৩।
বার্ড রায় ইনফোটেক প্রা. লি.-এর বিনিয়োগকারীগণকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ১২.১০.২০২৩ তারিখে লিকুইডেটরের নিকট দফা নং ১০-এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ কেবল বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন। অন্যান্য বিনিয়োগকারীগণ তাদের দাবি প্রামাণ্য নথি সহ ব্যক্তিগতভাবে বা ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে দাখিল করতে পারেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।
যদি কোনও কারণে বিনিয়োগকারীগণ লিকুইডেশন প্রক্রিয়া চলাকালীন তার দাবি জমা না দেয়, তাহলে ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (কর্পোরেট ব্যক্তিদের জন্য দেউলিয়াত্বের সমাধান প্রক্রিয়া) রেগুলেশনস, ২০১৬-এর ধারা ৩৮ এর অধীনে কর্পোরেট দেউলিয়া রেজোলিউশন প্রক্রিয়া চলাকালীন এই জাতীয় বিনিয়োগকারীগণ দ্বারা জমা দেওয়া দাবিগুলিকে গণ্য করা হবে।

লিকুইডেটরের নাম এবং স্বাক্ষর : ছেদী রাজভর
তারিখ : ২০.০৯.২০২৩ — আইপি রেজি নং IBBI/IPA-001/IP-P00129/2017-18/10271
স্থান : কলকাতা — এএফএ বৈধ ২১.০৩.২০২৪ পর্যন্ত

এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড
SBFC
রেজিস্টার্ড অফিস:- ইউনিট নং ১০৩, ২য় তল, সি অ্যান্ড বি স্কোয়ার, সঙ্গম কমপ্লেক্স, সিটিএস নং ৯৫এ, ১২৭, আন্ধেরি কুরলা রোড, গ্রাম চাকালা, আন্ধেরি (পূর্ব), মুম্বই-৪০০০৫৯
টেলিফোন: +৯১২২৬৭৮৭৫৩০০ । ফ্যাক্স: +৯১ ২২৬৭৮৭৫৩৩৪ । www.SBFC.com ।
কর্পোরেট আইডেন্টিটি নম্বর: **U67190MH2008PTC178270**

জনবিজ্ঞপ্তি

জনসাধারণকে জানানো যাচ্ছে যে, এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেড ২৬.০৯.২০২৩ তারিখে এসবিএফসি ফাইন্যান্স লিমিটেডে সকাল ১০:৩০টায় বন্ধক সোনার অলঙ্কারগুলির নিলাম পরিচালনা করবে। ঠিকানা : চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪।
এই সকল সোনার অলঙ্কারগুলি আমাদের গ্রাহকদের লোন অ্যাকাউন্টের যারা তাদের দেয় দিতে খেলাপ করেছেন। নিলাম সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এইসকল ঋণগ্রহীতাদের কাছে যথাযথভাবে পাঠানো হয়েছে। গ্রাহকদের এইসকল সোনার গহণাসমূহ আমাদের বিভিন্ন ওভারডিউ লোন অ্যাকাউন্ট-এর যা নিম্নে বর্ণনা করা হল তাদের শাখা নাম সহ।

বারাসত শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, শাখার ঠিকানা: চাঁপাডালি মোড়, বারাসত, পোঃ+থানা- বারাসত, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, সেনকো গোল্ড -এর নিকটে, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১২৪ -তে।
শাখা - বারাসত : AP00362579,AP00390649,AP00406637,AP00438673,AP00446738,AP00452839,AP00459977, AP00476914,AP00493924,AP00503044,AP00511364,AP00528382,AP00530401,AP00547108,AP00549331

ডালহৌসি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, স্টিফেন হাউজ, ইউনিট নং ৬ই, আরএন মুখার্জি রোড, বিড়লা বিল্ডিংয়ের বিপরীতে, কলকাতা-৭০০০০১ -তে।
শাখা - কলকাতা : AP00318251,AP00322729,AP00330525,AP00333165,AP00414072,AP00431289,AP00438496, AP00440621,AP00448021,AP00518656,AP00533599,AP00538958

দুর্গাপুর শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সুরেশ ম্যানসন, নাচন রোড, বেনাচিতি, দুর্গাপুর-৭১৩২১৩ (কোহিনুর রেস্টুরেন্টের বিপরীতে)।
শাখা - দুর্গাপুর : AP00212113, AP00273891,AP00324630,AP00346147,AP00351492,AP00437330, AP00437510, AP00438618,AP00447360,AP00447910,AP00448130,AP00448623,AP00455148,AP00476624, AP00478661,AP00501722,AP00503819,AP00513121,AP00519900,AP00529560,AP00529726,AP00530183

গড়িয়া শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, ৩ নং গড়িয়া বোরাল মেইন রোড, ২য় তল, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, গড়িয়া, কলকাতা - ৭০০০৮৪, রাজ্য - পশ্চিমবঙ্গ -তে।
শাখা - গড়িয়া : AP00352028,AP00355241,AP00379338,AP00430597,AP00438805,AP00478689,AP00504381,AP00512614

শিলিগুড়ি শাখার নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ২৬.০৯.২০২৩ তারিখ সকাল ১০:৩০ মিঃ, এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড, সিটি প্লাজা বিল্ডিং, ২য় তল, পায়েল সিনেমা হলের বিপরীতে, সেভক রোড, শিলিগুড়ি, জেলা - দার্জিলিং-৭৩৪০০১ -তে।
শাখা - শিলিগুড়ি : AP00293014,AP00301570,AP00308281,AP00335634,AP00339921

বিশদে জানতে, অনুগ্রহ করে এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড-এ যোগাযোগ করুন, যোগাযোগ নম্বর: ১৮০০-১০২-৮০১২ (আগাম বিজ্ঞপ্তি ব্যতিরেকে নিলামে অ্যাকাউন্টের সবর্তন এবং/ নিলাম মুলতুবী রাখা / বাতিল করার অধিকার এসবিএফসি ফিনান্স লিমিটেড দ্বারা সংরক্ষিত।)

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
9331059060–9831919791

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বারাসত জোনাল অফিস
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর - ১
বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৬৪

পরিশিষ্ট IV [দ্রষ্টব্য রুল -৮(১)] — **পরিশিষ্ট এফ**
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, অনুমোদিত অফিসার** হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **১১.০৫.২০২৩** তারিখে **ঋণগ্রহীতা শ্রী সুপ্রিয় রায় এবং মৌসুমী রায়** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **১৭,০৭,২৬৩.০৬ টাকা (সতের লাখ সাত হাজার দুশো তেষট্টি টাকা এবং ছয় পয়সা) টাকা সুদ সহ ৭.৮৫ শতাংশ হারে বার্ষিক (এ/সি নং ৪০৭৩৭৫১১০০০০১২১)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতাকে এবং সাধারণের প্রতি বিজ্ঞাপিত হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নে উল্লিখিত জামিনদত্ত সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক **১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩** তারিখে স্বত্ব দখলীকৃত হয়েছে।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তির কোনরূপ লেনদেন না করতে। কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, ১৭,০৭,২৬৩.০৬ টাকা সুদ সহ** আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি অবস্থিত ফ্ল্যাট নং জি১ (দক্ষিণ-পূর্ব-উত্তর দিকে), একতলায়, ৩ তলা ভবনের আরসিসি ফ্রেম সম্বলিত নির্মাণ বসবাসের ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ১১৪, নতুন কলোনি সোদপুর, মৌজা-সোদপুর, জেএল নং ৮, আরএস নং ৪৫, এলওপি নং ২এ, আরএস দাগ নং ৬৬৩(অংশ), আরএস খতিয়ান নং ২, পুর হোল্ডিং নং ১১৪, থানা-খড়দা, পানিহাটি পুরসভার ওয়ার্ড নং ১২ অধীন, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১০। **জমির পরিমাণ** : ৬০৭ বর্গফুট (এসবিইউএ) ১ বেড রুম, ১ কিচেন তথা ডাইনিং ড্রইং, ১ টয়লেট সমন্বিত। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : **উত্তরে :** এলওপি নং ৪/এইচ/ও মানিক দে, **দক্ষিণে :** ১৮ ফুট চওড়া সড়ক, **পূর্বে :** এলওপি নং ২বি/এইচ/ও এম ব্যানার্জি, **পশ্চিমে :** ১৮ ফুট চওড়া সড়ক সমন্বিত।
ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি : **উত্তরে :** খোলা, **দক্ষিণে :** খোলা, **পূর্বে :** খোলা, **পশ্চিমে :** সিঁড়ি এবং সকলের জন্য করিডর।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৩ — **স্বা/- চিফ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কৈখালি — **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

केनरा बैंक Canara Bank — A Govt. of India Undertaking
सिंडिकेट Syndicate
দাবি নোটিশ
ধারা ১৩(২)

মিড কর্পোরেট ব্রাঞ্চ II (ডিপি কোড ১৯৭৬৮)
২১, ক্যামাক স্ট্রিট, বেলস হাউস, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০ ০১৬
ই-মেল : cb19768@canarabank.com

Ref.: 19768/MCB II/ B K ROY/13(2)/01/2023-24 — **তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩**
প্রতি,
১. **মেসার্স বি. কে. রায় প্রাইভেট লিমিটেড,** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও. বি. রোড, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬০১। **আরও :** প্রেমিসেস নং ডিএন-৫১, ১৩তম তল, ইউনিট নং ১২০৫, মার্লিন ইনফিনাইট বিল্ডিং, সল্টলেক, সেক্টর - ৫, কলকাতা - ৭০০০৯১
২. **শ্রী বৈভব কুমার রায়,** এইচ-৬, ক্লাস্টার - ২, পূর্বাচল হাউসিং এস্টেট, ট্যাঙ্ক নং ১৩, সল্টলেক, সেক্টর - ৩, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০ ০৯৭
৩. **মেসার্স পল্লীশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রাইভেট লিমিটেড,** ও. বি. রোড, আরামবাগ, পিন - ৭২১৬০১, পশ্চিমবঙ্গ।
৪. **মেসার্স বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লিমিটেড,** হোল্ডিং নং ৪০৮, পল্লীশ্রী, ও.বি. রোড, আরামবাগ, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭১২৬০১

মাননীয় মহাশয়/মহাশয়া,
বিষয় : ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যুকৃত নোটিশ
নিম্নস্বাক্ষরকারী **কানাড়া ব্যাঙ্ক, এসপিএল. মিড কর্পোরেট ব্রাঞ্চ II (ডিপি কোড - ১৯৭৬৮) (পরবর্তীতে উল্লিখিত "জামিনদত্ত ঋণদাতা" হিসেবে)** অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের পরবর্তীতে "আইন" হিসেবে উল্লিখিত নিযুক্ত মতে সংশ্লিষ্ট আপনাদের প্রতি নিম্নোক্ত মতে নোটিশ ইস্যু করেছেন :
আপনারা অবগত আছেন যে **মেসার্স বি. কে. রায় প্রা. লি.** (পরবর্তীতে **"ঋণগ্রহীতা"** হিসেবে উল্লিখিত) প্রতিনিধি হিসেবে "সিডিউল এ" তে বর্ণিত মতে ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন এবং কানাড়া ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা) অনুকূলে জামিন চুক্তি/গুলিতে বদ্ধ হয়েছেন নিম্নোক্ত তফসিল বর্ণিত সম্পত্তি সমূহ জামিনদত্ত হিসেবে। উক্ত চুক্তি মোতাবেক ঋণগ্রহীতা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করেছেন ঋণগ্রহীতা হিসেবে এবং চুক্তির নিয়ম এবং শর্তাদি অনুযায়ী পরিশোধ করার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। জামিন অধীনে ঋণদাতা অবগত হয়েছেন **শ্রী বৈভক কুমার রায়, মেসার্স পল্লীশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রা. লি., মেসার্স বীরভূম কেমিক্যালস অ্যান্ড ফার্টিলাইজারস লি.** (পরবর্তীতে **"জামিনদাতা"** হিসেবে উল্লিখিত), সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধতা ব্যতীত দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ এবং অন্যান্য সকল দায় এবং দায়িত্ব যা ব্যাঙ্কের নিকট থেকে ঋণগ্রহীতা আর্থিক সুবিধা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন যার সীমা **৪১,০০,০০,০০০.০০ টাকা** (একচল্লিশ কোটি টাকা) টাকা সুদ সহ পরিশোধে দায়বদ্ধ।

সিডিউল - এ

ঋণের প্রকৃতি/সীমা (লোন এ/সি নং)	ঋণের পরিমাণ (টাকা)	২৯.০৮.২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ দায়বদ্ধতা	সুদের হার
ক্যাশ ক্রেডিট (ওসিসি/ওডিবিডি) (১২৮০০০৯০১৩৭০)	৪১,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৪১,৭২,৯২,৫৭৪.০০ টাকা	৯.৭০ শতাংশ এবং ২ শতাংশ হারে পেনাল সুদ
জিইসিএল ১.০ (১৭৩০০০৪৩৯১৯১)	৪,০৯,০০,০০০.০০ টাকা	২,৭৩,২৯,৮০১.৯৬ টাকা	৮.৩৫ শতাংশ এবং ২ শতাংশ হারে পেনাল সুদ
জিইসিএল ১.০ সম্প্রসারিত (১৭০০০৬০৪৮৭৮০)	৩,২০,০০,০০০.০০ টাকা	৩,২৬,৭৮,৪০৩.০০ টাকা	৮.৩৫ শতাংশ এবং ২ শতাংশ হারে পেনাল সুদ

উক্ত ঋণ/ঋণ সুবিধাদি নিম্নোক্ত তপসিলে বিস্তারিত বিশেষ মতে বর্ণিত সম্পদের বন্ধকের দ্বারা গৃহীত যা সংশ্লিষ্ট নথিতথ্য ব্যাঙ্কের অনুকূলে সম্পাদিত। যেহেতু আপনারা আপনাদের দায় সম্পাদনে নির্ধারিত নিয়ম এবং শর্তাদি অধীনে ব্যর্থ হয়েছেন, ব্যাঙ্ক সংশ্লিষ্ট ঋণ অ্যাকাউন্ট **এনপিএ শ্রেণিভুক্ত হিসেবে ২৬.০৮.২০২৩** তারিখে ঘোষণা করেছে। ফলে ব্যাঙ্ক কর্তৃক এই নোটিশ আপনাদের প্রতি সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হচ্ছে উক্ত সমগ্র দায় **৪৭,৭৩,০০,৭৭৮.৯৬ টাকা** (সাতচল্লিশ কোটি তিয়াত্তর লাখ সাতশ আটাত্তর টাকা এবং ছিয়ানব্বই পয়সা) টাকা **২৯.০৮.২০২৩** অনুযায়ী সুদ সহ এবং অন্যান্য ব্যয় সহ এই নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ষাট (৬০) দিনের মধ্যে আদায় দিতে এবং ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের ব্যবস্থা করা হবে। আরও অবগত হন সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সিডিউলে বর্ণিত মতে কোনওভাবেই আগাম অনুমতি ব্যতীত লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। এই নোটিশ সংশ্লিষ্ট আইন অধীনে এবং/বা অন্যান্য প্রচলিত আইনের উপায়ন্তর ব্যতীতই ইস্যু করা হয়েছে।
আপনাদের অবগতির জন্য জ্ঞাত করা হচ্ছে উক্ত সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে সমুদয় বকেয়া পরিমাণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
দাবি নোটিশ অ্যাকনলেজমেন্ট সহ রেজিস্টার্ড ডাকেও পাঠানো হয়েছে ব্যাঙ্কের নিকট থাকা আপনাদের সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায়।

শিডিউল বি
-: জামিনদত্ত সম্পদের বিস্তারিত :-

অস্থাবর দফাসমূহ :
সম্পত্তি ১ : মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর সমুদয় মজুত এবং আদায়যোগ্য মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর
সম্পত্তি ২ : মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর সমুদয় অস্থাবর স্থায়ী সম্পদ প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সহ
স্থাবর সম্পত্তি :
সম্পত্তি ১: সম্পত্তির ইএমটি (জমি এবং ভবন)পরিমাণ ১২০ ডেসি, বা ৭২.৭২৭ কাঠা এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-ইছাপুর,থানা-ইলামবাজার, জেএল নং ৮২, এলআর খতিয়ান নং ১৯০৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২১৫, ৪২১৬, ৪২১২/৪৩৫৪, ঘুড়িশা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭২১২১৪, **মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি. এর নামে স্বত্বাধিকারী : মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি.।**
সম্পত্তি ২: সম্পত্তির ইএমটি (জমি এবং ভবন) পরিমাণ ২৩৪.৫০ ডেসি. এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা-রাজহাটি, থানা- আরামবাগ, ব্লক -আরামবাগ, জেএল নং ৮৭, আরএস খতিয়ান নং ১৬০, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৬, ১৬৮, ১৬৯, ৬৯, এলআর খতিয়ান নং ২৯১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪১২, ৪১৩, ৪৪২, ৪৪৪, মায়াপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-হুগলি, অনুযায়ী **মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর নামে, স্বত্বাধিকারী : মেসার্স বি কে রায় প্রা লি ।**
সম্পত্তি ৩ : সম্পত্তির ইএমটি পরিমাণ ১১৬ ডেসি. বা ৭০.৩০ কাঠা এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- কুলবায়রা, থানা- আরামবাগ, ব্লক- আরামবাগ, জেএল নং ৪৯, আরএস খতিয়ান নং ৮, এলআর খতিয়ান নং ১৬৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৪৭, ১৪৮, মায়াপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-হুগলি, অনুযায়ী **মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স বি কে রায় প্রা লি।**
সম্পত্তি ৪ : সংশ্লিষ্ট জমির ইএমটি সকল অংশ পরিমাণ কমবেশি ১৩০ ডেসিমেল অবস্থিত মৌজা- গোহালিয়ারা, থানা- দুবরাজপুর, ব্লক-দুবরাজপুর, পরগনা- হরিপুর, জেএল নং ৩৯, আরএস খতিয়ান নং ১২৮,আর এসনং ২৮৪, তৌজি নং ১৯৬, এলআর খতিয়ান নং ৬৪৯, এলআর দাগ নং ৪১/২০৩৮, গোহালিয়ারা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- বীরভূম, অনুযায়ী **মেসার্স বি কে রায় প্রা লি এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স বি কে রায় প্রা লি।**
সম্পত্তি ৫ : সম্পত্তির ইএমটি পরিমাণ কমবেশি ১৮ ডেসিমেল বা ১০.৯০ কাঠা এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা- দৌলতপুর, থানা- আরামবাগ, জেএল নং ১০, এলআর খতিয়ান নং ২৩৮৮, আরএস দাগ নং ১৩০৪, এলআর দাগ নং ১৫৩১, আরামবাগ পুরসভার ওয়ার্ড নং ৬ অধীন, জেলা-হুগলি, অনুযায়ী মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি. এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি.।
সম্পত্তি ৬ : সম্পত্তির ইএমটি পরিমাণ ২৭৫ ডেসিমেল বা ১৬৬.৬৭ কাঠা (খালি জমি এবং চৌহদ্দি সহ) অবস্থিত মৌজা- মেথুল, থানা-গোঘাট, ব্লক-গোঘাট-১, জেএল নং ৬৩, আরএস খতিয়ান নং ৮২৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩৪৪, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৫৮, ভাদুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা- হুগলি, অনুযায়ী **মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি. এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স বি কে রায় প্রা. লি.।**
সম্পত্তি ৭ : সম্পত্তির ইএমটি সকল অংশ জমির পরিমাণ কমবেশি ৩১ ডেসিমেল বা ১৮.৭৮৭ কাঠা অবস্থিত মৌজা- ইছাপুর, থানা-ইলামবাজার, জেএল নং ৮২, এলআর খতিয়ান নং ২৭৪৩, (সাবেক খতিয়ান নং জমির অবস্থা পরিবর্তনের পূর্বে ২৩৯৩ এবং ২৪০৮), আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২১৫, ঘুড়িশা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা-বীরভূম, পিন- ৭২১২১৪ অনুযায়ী **মেসার্স বি কে রায় প্রা.লি. এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স বি কে রায় প্রা.লি. ।**
সম্পত্তি ৮ : জমির সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ইএমটি পরিমাণ কমবেশি ১৩৬ বা ৮২.৪২৪ কাঠা ডেসিমেল এবং নির্মাণ অবস্থিত মৌজা - আমরপুর, জেএল নং ১৬, এলআর খতিয়ান নং ৯৯৮, আরএস খতিয়ান নং ৫৪২, এবং ৬৩৭, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৯৪১, অমরপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা - পূর্ব বর্ধমান, পিন- ৭১৩১৪৮,অনুযায়ী **মেসার্স পল্লিশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রা. লি.এর নামে, স্বত্বাধিকারীর নাম : মেসার্স পল্লিশ্রী এগ্রি বায়োটেক প্রা. লি.।**

তারিখ : ৩০.০৮.২০২৩ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান : কলকাতা — **কানাড়া ব্যাঙ্ক**

কালীপুজোর পরেই কলকাতায় চালু হতে চলেছে মালদা ভবন

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কালীপুজোর পরেই কলকাতায় চালু হতে চলেছে মালদা ভবন। ত্রিস্তর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর তৃণমূল পরিচালিত মালদা জেলা পরিষদের নতুন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ ইতিমধ্যে কলকাতার সল্টলেকে তৈরি হওয়া মালদা ভবনের শেষ পর্যায়ে নির্মাণ কাজ তদারকি করে এসেছেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন সহ মালদা ভবন তৈরির নির্মাণকারী সংস্থার কর্মকর্তারা।

মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ বলেন, 'যে গতিতে কাজ চলছে তাতে আশা করছি কালীপুজোর পরেই এই মালদা ভবনের চালু করে দেওয়া সম্ভব। তবে সবটাই হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে। দুই বছর আগে যখন মালদায় প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। তখন মালদা কলেজ অডিটোরিয়ামের প্রশাসনিক সভা থেকেই ভার্চুয়াল শিলান্যাস করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। সেই মালদা ভবন তৈরির কাজ এখন প্রায় শেষের দিকে।' মালদা জেলা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, কলকাতার সল্টলেকে তৈরি হওয়া এই মালদা ভবন তৈরির ক্ষেত্রে প্রথম দফায় মালদা জেলা পরিষদ থেকে এক কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। কলকাতার একটি নির্মাণকারী সংস্থা এই মালদা ভবনের কাজ করছে। এই ভবন তৈরির জন্য আরও যদি অর্থের প্রয়োজন হয় সেটিও সহযোগিতা করবে মালদা জেলা পরিষদ। এতদিন কলকাতায় মালদাবাসীদের কম খরচে থাকার জন্য বিশেষ সুযোগ সুবিধা ছিল না। এই মালদা ভবনটি তৈরি হওয়ার ফলে মালদা থেকে বিভিন্ন কাজে কলকাতায় যাওয়া সাধারণ নাগরিকেরা অনেক কম খরচে সেখানে থাকতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অনলাইনের মাধ্যমে এই মালদা ভবনের থাকার বিশেষ ব্যবস্থার সুবিধা করে দেওয়া হবে। মালদা জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন জানিয়েছেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগেই মালদা ভবন পেতে চলেছেন। কাজ খুব ভালো গতিতে এগোচ্ছে।

অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন পর্ষদের দপ্তর, কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: মঙ্গলবারের ভোর রাত। ঘড়িতে তখন ২১০টা। রাজ্য দমকল বিভাগের সিটি সেন্টার ফায়ার স্টেশনে আর্জেন্টি কল- 'এডিডিএ অফিসে আগুন লেগেছে।' ফায়ার স্টেশন থেকে এডিডিএ সদর দপ্তরের দূরত্ব মেরেকেটে ১১০ মিটার। ভোর রাতের ফাঁকা রাস্তায় সেখানে দমকলের গাড়ির সময় লাগে বড়জোর আড়াই মিনিট। দমকলের অফিসার, কর্মীরা আগুনের লেলিহান শিখা, ঝাঁঝ দেখে হতভম্ব। ফায়ার অফিসার সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, 'যে অবস্থায় আমরা এসে দেখলাম, তাতে বোঝাই গেল এই আগুন কম করে দু'ঘণ্টা ধরে জ্বলছে। তাই, ছড়িয়েছে গোটা দপ্তর জুড়ে।'

রাজ্য সরকারের আসানসোল-দুর্গাপুর উন্নয়ন সংস্থার (এডিডিএ) সদর দপ্তর শহরের নগর নিগমের ঠিক উলটো দিকে। সরকারিভাবে এডিডিএর সদ্য নিযুক্ত মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর বললেন, 'আমরা যা জানতে পারলাম, আগুন ওই সময়েই লেগেছে। তবে, এখনই আমরা অতটা বিশ্লেষণ করিনি। আমরা এর ফরেনসিক তদন্ত করাব। তাতে, অনেকটা বোঝা যাবে। এ ঘটনার আলাদা করে পূর্ণাঙ্গ তদন্তও দরকার।'

আগুন লাগার কথা শোনা মাত্র সটান সিটি সেন্টারের মুখ্য কার্যালয়ে আসানসোল থেকে ছুটে আসেন এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্য কার্যনির্বাহী আকাঙ্ক্ষা ভাস্কর, সহকারি কার্যনির্বাহী অভিজিৎ সামন্ত, মানস পান্ডা সহ দপ্তরের সব কর্মী, আধিকারিক ও বাস্তুকার।

'আগুন তো তার মতো দাপিয়ে এডিডিএর খাসমহল জুড়ে যাকে বলে 'লঙ্কা কাণ্ড'বাঁধিয়ে ছেড়েছে। দপ্তরের প্রায় সবকিছুই পুড়ে ছাই। আর কিছুই নাই। আমাদের গোটা অফিসটাই এখন বীরভানপুরের শ্মশানের চুল্লির মতো লাগছে' বলে আক্ষেপ এক এডিডিএ কর্মীর। শুধু আক্ষেপই নয়, এডিডিএর কর্মচারীরা প্রশ্ন তুলছেন, দপ্তরে অগ্নিনির্বাপণের জন্য লাগানো ফায়ার এক্সটিংগুইশার কেন কাজ করল না? দমকলের অনুমান মোতাবেক আগুন যদি অন্তত দু'ঘণ্টা আগেও লেগে থাকে, কর্তব্যরত দু'জন নিরাপত্তারক্ষীর সেই আগুন টের পেতে এত বিলম্ব হল কেন? নিরাপত্তারক্ষীদের একজনর দাবি, 'আমরা রাত দেড়টায় আগুন দেখামাত্র ওপর মহলে জানিয়ে দিই।'

ঘটনাস্থল পরিদর্শনে এসে রাজ্য দমকলের বিভাগীয় আধিকারিক এস মজুমদার বলেন, 'এখানে আগুন নেভাতে এসে আমাদের সবচেয়ে বেশি জলের জোগানের সমস্যায় পড়তে হয়। এখানে আশপাশে কোনও সোর্স নেই। পাশের একটি আবাসন থেকে ইঞ্জিন দিয়ে জল টেনে পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়।' এদিন আগুন নেভাতে গিয়ে এক দমকল কর্মী কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়ায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

এদিকে, এডিডিএতে আগুন লাগার পর সেখানে এসে পৌঁছন দুর্গাপুরের (পশ্চিম) বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুই। তিনি পূর্ণাঙ্গ তদন্ত দাবি করে বলেন, 'লাখ লাখ জমি, বাড়ির নথি এভাবে ছাই হয়ে গেল স্রেফ এডিডিএর উদাসীনতায়। ব্যাপারটা আমরা অত সহজ ভাবে নিচ্ছি না। দোষীদের খুঁজে বের করতেই হবে।' বিজেপি নেতার সুরে সুর মিলিয়ে সিপিএমের নেতা সৌরভ দত্ত সন্দেহ প্রকাশ করে বলেন, 'এডিডিএ ভস্মীভূত হওয়াটা কি নিছকই দুর্ঘটনা, নাকি আদালতের ভয়ে কোনও দুর্নীতি ধামাচাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা?'

ঘটনাস্থলে ঠায় সাত ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা এডিডিএর চেয়ারম্যান তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'যে বা যারা সমস্ত নথি পুড়ে গিয়েছে বলে ভয় পাচ্ছেন, তাদের জানিয়ে রাখি, প্রায় সমস্ত নথিরই কপি করে অন্যত্র রাখা আছে। আছে নগরোন্নয়ন দপ্তরের হেপাজতেও। সময়ে সবই পাওয়া যাবে।'

ছাত্রছাত্রীদের গণতন্ত্রের পাঠ দিতে স্কুলে ইয়ুথ পার্লামেন্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: স্কুলের পড়ুয়াদের ভারতের 'গণতন্ত্রের পাঠ' দিতে হুগলির আরামবাগের জহর নবোদয় বিদ্যালয়ে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে তৈরি হল যুব সংসদ। গণতন্ত্রে পার্লামেন্টের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ছাত্র ছাত্রীরা বই থেকে পার্লামেন্ট সম্পর্কে একটা ধারণা বা জ্ঞান অর্জন করে। কিন্তু বাস্তবে পার্লামেন্টের কার্যকারিতা থেকে শুরু করে কীভাবে ভাবে পার্লামেন্ট তৈরি হয়, পার্লামেন্টের স্পিকার কীভাবে নির্বাচিত হন, সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ কিভাবে আলোচনা করে, কিভাবে আইন তৈরি হয়, দেশের বিভিন্ন বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণসহ অন্যান্য বিষয় নিয়ে পার্লামেন্টে কী হয় সেই বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি যাতে ধারণা তৈরি করতে পারে সেই জন্য ওই স্কুলে ন্যাশনাল ইয়ুথ পার্লামেন্ট গঠন করা হয়। এই জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়েই গঠিত হয় ইয়ুথ পার্লামেন্ট। বাস্তবে সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে ছাত্রছাত্রীরাই সরকারপক্ষ ও বিরোধীপক্ষ এবং মন্ত্রী-সহ স্পিকার থেকে শুরু করে পার্লামেন্টের দু'টি কক্ষ তৈরি করে ইয়ুথ পার্লামেন্টের সূচনা করেন। এদিন পার্লামেন্টে আলোচিত হয় জাতীয় শিক্ষা নীতি, কৃষিনীতি, রেল দুর্ঘটনা, মণিপুর কাণ্ড। এমনটাই জানালেন ওই স্কুলের ছাত্র তথা ইয়ুথ পার্লামেন্টে স্পিকার অনুভ জানা।

স্কুলের ইয়ুথ পার্লামেন্টের বিরোধী দলনেত্রী স্বস্তিকা মাইতি বলে, 'এটা প্রত্যেক বছর হয়। বর্তমান রাজনৈতিক ইস্যুগুলি জানার জন্য এটা খুব প্রয়োজন।' স্কুলের ইয়ুথ পার্লামেন্টের শাসক দলের মন্ত্রী রোশিকা চক্রবর্তী বলে, 'এটা একটা আলাদা অনুভূতি। যারা রাজনৈতিক কেরিয়ার করতে চান তাদের পক্ষে খুবই ভালো।'

আরামবাগের জহর নবোদয় বিদ্যালয়ের প্রিন্সিপাল ডঃ মনোজিৎ কুলুশ্রেষ্ঠ জানান, প্রতিবছরই এটা করা হয়। স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরাই ন্যাশনাল ইউথ পার্লামেন্টে অংশগ্রহণ করেছে। এই কর্মসূচি থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক কিছু জানতে পেরেছে।

সন্দেশখালিতে জলোচ্ছ্বাসে বাঁধ ভাঙল নদীর, পাইলিং দিয়ে শুরু মেরামতির কাজ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: সুন্দরবনের সন্দেশখালিতে রায়মঙ্গল ও বড় কলাগাছি নদীর ৩০০ ফুট বাঁধ ভেঙে জলমগ্ন হয়ে পড়লে বিস্তীর্ণ এলাকা। ঘটনাস্থলে সেচ দপ্তরের কর্মীরা গিয়ে কাজ শুরু করেছেন। জানা গিয়েছে, অমাবস্যার ভরা কোটাল পরবর্তী জলোচ্ছ্বাসে জেরই বসিরহাটের সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের মণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের তালতলা গ্রামে রায়মঙ্গল নদীর প্রায় ৩০০ ফুট বাঁধ ভেঙে বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়। ইতিমধ্যে নদীর নোনা জল ঢুকতে শুরু করেছে আতাপুর, তালতলা ও মণিপুর সহ বেশ কয়েকটি গ্রামে। ঘটনাস্থলে সেচ দপ্তরের আধিকারিকরা গিয়ে বাঁশের পাইলিং দিয়ে বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু করেছে। একদিকে নদীর প্রচণ্ড স্রোত অন্যদিকে জলস্রোত এতটাই বেড়ে যাচ্ছে যে বাঁধ পাইলিং করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সেচ দপ্তরের কর্মীদের। সামনেই আবার নিম্নচাপের আশঙ্কা জানিয়েছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই নতুন করে সিঁদুরে মেঘ দেখছে সুন্দরবনবাসী। উত্তর ২৪ পরগণা জেলা পরিষদের মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিকাশের স্থায়ী সমিতির সদস্য শেখ শাহাজাহান ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঁধের কাজ পরিদর্শন করেন। এছাড়াও সন্দেশখালি ২ নম্বর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রফিকুল মোল্লা ও মণিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান প্রসেনজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরাও ঘটনাস্থলে যান। বসিরহাটের সেচ দপ্তর আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঁধ মেরামতি কাজের তদারকি শুরু করেছেন। এই বাঁধ ভাঙার ফলে বাঁধ মেরামতি করতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে সেচ দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারদের। সেচ দপ্তরের আধিকারিক শান্তনু মণ্ডল বলেন, 'নদীর বাঁধ অনেক বড়ভাবে ভেঙেছে। বাঁধ মেরামতির কাজ চলছে। আমরা চাইছি দ্রুত বাঁধ সারাই এর কাজ শেষ হোক। কারণ এর পরে আরও যদি বাঁধ বড় বিপর্যয় আসে সে ক্ষেত্রে আমাদের সতর্ক থাকতে হচ্ছে।' শেখ শাহাজাহান জানান, প্রায় ১০০টির মতো বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রশাসন ও স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে ত্রাণ শিবির খুলে খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা ও ত্রিপল টাঙিয়ে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুরের পর ভাটা চলায় বাঁধের কাজ দ্রুত গতিতে শুরু হয়েছে। সন্ধ্যার আগেই কাজ শেষ হয়ে যাবে। সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিক নিজে ফোন করে খোঁজখবর নিয়েছেন বলে জানান শেখ শাহাজাহান।

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক (भारत सरकार का उपक्रम) pnb punjab national bank (Govt. of India Undertaking) Oriental United

দাবি নোটিশ

সার্কেল Sastra : হুগলি
২৩এ, রাই এম সি লাহিড়ি বাহাদুর স্ট্রিট, পো. শ্রীরামপুর, হুগলি (প.ব.), পিন - ৭১২ ২০১, ই-মেল আইডি : cs8240@pnb.co.in

[২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩(১) সংস্থান অধীনে জারিকৃত]

এই নোটিশটি **পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ('জামিনদত্ত ঋণদাতা')** এর সাথে নীচে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের দ্বারা সম্পাদিত নথির ভিত্তিতে প্রদত্ত ক্রেডিট সুবিধার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা প্রয়োগের ক্ষেত্রে জারি করা হচ্ছে। এতদ্বারা সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নোটিশ দেওয়া হয়েছে যে নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতারা মূল অর্থ পরিশোধে এবং সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছ থেকে নেওয়া ঋণ/ক্রেডিট সুবিধার সুদ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং তাদের অ্যাকাউন্টগুলিকে এনপিএ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে। তাদের সর্বশেষ পরিচিত ঠিকানায় সারফেসি আইন, ২০০২ এর ১৩(২) অধীনে নোটিশ জারি করা হয়েছে। যাইহোক, সেগুলি পরিসেবা ছাড়াই ফিরে এসেছে এবং এইভাবে তাদের এই বিষয়ে পাবলিক নোটিশের মাধ্যমে জানানো হচ্ছে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) নাম এবং ঠিকানা খ) শাখার নাম	জামিনদত্ত সম্পদের বিবরণ	ক) এনপিএ তারিখ খ) বকেয়া পরিমাণ গ) দাবি নোটিশের তারিখ
১.	**ক) শ্রী ভানুপ্রতাপ সিং** পিতা প্রয়াত দীনেশ্বর সিং কেওটা, কুলতলা, সাহাগঞ্জ,হুগলি, পিন- ৭১২১০৪ **এ/সি নং : ০১৫৩৩০০০১৩৮০০** **খ) চন্দননগর শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং পি/ই/৪ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৮৩২ বর্গফুট (কমবেবিশ) ৫ম তলে 'পার্বণী' বহুতল ভবনে, অবস্থিত ২৭০, জি টি রোড (পশ্চিম), রথেরসড়ক,জেএল নং ১, মৌজা-চন্দননগর, আরএস দাগ নং ৪৪, এলআর প্লট নং ৪৫, আরএস খতিয়ান নং ৩২, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৪, ওয়ার্ড নং ১৫, চন্দননগর পুরসভা অধীন, থানা-চন্দননগর,জেলা-হুগলি, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-চন্দননগর অফিস, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০১৪২৯-২০১০ সালের, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৫, পৃষ্ঠা ৩৮৮৭ থেকে ৩৮৮৯। **সম্পত্তি শ্রী ভানু প্রতাপ সিং,** পিতা প্রয়াত দীনেশ্বর সিং এর নামে।	**ক) ৩০.০৬.২০২৩** **খ) ৬,৫৫,৪২৯.৪০ টাকা** (ছয় লাখ পঞ্চান্ন হাজার চারশো ঊনত্রিশ টাকা এবং চল্লিশ পয়সা) টাকা **০৭.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ **গ) ০৭.০৮.২০২৩**
২.	**ক) শ্রী গৌতম শূর** পিতা অমর নাথ শূর শপ নং ১, একতলা, আনন্দ নিকেতন, ৫৪১, জি টি রোড, বল্লভপুর, পো এবং থানা - শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১ **শ্রীমতি অনিমা শূল (জামিনদাতা)** স্বামী গৌতম শূর শপ নং ১, একতলা, আনন্দ নিকেতন, ৫৪১, জি টি রোড, বল্লভপুর, পো এবং থানা - শ্রীরামপুর, পিন - ৭১২২০১। **এ/সি নং : ৩২০১০০এনসি০০০১৪৫৯৬** **খ) বামুনারি শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশএকটি স্বয়ংসম্পূর্ণ অফিস ঘর একতলায় ফ্ল্যাট নং জি-০১ পরিমাণ ২৭৯১ বর্গফুট (ঢাকা এরিয়া ২২৩৩ বর্গফুট এবং ২৫ শতাংশ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৫৫৮ বর্গফুটের) মোজাইক মেঝে 'আনন্দ নিকেতন' ভবনে, অবস্থিত সংযুক্ত পুর হোল্ডিং নং ৫৪১, জি টি রোড, বল্লভপুর, পো এবং থানা- শ্রীরামপুর,জেলা-হুগলি,জেএল নং ১৪, মৌজা- বল্লভপুর, আরএস দাগ নং ৭৭০, আরএস খতিয়ান নং৫৩৩, এলআর দাগ নং ৯৪৬, এলআর খতিয়ান নং ২৫৯৫, শ্রীরামপুর পুরসভা অধীন, থানা -শ্রীরামপুর, জেলা-হুগলি, সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর -শ্রীরামপুর অফিসে, উল্লেখ্য দলিল নং ১-০০৩৯৯-২০১৪ সালের, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১, পৃষ্ঠা ৫৮১৯ থেকে ৫৮৪৬। **সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি শ্রী গৌতম শূর,** পিতা শ্রী অমর নাথ শূর এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : সকলের ব্যবহারের জায়গা এবং সিঁড়ি, দক্ষিণে : সকলের ব্যবহারের জায়গা, পূর্বে : সকলের ব্যবহারের জায়গা, পশ্চিমে : সকলের ব্যবহারের জায়গা সমন্বিত।	**ক) ০২.০৫.২০২৩** **খ) ৫,২৪,৮৫১.০১ টাকা** (পাঁচ লাখ চব্বিশ হাজার আটশো একান্ন টাকা এবং এক পয়সা) টাকা **০৭.০৮.২০২৩** অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ। **গ) ০৭.০৮.২০২৩**
৩.	**ক) শেখ ফারাদ আলি সরকার** পিতা নৌসাদ আলি সরকার হোসেনাবাদ, মগরা, হুগলি, পিন- ৭১২১৪৮ **জনাব নৌসাদ আলি সরকার (জামিনদাতা)** পিতা আকবর কৈলাশ পাড়া গাইপাড়া বলাগড়, হুগলি, পিন- ৭১২১৪৬ **এ/সি নং : ০১৫৮৩০০০৬৯০৫৮ (টিএল) এবং ০১৫৮৩০০০৭২১৪০ (টিএল)** **খ) মগরা শাখা**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমির পরিমাণ ০৪ শতক বা ০.০৪ একর অবস্থিত মৌজা- হোসেনাবাদ, জেএল নং ২৬, আরএস খতিয়ান নং ২০৫, হাল এলআর খতিয়ান নং ২৬৭, (বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৫৫৯) আরএস দাগ নং ২৫১, হাল এলআর দাগ নং ৩০১, রাজারহাট গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা-পোলবা, জেলা-হুগলি, পিন- ৭১২১৪৮। সম্পত্তি রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর-চুঁচুড়া অফিসে, বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ২০, পৃষ্ঠা ২৮৮ থেকে ২৯৬, উল্লেখ্য দলিল নং ০৬১৯১ -২০০৯ সালের অনুযায়ী **শেখ ফারাদ আলি সরকার** এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** : উত্তরে :সামসুদ্দিন কৃষি জমি, দক্ষিণে : নূর আলম কৃষি জমি, পূর্বে : আনসার আলি কৃষি জমি, পশ্চিমে : শেখ ফারাদ আলি সরকারের কৃষি জমি সমন্বিত।	**ক) ৩১.০১.২০২৩** **খ) ৫,১৯,১৫৭.৩০ টাকা** (পাঁচ লাখ ঊনিশ হাজার একশো সাতান্ন টাকা এবং ত্রিশ পয়সা) টাকা **৩১.০৭.২০২৩** অনুযায়ী এবং ০১.০৮.২০২৩ থেকে পরবর্তী সুদ **গ) ২৯.০৮.২০২৩**

উপরোক্ত ঋণগ্রহীতাদের ২০০২ সালের সারফেসি আইন অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপ টু ডেট সুদের সাথে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। তাদেরকে আরও জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩(১৩) ধারা অধীনে, তারা এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পরে, বিক্রয়, ইজারা বা অন্যথায় (ব্যবসার সাধারণ কোর্স ব্যতীত) উপরে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদগুলির ব্যাঙ্কের পূর্ব লিখিত সম্মতি ব্যতীত স্থানান্তর করতে পারবে না। তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে এই বিধিবদ্ধ নিষেধাজ্ঞা/নিয়ন্ত্রণের যে কোন লঙ্ঘন, উল্লিখিত আইনের অধীনে দেওয়া একটি অপরাধ। যদি কোন কারণে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি ব্যবসার সাধারণ কোর্সে বিক্রি বা লিজ আউট করা হয়, বিক্রয়ের আয় বা আদায়কৃত আয় ব্যাঙ্কের কাছে জমা/প্রেরণ করা হবে। তারা এই ধরনের আদায়/আয়ের সঠিক হিসাব দিতে দায়বদ্ধ থাকবে।

তারিখ : ২০.০৯.২০২৩
স্থান : শ্রীরামপুর

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৪ কোটি টাকার সোনা উদ্ধার বিএসএফের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: বড়সড় সাফল্য পেল বিএসএফের ৬৮ নম্বর ব্যাটেলিয়ন। উদ্ধার প্রায় ১৪ কোটি টাকার সোনা, একটি দামি মোবাইল ও একটি মোটর সাইকেল। একজনকে আটক করেছে বিএসএফ। বিএসএফ জানিয়েছে, ধৃতের নাম ইন্দ্রজিৎ পত্র, বাগদার রনঘাট কুলিয়া গ্রামের বাসিন্দা তিনি। বিএসএফ পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, জওয়ানরা দেখতে পান মোটর সাইকেলে করে এক ব্যক্তি বাংলাদেশ থেকে রনঘাট সীমান্ত দিয়ে ভারতে আসছিলেন। সে সময় বিএসএফ জওয়ানরা তাঁকে দাঁড় করিয়ে তল্লাশি করেন এবং তাঁর কাছ থেকে ৫০টি সোনার বিস্কুট ১৬টি সোনার বার, একটি দামি মোবাইল ফোন ও একটি মোটর সাইকেল উদ্ধার হয়। এই বিষয়ে বিএসএফের ডিআইজি অমরেশ কুমার আরিয়া বলেন, 'এটা আমাদের অনেক বড় সাফল্য। আমাদের জওয়ানরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করেছেন।'

আসানসোলে ইসরো স্পেস স্টেশন!

বুবুন মুখোপাধ্যায় ● আসানসোল

ইসরোর স্পেস সেন্টার ও রোভারকে দেখতে আসানসোলবাসীদের ভিড়। কিন্তু এটি সত্যি স্পেস সেন্টার নয়, আসানসোল ট্র্যাফিক কলোনির টাইগার ক্লাবের গণেশ পুজোর এবারের থিম ইসরোর স্পেস স্টেশন। ইসরোর মহাকাশযান উৎক্ষেপণ কেন্দ্রের আদলে তৈরি এই মণ্ডপে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে চাঁদের অভিমুখে যাওয়ার চন্দ্রযানের মুহূর্তটি। এই স্পেস স্টেশনের পাশেই রাখা আছে রোভারের মডেল। আর মণ্ডপের উচ্চতা প্রায় ৩০ ফুট।

মণ্ডপটি তৈরি করেছে জামুরিয়ার এক ডেকোরেটার। যে এলাকায় এই মণ্ডপটি করা হয়েছে সেখানে বেশিরভাগ বাসিন্দা রেলকর্মী ও তাঁদের পরিবারের লোকজন। ক্লাবের সদস্য ভানু বোস জানান, এবারে তাঁদের বাজেট চার লক্ষ টাকা এবং এবার তাঁদের পুজো ২১তম বর্ষ। তিনি জানান, চন্দ্রযান তিন সারা বিশ্বের কাছে ভারতের সম্মান এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করেছে, তাই ক্লাব সদস্যরা সহমত হয়ে নির্দ্বিধায় এই মণ্ডপ তৈরির পরিকল্পনা করেন।

মৃতদেহ উদ্ধারে

বাঁকুড়া: বাঁকুড়া জেলার ইন্দাস ব্লকের আকুই এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের দোলকালীতলা এলাকায় একটি জলাশয়ে এক ব্যক্তির মৃতদেহ ভাসতে দেখে স্থানীয় মানুষজন, মৃতদেহের কথা গ্রামে জানাজানি হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। তড়িঘড়ি খবর দেওয়া হয় ইন্দাস থানায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইন্দাস থানার পুলিশ, উদ্ধার করে মৃতদেহটি। স্থানীয় সূত্র জানতে পারা যায়, মৃত ব্যক্তির নাম রাবণ সরেন, বাড়ি আকুই বাজার এলাকায়। রবিবার বিকেল থেকে ওই ব্যক্তি নিখোঁজ ছিল, পরিবারের লোকজন বহু খোঁজাখুঁজি করেও তাঁর সন্ধান পাননি। এরপর সোমবার বিকেল নাগাদ ওই ব্যক্তির দেহ গ্রামের পাশেই একটি জলাশয়ে ভাসতে দেখেন গ্রামবাসীরা। তবে এখনও পর্যন্ত মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। ঘটনাটি আদৌ আত্মহত্যা নাকি, এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মঙ্গলবার মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয় বিষ্ণুপুর জেলা হাসপাতালে।

বৈংক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

বর্ধমান জোনাল অফিস
৪৪৬/এন, আর্মস্ট্রং এভিনিউ, বিধান নগর, সেক্টর-২এ, দুর্গাপুর, জেলা - বর্ধমান, পিন-৭১৩২১২, ফোন নং .৭৪৭৯০০৭৩৫৬

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	১. দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও ২. দখলের তারিখ	১. মজুত মূল্য ২. বায়না টাকা জমা (ইএমডি) ৩. বিড বৃদ্ধির পরিমাণ
কাটোয়া শাখা টেলিফোন নং ০৩৪৫৩-২৫৫২৯৯ ইমেল:- Katwa.Bardhaman@bankofindia.co.in অ্যাকাউন্টের নাম: মেসার্স অঙ্কিত এন্টারপ্রাইজ ঋণগ্রহীতাগণের নাম **১. শ্রী গৌতম মুখার্জী** ৬/৬ থানা রোড, লেনিন সরণি কাটোয়া পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩১৩০	কাটোয়া পৌরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে কাটোয়া মৌজায় অবস্থিত **গৌতম মুখার্জির** নামে আবাসিক সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার জেএল নং ২১ হোল্ডিং নম্বর ৬/৬, এলআর খতিয়ান নং ১৯৭৩, প্লট নং ১৬৮৭ এবং ১৬৮৮, প্রকৃতি- বাস্তু, এলাকা ০.৫ ডেসিমেল এবং ২.৫০ ডেসিমেল, থানা- কাটোয়া, জেলা- পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ। **সীমানা:** উত্তর- মহাদেব ব্যানার্জির সম্পত্তি দ্বারা, দক্ষিণ- থানা রোড দ্বারা, পূর্ব- স্বপন রায়ের সম্পত্তি দ্বারা, পশ্চিম- নিমাই সাহার সম্পত্তি দ্বারা।	২৬,৯৮,০৮৯.৩৩/- টাকা ৩০.০৯.২০১৭ অনুযায়ী এবং তদুপরি সুদ সহ চার্জ	১) ১৬.১০.২০১৭ ২) ২৬.০৭.২০২৩	১) ২৩,০০,০০০.০০ টাকা ২) ২,৩০,০০০.০০ টাকা ৩) ২৫,০০০.০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi.index.jsp** -এর মাধ্যমে হবে।

(২) সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় **৩১.১০.২০২৩ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত,** যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ৫ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১৮০ মিনিট এবং যদি শেষ ৫ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ৫ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ৫ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ২৫,০০০/- টাকা অথবা ৫০০০০.০০ টাকা তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি **১০.১০.২০২৩ এবং ১৭.১০.২০২৩ তারিখ বেলা ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে** পরিদর্শন করতে পারেন।

(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://www.mstcecommerce.com/auction home/ibapi/index.jsp -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের লিঙ্ক দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮ নম্বরে, অমিত কুমার সিং (+৯১৯০০৬০৮২০৪৫) অথবা আদিত্য কুমার (+৯১৭৯৭৯৭৮৫০৮৮) -এর সঙ্গে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" **এবং** "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি করা হবে। আগ্রহী দরদাতাদের তাদের নিলাম জমা দেওয়ার আগে নিলামে রাখা সম্পত্তির মালিকানা, সম্পত্তির শিরোনাম এবং সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে এমন দাবি / অধিকার / পাওনা সম্পর্কে তাদের নিজস্ব অনুসন্ধান করা উচিত। অনুমোদিত কর্মকর্তা / সুরক্ষিত ঋণদাতা কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি / অধিকার / বকেয়া জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না।

(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) মেসার্স এমএসটিসি দ্বারা ই-বিক্রয় পোর্টালের উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে **২০.১০.২০২৩ তারিখ দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত।**

(৮) সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে বিক্রয় সংক্রান্ত অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিড প্রাইস গ্রহণের পর পরবর্তী দিনের মধ্যে পরিশোধিত ইএমডিসহ বিক্রয় মূল্যের ২৫% জমা দিতে হবে, তা না হলে ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা / ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে, তবে তিনি সর্বদা নিলামের জন্য আইনত যোগ্য হন।

(৯) বিড/ক্রয়ের অর্থের অবশিষ্ট ৭৫% বিক্রয়ের ১৫তম দিনে বা তার আগে (ব্যাংকিং সময়কালে) অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের সময় অথবা শুধুমাত্র অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনায় লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধযোগ্য হবে। সফল দরদাতা কর্তৃক অর্থ প্রদানে ব্যর্থ হলে দরদাতা কর্তৃক ইতিমধ্যে জমা কৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা / ব্যাংক নিলাম বাতিল এবং নতুন নিলাম পরিচালনা করার স্বাধীনতা থাকবে।

(১০) সমগ্র বিক্রয় বিবেচনাপ্রাপ্তির পরে, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার অনুরোধে দরদাতা বা তার মনোনীত ব্যক্তির নামে বা অন্য ব্যক্তির সাথে যৌথভাবে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।

(১১) অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।

(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ **(৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে** প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২-এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদাতাদের জন্য ত্রিশ দিনের নোটিশ।

তারিখ: ২০.০৯.২০২৩
স্থান: দুর্গাপুর

অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

দুর্গা গড়ে তাক লাগাল সপ্তমের ছাত্র কুণাল

সুমন তালুকদার ● বসিরহাট

বাবা-মা মৃৎশিল্পী নন। অথচ সহজাত শিল্প প্রতিভা নিয়ে জন্ম টাকির কুণাল মণ্ডলের।

ছোট থেকেই ছবি আঁকতে পারে সে অনায়াসে। মাটি দিয়ে গড়ে ফেলে ছোটখাটো মূর্তি। ঠাকুর দেবতার প্রতি ভক্তিও ছিল শুরু থেকেই। এই প্রতিভাকেই পরিবারের আর্থিক সংকট মেটাতে কাজে লাগাল বছর ১৩-র কুনাল মণ্ডল। দুর্গা প্রতিমা গড়ে সাড়া ফেলে দিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার টাকির টাকি গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র কুণাল। ক্ষুদে হাতের ছোঁয়ায় ফুটে উঠছে প্রতিমা। স্বপ্ন, তার প্রতিমা যেন বিদেশের মণ্ডপে ঠাঁই পায়।

বসিরহাটের টাকি পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাহার পাড়ার বাসিন্দা বছর ১৩ এর কুণাল চতুর্থ শ্রেণি থেকেই খেলার ছলে হাতে মাটি নিয়ে তৈরি করতে থাকে একের পর এক ঠাকুর। এখন ছোট থেকে বড় সব প্রতিমাই অনায়াসে তৈরি করে ফেলছে এই ক্ষুদে শিল্পী। ইছামতি নদীর এঁটেল মাটি, বিচুলি, বাঁশ ও কাঠ দিয়ে তৈরি করে ফেলেছে চার ফুটের দুর্গাও। পেশাদার শিল্পীর মতই মৃন্ময়ী রূপ দিয়েছে তাকে। এবার অপেক্ষা রং তুলি দিয়ে মৃন্ময়ীর চিন্ময়ী রূপ ফুটিয়ে তোলার। স্কুলে ও পড়াশোনার মাঝে যেটুকু সময় পায় সেই সময়ই সারা বছর কখনও দুর্গা আবার কখনও কালী, আবার সরস্বতী তৈরিতে মেতে ওঠে ওই কিশোর। বিশ্বকর্মা থেকে কার্তিক ও গণেশ সব ধরনের ঠাকুরই এই ক্ষুদে শিল্পীর হাতের ছোঁয়ায় রাজ্যের বিভিন্ন মণ্ডপে পৌঁছে যাচ্ছে। বাবা তারক মণ্ডল আগে ভ্যান চালাতেন, এখন টোটো চালান। তার থেকেই সঞ্চয় করে ছেলেকে একটু অর্থ দিয়ে সাহায্য করেন তিনি। কুণাল সেই অর্থ দিয়ে তিল তিল করে গড়ে তোলে বিভিন্ন প্রতিমা। আর তার থেকে উপার্জিত অর্থ তুলে দেয় মায়ের হাতে।

মা চম্পা মণ্ডল গৃহবধূ, ছোটবোন তৃষা। দুঃস্থ পরিবারে ছেলের শিল্পী হওয়ার স্বপ্নকে সামনে রেখে অদম্য ইচ্ছা শক্তির ওপর ভর করে, মা-বাবা ও ছোট বোন কুণালের পাশে দাঁড়িয়েছে। যাতে আগামী দিন শিল্পীর সত্তায় ফুটে ওঠে নতুন নতুন শিল্পের কারুকার্য।

Ekdin_Page_7_20092023_Layout 1 9/19/2023 10:14 PM Page 1

অনন্তনাগে খতম লস্কর কমান্ডার-সহ তিন জঙ্গি

শ্রীনগর, ১৯ সেপ্টেম্বর: অবশেষে শেষ হল অনন্তনাগের অপারেশন। সাত দিনের মাথায় শেষ হল জম্মু-কাশ্মীরের অনন্তনাগের সংঘর্ষ। সেনার তরফে জানানো হয়েছে, এই সংঘর্ষের মূল মাথা তথা লস্কর জঙ্গি উজেইর খান নিহত হয়েছে। আর এক জঙ্গির দেহ জঙ্গলে পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। যদিও তার দেহ এখনও উদ্ধার করা হয়নি বলে মঙ্গলবার জানিয়েছেন কাশ্মীর পুলিশের অতিরিক্ত ডিজি বিজয় কুমার। তবে তল্লাশি অভিযান এখনই বন্ধ করা হচ্ছে না বলেও জানিয়েছেন এডিজি।

তিনি বলেন, 'লস্কর কমান্ডার উজেইরকে খতম করা হয়েছে। তার দেহ এবং বেশ কিছু অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। তবে তল্লাশি এখনই বন্ধ করা হচ্ছে না। জঙ্গিরা সংখ্যায় ২-৩ জন ছিল মনে করা হচ্ছে। ফলে সব জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে কি না বা কোনও জঙ্গি ওই জঙ্গলে এখনও লুকিয়ে আছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

এডিজি আরও বলেন, 'এখনও পর্যন্ত এক জঙ্গির দেহ উদ্ধার হয়েছে। আরও এক জনের দেহ দেখা গিয়েছে। হয়তো আরও জঙ্গির দেহ মিলবে জঙ্গল থেকে। বেশ কিছু গোপন ডেরার হদিশ মিলেছে ওই পাহাড়ে। সেগুলি ধ্বংস করার কাজ চলছে।' এই তল্লাশি অভিযানের সময় ওই জঙ্গলের কাছাকাছি বাসিন্দাদের না যাওয়ার পরামর্শও দেওয়া হয়েছে পুলিশের তরফে।

সেনা জানিয়েছে, লস্কর কমান্ডার উজেইর আহমেদ খান অনন্তনাগের নাগাম কোকেরনাগের বাসিন্দা। ২০২২ সালের ৬ জুলাই থেকে নিখোঁজ হয়ে গিয়েছিল এই লস্কর কম্যান্ডার। গোয়েন্দারা নিশ্চিত ছিলেন উজেইর জঙ্গি দলে নাম লিখিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে সেনা মনে করছে, উজেইর যে হেতু স্থানীয়, তাই কোকেরনাগের আনাচকানাচ ছিল তার নখদর্পণে। পাহাড়ি জঙ্গলও ছিল হাতের তালুর মতো চেনা। এটাও মনে করা হচ্ছে, এই সংঘর্ষের নেতৃত্বে ছিল উজেইরই।

উল্লেখ্য, গত বুধবার শুরু হয়েছিল অনন্তনাগের সংঘর্ষ। সেই সংঘর্ষ টানা ছ'দিন ধরে চলে। সোমবারই সেনার হামলায় মৃত্যু হয় লস্কর কমান্ডার উজেইরের। কিন্তু তার পরেও এই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা করেনি সেনা। সপ্তম দিনেও তল্লাশি অভিযান চালায় কোকেরনাগের জঙ্গলে। সেই সময় এক সেনার দেহ উদ্ধার হয়। এক জঙ্গিরও ঝলসানো দেহ দেখা গিয়েছে। যদিও তার দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

জিএসটি বাবদ কোনও রাজ্যের বকেয়া নেই: নির্মলা

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: জিএসটি বাবদ কোনও রাজ্যের এক পয়সাও বকেয়া নেই। নয়া সংসদ ভবনে অধিবেশনের প্রথম দিনেই রাজ্যসভায় এই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। মঙ্গলবার থেকেই নয়া সংসদ ভবনে বসতে শুরু করেছেন সাংসদরা। নয়া সংসদ ভবনে প্রথম দিনেই অধিবেশনে রাজ্যসভায় বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খাড়গে অভিযোগ তোলেন, একাধিক রাজ্যে জিএসটি সময় মতো দেওয়া হচ্ছে না। একশো দিনের কাজের টাকা সময়মতো দেওয়া হচ্ছে না। এসব করে ওই রাজ্যগুলিকে দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা চলছে বলে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সুর চড়ান রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা।

মল্লিকার্জুন খাড়গের এই মন্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণ। নিজের মন্ত্রকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ শুনে বিরক্ত হন নির্মলা। মল্লিকার্জুন খাড়গে রাজ্যসভায় ভুল তথ্য পরিবেশন করছেন বলে দাবি নির্মলার।

বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জিএসটি ও একশো দিনের কাজের টাকা নিয়ে অভিযোগ তুলতেই নির্মলা বললেন, 'জিএসটি বাবদ টাকা রাজ্যগুলিকে সময়মতো দেওয়া হয় না বলে বিরোধী দলনেতা যে অভিযোগ করছেন, তা সম্পূর্ণ ভুল। অসত্য তথ্য পরিবেশন করা হচ্ছে। একদম মিথ্যা তথ্য। আমি এমনকী টাকা ধার করেও, রাজ্যগুলির বকেয়া মিটিয়ে দিয়েছি। অন্তত একমাস, দু'মাসের অগ্রিম টাকা দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিন দফায় আমরা অগ্রিম টাকা দিয়েছি। জিএসটি বাবদ কোনও রাজ্যের কোনও টাকা বকেয়া নেই। জিএসটি বাবদ টাকা দিতে কোনও ক্ষেত্রে কোনও দেরি হচ্ছে না। আমি এই নিয়ে সম্পূর্ণ মল্লিকার্জুন খাড়গের অভিযোগ ও নির্মলা সীতারমনের পাল্টা বক্তব্যে এদিন রাজ্যসভার অধিবেশন বেশ তপ্ত হয়ে ওঠে। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান জগদীপ ধনখড় তখন উভয়পক্ষকেই নিজেদের বক্তব্য এদিনের মধ্যেই রাজ্যসভায় জমা দেওয়ার জন্য বলেন। ধনখড় বলেন, 'এই ধরনের যা খুশি মন্তব্য রাজ্যসভায় হতে পারে না। উভয়েই বর্ষীয়ান সাংসদ। দু'জনের মন্তব্য একে অপরের পরিপন্থী। তাই দু'জনকেই নিজেদের বক্তব্য আজকের মধ্যে রাজ্যসভায় পেশ করার জন্য বলা হচ্ছে।'

ছত্তিশগড়ের বেসরকারি ব্যাংক থেকে সাড়ে ৮ কোটি লুট

রায়পুর, ১৯ সেপ্টেম্বর: ছত্তিশগড়ের রায়গড় শহরে দিনে-দুপুরে বড়সড় ব্যাংক ডাকাতি। অস্ত্রধারী দুষ্কৃতীরা নগদ ও সোনা মিলিয়ে মোট সাড়ে ৮ কোটি টাকা লুট করেছে। রায়গড়ের ওই বেসরকারি ব্যাংকটি খোলার পরেই ডাকাত দল ঢুকে পড়ে ভিতরে। কর্মীদের দিকে অস্ত্র তাক করে কয়েক মিনিটের মধ্যে অপরেশন চালিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনার তদন্ত নেমেছে রায়গড় পুলিশ। এখনও পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের খোঁজ মেলেনি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ রায়গড়ের জগতপুর ব্রাঞ্চে ঢোকে ডাকাত দল। রায়গড়ের এক পুলিশকর্তা জানান, ছয় থেকে সাত জন দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র তাক করে ব্যাংককর্মীদের একটি ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে তালা লাগিয়ে দেয়। লকারের চাবি পেতে ধারাল অস্ত্র দিয়ে ব্যাংকের ম্যানেজারের পায়ে আঘাত করা হয়। এর পরই নগদ, সোনার অলঙ্কার এবং সোনার বাট নিয়ে পালিয়ে যায় তারা।

গণেশ চতুর্থী উপলক্ষে লালবাউগচার রাজার কাছে অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান ও ফুকরে টিম।

দিল্লিতে কঠোর নিরাপত্তার চাদরে ঢেকেছে কানাডার দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ১৯ সেপ্টেম্বর: খলিস্তানি জঙ্গি খুনে কানাডা ও ভারতের মধ্যে তুঙ্গে টানাপোড়েন। একে অপরের কূটনীতিককে বহিষ্কার করেছে দুই দেশ। ফলে পরিস্থিতি আরও ঘোরাল হয়ে উঠেছে। এই প্রেক্ষাপটে দিল্লিতে অবস্থিত কানাডার দূতাবাসের নিরাপত্তা বাড়িয়ে তোলা হয়েছে।

সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, কানাডার দূতাবাসের নিরাপত্তায় সিআরপিএফ ও দিল্লি পুলিশের অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, খলিস্তান বিতর্কে কানাডার প্রতি বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছে। ফলে দেশটির দূতাবাসে হামলার আশঙ্কা বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারতের ছবি কালিমালিপ্ত করতে 'ফল্স ফ্ল্যাগ' অ্যাটাক চালাতে পারে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। তাই দূতাবাসের নিরাপত্তায় কোনও খামতি রাখতে চাইছে না প্রশাসন। তাই অতিরিক্ত নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন করার এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

গত সোমবারই কানাডার নাগরিক তথা খলিস্তানি নেতা হরদীপ সিং নিজ্জরের খুনের নেপথ্যে ভারতের হাত থাকতে পারে বলে অভিযোগ করেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো। তাঁর এই ঘোষণার খানিকক্ষণ পরেই কানাডার বিদেশমন্ত্রী মেলানি জোলি জানান, এক উচ্চপদস্থ ভারতীয় কূটনীতিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। পালটা মঙ্গলবার কানাডার এক কূটনীতিককে পাঁচদিনের মধ্যে দেশ ছাড়তে বলেছে নয়াদিল্লি।

উল্লেখ্য, ১৮ জুন ২০২৩ কানাডায় গুলি করে খুন করা হয় কুখ্যাত খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জরকে। সুরেতে একটি গুরুদ্বারের সামনে খলিস্তান টাইগার ফোর্সের প্রধানের উপর গুলিবৃষ্টি করে অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তিরা। কে বা কারা নিজ্জর হত্যায় যুক্ত তা এখনও জানা যায়নি। তবে কানাডা সরকারের অভিযোগ, এই ঘটনার

উত্তরপ্রদেশে স্কুলে ঢুকে শিক্ষককে 'শাস্তি' দিলেন অভিভাবকরা

লখনউ, ১৯ সেপ্টেম্বর: উত্তরপ্রদেশের এক স্কুলে পড়া না পারার শাস্তি দেওয়ার পরিণতি হল ভয়ানক। স্কুলে ঢুকে সেই শিক্ষককেই মরাধরের অভিযোগ উঠল অভিভাবকের বিরুদ্ধে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে কানপুরের একটি স্কুলে।

স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, ছাত্র পড়া না করে আসায় এক শিক্ষক তাকে ওঠবস করিয়েছিলেন। শিক্ষকের শাস্তি দেওয়ার বিষয়টি অভিভাবকদের কাছে জানায় ওই ছাত্র। কেন শিক্ষক শাস্তি দেবেন, এই দাবি তুলে তাঁকেই পাল্টা শাস্তি দিলেন অভিভাবকরা। তাঁর এই শাস্তি দেওয়ার পরিণতি যে ভয়ানক হবে তা কল্পনাও করতে পারেননি ওই শিক্ষক।

সোমবার অধ্যক্ষের ঘরেই বসে ছিলেন শিক্ষক। সেই সময় আচমকাই এক দল লোক হুড়মুড়িয়ে ঢুকে পড়েন অধ্যক্ষের ঘরে। তার পরই সেই শিক্ষককে মারধর শুরু করেন ছাত্রের অভিভাবকরা। ঘুষি, থাপ্পড় চলতে থাকে তাঁকে লক্ষ্য করে। এই ঘটনায় স্কুলে হুলস্থুল পড়ে যায়। অন্যান্য শিক্ষকেরা ছুটে আসেন। তাঁরা ছাত্রের অভিভাবকদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। অধ্যক্ষ নিজে বিষয়টি মিটিয়ে নেওয়ার আশ্বাস দেন। কিন্তু তাতেও কোনও লাভ হয়নি। শিক্ষককে তার পরেও মারধর করা হয়ে বলে অভিযোগ।

স্কুলে যখন এই ঘটনা ঘটছিল, নিরাপত্তারক্ষীরা পুলিশে খবর দেন। স্কুলে পুলিশ পৌঁছনোর আগেই ওই ছাত্রের অভিভাবকরা চলে যান। পুলিশ জানিয়েছে, তারা স্কুলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে। সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি। তাঁরা অভিযোগ জানালেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হবে।

ঝাড়খণ্ডে জলে ডুবে মৃত্যু সাত কিশোরীর

রাঁচি, ১৯ সেপ্টেম্বর: ঝাড়খণ্ডে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দু'টি আলাদা ঘটনায় জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে সাত কিশোরীর। প্রত্যেকেরই বয়স ১০-১৫ বছরের মধ্যে।

মঙ্গলবার সকালে কর্মা পুজো উপলক্ষে গিরিডির পাঁচাম্বা থানা এলাকায় একটি পুকুরে স্নান করতে গিয়েছিল পাঁচ কিশোরী। কিন্তু তারা গভীর চলে যায়। সাঁতার না জানায় চার জনের ডুবে মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় পাঁচাম্বা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। গিরিডির ডেপুটি কমিশনার নমন প্রিয়েশ লাকরা জানিয়েছেন, দেহগুলি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর।

আরও একটি ঘটনায় তিন কিশোরীর জলে ডুবে মৃত্যু হয়েছে মঙ্গলবারই। সাহেবগঞ্জ জেলার খেরওয়া গ্রামের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার ওই গ্রামের তিন কিশোরী গুমানি নদীতে স্নান করতে গিয়েছিল। নদীতে স্রোত বেশি থাকায় জলের টানে ভেসে যায় তিন জনই। স্থানীয়রা তাদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। পরে ডুবুরি নিয়ে এসে তিন জনের দেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর। মৃতেরা হল মাস্তাসা পরভিন, সীমা খাতুন এবং সীমন খাতুন।

মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার

থানে, ১৯ সেপ্টেম্বর: বাড়ি থেকে ৩৬ বছরের এক মহিলার পচাগলা দেহ উদ্ধার হয়েছে মহারাষ্ট্রে। থানে জেলার ভিওয়াণ্ডির ঘটনা। মহিলার একত্রবাসের সঙ্গী এবং এক বান্ধবীর খোঁজ করছে পুলিশ। দু'জনেই ফেরার। প্রাথমিক অনুমান, মহিলার মৃত্যুতে তাঁদের ভূমিকা থাকতে পারে।

সোমবার রাতে মহিলার ফ্ল্যাট থেকে দুর্গন্ধ বার হতে থাকে। তার পরেই থানায় খবর দেন স্থানীয়েরা। এর পর পুলিশ বাড়ির দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকে। দেখে, রান্নাঘরের মধ্যে পড়ে রয়েছে মহিলার দেহ। এক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, তিন-চার দিন আগে গলা কেটে খুন করা হয়েছে মহিলাকে।

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে পুলিশ জানতে পেরেছে, ১১ মাস ধরে কোনগাঁওয়ের ওই বাড়িতে থাকছিলেন মহিলা। তিনি বিবাহবিচ্ছিন্না। তাঁর নাম প্রকাশ করেনি পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। মহিলার একত্রবাসের সঙ্গী এবং এক বান্ধবীর খোঁজ চলছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁরা ধরা পড়লে খুনের কারণ স্পষ্ট হবে।

ভারতের প্রশংসায় পঞ্চমুখ নওয়াজ শরিফ

ইসলামাবাদ, ১৯ সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান বিরোধী মন্তব্য করে বসলেন সেদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পারভেজ মুশারাফ। ভারত চাঁদে যাচ্ছে। জি-২০ আয়োজন করছে। আর পাকিস্তান ভিক্ষে করছে। পাক বিরোধী কোনও ব্যক্তি বা সংগঠন নয়। এমন মন্তব্য করেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ। ২১ অক্টোবর তিনি পাকিস্তানে ফিরছেন ব্রিটেন থেকে। সামনেই সেদেশের নির্বাচন। তার আগেই বিগত সরকারকে তুলোধনা করতে রীতিমতো আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলেন শরিফ।

লাহোরে একটি দলীয় বৈঠকে ভিডিও লিঙ্কের মাধ্যমে যোগ দিয়েছিলেন শরিফ। তাঁকে বলতে শোনা যায়, 'আজ পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীকে দেশে দেশে ভিক্ষা করতে হচ্ছে তহবিল জোগাড় করতে। এদিকে ভারত চাঁদে পৌঁছে যাচ্ছে। জি-২০ সম্মেলন আয়োজন করছে। ভারত যা পারে পাকিস্তান কেন তা পারে না? এর জন্য কে দায়ী? যখন অটলবিহারী বাজপেয়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তাঁদের হাতে কয়েক বিলিয়ন ডলার মাত্র ছিল। কিন্তু আজ ভারতের বিদেশি মুদ্রা ৬০০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।'

গত জুলাইয়েই আইএমএফ ১.২ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে পাকিস্তানকে। সব মিলিয়ে ৯ মাসে ৩ বিলিয়ন ডলার দেওয়ার কথা। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তানে নির্বাচন হতে পারে নভেম্বরে। তার আগেই দেশে ফিরবেন শরিফ। কিন্তু তার আগেই তাঁকে এমন মন্তব্য করতে দেখা গেল।

e-TENDER NOTICE
Office of the Block Development Officer
Khandaghosh Development Block
Sagrai, Purba Bardhaman
E-NIT No: BWN BWN/ BDO/ KHANDAGHOSH/ NIeT-03/2023-24 DT. 19/09/2023
Tender Id: 2023_DMB_572331_1
Bid submission start Dt. & Time (online): **19/09/2023 from 06:55 pm** onwards Bid submission closing Dt. & Time (online): **27/09/2023 from 05:00 pm** onwards
For viewing Tender: www.wbtenders. gov.in
Block Development Officer
Khandaghosh Development Block

E-tender invited by the Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 PGS. E-tender Notice 2023_ZPHD_572386_1, 2023_ZPHD_572437_1, 2023_ZPHD_572503_1, 2023_ZPHD_572548_1, 2023_ZPHD_572580_1, Memo No. 302/Ganga/23-24, Dated-19.09.23 and 2023_ZPHD_572659_1. Memo No. 305/Ganga/23-24, Dated-19.09.23 More details please visit https://wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Ganganandapur G.P.
Bongaon Block, North 24 PGS

BOLPUR MUNICIPALITY
Bolpur, Birbhum
CORRIGENDUM NOTICE
(1) Notice Inviting e-Tender No. WBMAD/ULB/BM/PW/15th Finance Scheme/NIT-10/2023-24 Memo No. 1455/BM/2023-2024 Dated : 31.08.23 **Name of the Work (I)** 4 Nos of civil work ward no. 01, 03, 04 & 12 under Bolpur Municipality. Last Date of Submission 19.09.2023. Tender Submission closing date Extended **26.09.2023**, for details see Bolpur Municipality Notice Board & Website : **www.bolpurmunicipality.org**
Sd/-
Chairman
Bolpur Municipality

NOTICE INVITING TENDER
The BDO Kh-II Block, **NIeT No.: 37/BDO Kh-II/2023-24, Date: 18.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_571714_1.** Last date of closing of uploading bids ends on **30.09.2023 up to 05:00 PM.** for Const. Toilet & **36/Kh-II PS/2022-23, Date: 18.09.2023. Tender ID: 2023_ZPHD_571687_1.** Last date of closing of uploading bids ends on **04.10.2023 up to 11:00 AM.** for Kushali Concrete Road. For detail visit **wbtenders.gov.in**
Sd/-
EO & BDO
Khanakul-II Panchayat Samity, Hooghly

জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত
হরিপাল, হুগলী
দরপত্র আহবান বিজ্ঞপ্তি নং
717/JGP/2023 তারিখ
১৯/০৯/২০২৩
অত্র পঞ্চায়েত এলাকার অন্তর্গত বিভিন্ন গ্রামে 15th FC তহবিল হইতে রাস্তা নির্মাণের জন্য দরপত্র আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ২৫/০৯/২০২৩ ১২.০০ টা পর্যন্ত।
Web Site **https://wbtenders.gov.in**
প্রধান
জেজুর গ্রাম পঞ্চায়েত

BASIRHAT MUNICIPALITY
BASIRHAT,
NORTH 24 PARGANAS
NIeT No.: WBMAD/BASIR/E-08 OF 2023-24 (1ST Call)
Online Tender has been invited from bonafide agencies for **SUPPLY AND DELIVERY AT SITE OF 1(ONE) NUMBER 3000 LITERS CAPACITY 2 (TWO) WHEELED CESSPOOL EMPTIER/SEPTIC TANK VACUUM CLEANER TOED BY TRACTOR & 1 (ONE) NUMBER 1000 LITERS CAPACITY VEHICLE DRIVEN CESSPOOL FOR BASIRHAT MUNICIPALITY IN WEST BENGAL.** e-Tender Start Date: **19.09.2023 at 6.00 PM.** and Closing Date: **04.10.2023 at 10.00 AM.** For more information, visit: **www.wbtenders.gov.in** and **www.basirhatmunicipality.in**
Sd/- Chairperson
Basirhat Municipality

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 02/DGP/15th FC/2023-24, 03/DGP/15th FC/2023-24, 04/DGP/15th FC/2023-24, Dated: 19-09-2023.**
The last date for online submission of tender is **27-09-2023 (Wednesday) up to 17:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

OFFICE OF THE DAHAPARA GRAM PANCHAYAT
UNDER MURSHIDABAD-JIAGANJ DEV BLOCK
PIRTALA, MURSHIDABAD, PIN-74302
e-mail dahaparagp@gmail.com
NOTICE INVITING e-Tender
e-Tender are invited through online Bid System under Following Tender **(NIeT) No: 01/DGP/15th Dated: 19-09-2023.**
The last date for online submission of tender is **12-10-2023 (Thursday) up to 15:00 Hours.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Mira Roy
(Prodhan, Dahapara GP)

Mugura Gram Panchayat
(Raina-I Panchayat Samity)
Vill.+P.O.- Sanktia, Dist.- Purba Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
e-Tender are being invited from the eligible contractor vide **e-Tender No.: i) 226/MGP, ii) 227/MGP, iii) 228/MGP, Date: 19.09.2023. Fund: 15th CFC (2023-24) & iv) 229/MGP, Date: 19.09.2023. Fund: SBM.** Tender will be available in the website **www.wbtenders.gov.in** and undersigned GP Office. Last Date and Time of Bid Submission of Tender paper is on: **26.09.2023 at 11:00 AM.** Bid Opening Date: **29.09.2023 at 11:00 AM.**
Sd/-
Prodhan
Mugura Gram Panchayat

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Asansol
Notice Inviting Tender
Tender Notice No. T-181/PW/Eng/2023 dated 19.09.2023
Memo No. 961/PW/Eng/2023 dated 19.09.2023
Name of the Work : Preparation of Immersion Ghat at Chitra Chinnamastha Pond at Ward No. 56 under Asansol Municipal Corporation.
Please visit to website **www.asansolmunicipalcorporation.net** or **www.wbtenders.gov.in**. For details, intending contractors may also contact Eng. Dept. of this office and office Notice Board.
Sd/- Superintending Engineer
Asansol Municipal Corporation

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.myhmc.in
HMC/HWW/P-12/23-24 তারিখ : ১৪.০৯.২০২৩
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, এইচএমসি, কর্তৃক নিম্নোক্ত ২টি কাজের জন্য ১) **এইচডব্লুডব্লু পদ্মপুকুরে এজেসি বোস বি গার্ডেন এর ইনটেক জেটিতে পাথওয়ের জন্য এম এস স্ট্রাকচারাল কাজের জন্য সরবরাহ, ফিক্সিং এবং ফিটিং এবং ২) এইচডব্লুডব্লু পদ্মপুকুরে ক্লিয়ার ওয়াটার পাম্পিং স্টেশনে একটি জ্যোতি মেক এইচ এস পাম্প চালুকরণ সহ রোটেটিং অ্যাসেম্বলি (ইমপেলার) এর নির্মাণ এবং মেরামতির জন্য** প্রথ্যাত, সঙ্গতিপন্ন এবং সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহুত হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং হাওড়া ওয়াটার ওয়ার্কস বিভাগ, পদ্মপুকুর/**https://wbtenders.gov.in** থেকে সংগ্রহ করা যাবে। **টেন্ডার (অনলাইনে) দাখিলের শেষ তারিখ : ৩০.০৯.২০২৩ সন্ধে ৬টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
১৫১(৩)/২৩-২৪ এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার
১৮.০৯.২৩ হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

W. B. AGRO INDUSTRIES CORPORATION LTD.
23B, Netaji Subhas Road, Kolkata-700001
Website: www.wbagroindustries.com,
Email: wb.agro@wbaicl.com
Phone No. 2230-2314/2230-2315
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-31/23-24 dt. 19-09-2023
NIeT No. AIC/ PD/EE/ NIeT-32/23-24 dt. 19-09-2023
E-tenders are invited by the Executive Engineer for supply, of Mini Tiller, Power Weeder, Erush Cutter, Plastic Drum & Plastic Tub at any block of any District of West Bengal from Bonafied Manufacturers/ Dealers/ Distributors/ Vendors/ Agency/ contractors fulfilling eligibility criteria.
Bid Documents will be available from **https://wbtenders.gov.in**
Last Date for Submission: 03/10/2023 at 16:30 hrs.

Office of the Municipal Councilors
Bhadreswar Municipality
G.T. Road, P.O.+P.S.- Bhadreswar, Dist.- Hooghly
Memo No.: 5072 Date: 19.09.2023
1st Corrigendum
Tender Reference No.: BMPWD/e-NIT/1336 (2nd Call), Date: 25.08.2023, Tender ID: 2023_MAD_560390_1
Following Date & Time modified as follows:-

Sl No.	Description	Existing Date & Time	Extension Date & Time
1.	Bid Submission End Date	19.09.2023 up to 05:00 PM	30.09.2023 up to 05:00 PM
2.	Technical Bid Opening Date	21.09.2023 after 02:00 PM	03.10.2023 after 02:00 PM
3.	Financial Bid Opening Date	To be notified subsequently	To be notified subsequently

Note: Others terms and condition will be remain unchanged.
Sd/- Chairman
Bhadreswar Municipality

Office of the Ex-officio Manager, Green Projects Wing
West Bengal Forest Development Corporation Ltd. &
Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division
10A, Auckland Road, Eden Gardens, Kolkata-700 021
ABRIDGED TENDER NOTICE
The Ex-officio Manager, GPW / WBFDCL & Deputy Conservator of Forests, Urban Recreation Forestry Division invites Tender Notice for various works as follows :

NIT No.	Name of Projects	Bid Submission Start Date	Last Date of Bid Submission
130/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Organic, Inorganic manure and Garden Pipe at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan URF Range.	20.09.2023	27.09.2023
131/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Garden Tools at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan URF Range.		
132/GPW/WBFDC/2023-24	Supply of Winter season seed and seedlings at DSTPS, DVC, Andal under Burdwan URF Range.		

Details can be seen at **https://wbtenders.gov.in**

শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে ক্লোক রুম পরিচালনার জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি নংঃ সিওএম/জি.১৮/এনএফআর/এসএইচএম/২০২৩/২ তারিখ ঃ ১৯.০৯.২০২৩
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর ডিভিসন, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে ০৫ (পাঁচ) বছর সময়কালের জন্য শালিমার রেলওয়ে স্টেশনে ক্লোক রুম পরিচালনার চুক্তির জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন যেটি **http://www.ireps.gov.in**-এ বিজ্ঞাপিত আছে।

ক্যাটিগরি	ক্যাটিগরি নং	অকশনের তারিখ	অকশন শুরুর সময়	অকশন বন্ধের সময়
পে অ্যান্ড ইউজ	পিএনইউ-কেজিপি-এসএইচএম-ডব্লুআরএল	০৪.১০.২০২৩	দুপুর ১২.০০ টা	দুপুর ১২.৩০ মিনিট

আগ্রহী পক্ষগণ ও কন্ট্র্যাক্টরগণকে অবস্থান ও ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি সংক্রান্ত তথ্যাবলীর সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে এ বিষয়ে মনোযোগ দিতে হবে ও উপরোক্ত ওয়েবসাইট দেখতে হবে। তথ্যাবলী/স্পষ্টীকরণের জন্য, যদি থাকে, নিম্নে স্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-616) সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, খড়গপুর
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

চিনের বিরুদ্ধে কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই নামছে ভারত, প্রথম থেকে নেই সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি: কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই আজ এশিয়াডে চিনের বিরুদ্ধে নামবে ভারতীয় দল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে কি চিনের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই মাঠে নামাবেন কোচ ইগর স্টিমাচ? আপাতত যা পরিস্থিতি, তাতে হয়তো খুব প্রয়োজন পড়লে শেষের দিকে সুনীলকে মাঠে নামাতে পারেন ভারতের কোচ। প্রথম ম্যাচেই প্রতিপক্ষ শক্তিশালী চিন। যারা একইসঙ্গে আয়োজকও। এশিয়ান গেমস ফুটবলে সোনা নিশ্চিত করার জন্য সেই মার্চ মাস থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। চিনের সুপার লিগে ২৬ গোল করা স্ট্রাইকার রয়েছেন এশিয়াডের দলে। এরকম শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে খেলতে নামার ২৪ ঘণ্টা আগে হাংঝৌয়ে পা রেখেছে ভারতীয় দল। সেটাও দুজন ফুটবলার- চিংলেনসানা সিং এবং লালচুংনুঙ্গাকে ছাড়া। যাঁরা সোমবার রাতে রওনা দিলেন চিনের পথে, হাংঝৌ পৌঁছাবেন ম্যাচের ঠিক আগে। স্বাভাবিকভাবেই কোনওরকম প্রস্তুতি ছাড়াই বিপর্যস্ত ভাবে শক্তিশালী চিনের বিরুদ্ধে নামতে হচ্ছে সুনীলদের। সব বুঝেও কোনও মন্তব্যই করতে পারছেন না ইগর স্টিমাচ। কারণ কিছুদিন আগেই গণ্ডির বাইরে গিয়ে মন্তব্য করার জন্য ফেডারেশনের দ্বারা শোকজ হয়েছেন তিনি।

সাধারণত, জাতীয় দল গড়ার ক্ষেত্রে দলের কোচ ঠিক করেন কোন ক্লাব থেকে কোন ফুটবলার নেবেন। কিন্তু এইবার এক অন্যরকম দৃশ্য দেখেছে ভারতীয় ফুটবল। আইএসএলের ক্লাবগুলি ফুটবলারদের তালিকা পাঠিয়ে বলে দিয়েছে, কোন কোন ফুটবলারকে জাতীয় দলে রাখা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এটা জাতীয় দল তৈরি হচ্ছে না পাড়ার দল- যেখানে কোচ নয়, ক্লাবগুলি টিম ঠিক করে দিচ্ছে! কাউকে না পেয়ে শেষ মুহূর্তে ক্লাবের সঙ্গে ফেডারেশন কর্তারা কথা বলে মোহনবাগানের স্টপার দীপক টাংরিকে এশিয়াডের দলে নিশ্চিত করেছিলেন। সেইমতো টুইটও করে দেওয়া হয়েছিল। আর তা দেখে সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানান মোহনবাগান কোচ জুয়ান ফেরান্দো। ফলে দীপক টাংরিকে বাদ দিতে হয় জাতীয় দল থেকে। এহেন অবস্থায় সুনীল ছেত্রীকে পেলেও অনেকদিন ধরে প্র্যাকটিসের মধ্যে নেই তিনি। সাফ কাপের সময় জাতীয় ফুটবলাররা ফিটনেসের যে চূড়ান্ত জায়গায় ছিলেন, এশিয়াডের দল তার ধারেকাছেও নেই। সঙ্গে একঝাঁক নতুন ফুটবলার। চিনের বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলার পরিকল্পনা নিয়ে ইগর স্টিমাচকে ফুটবলারদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়েছে বিমানবন্দরে বসেই।

গ্রুপের যা পরিস্থিতি, তাতে দুটো ম্যাচ- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে হারালেই পরের রাউন্ডে যাওয়া সম্ভব হবে। আর তাই শক্তিশালী চিনের বিরুদ্ধে আধা ফিট ফুটবলারদের খেলিয়ে কোনওরকম চোটআঘাতের কবলে ফেলতে চাইছেন না স্টিমাচ। আর সেই কারণেই অধিনায়ক সুনীল ছেত্রীকে শুরু থেকে খেলানোর পরিকল্পনা নেই স্টিমাচের। ম্যাচ প্র্যাকটিসের জন্য দরকার হলে শেষদিকে কিছু সময়ের জন্য সুনীলকে মাঠে নামানো হতে পারে। ফুটবলারদের ফিটনেস পরীক্ষা করার পর যাঁরা শারীরিকভাবে ফিটনেসের চূড়ান্ত জায়গায় থাকবেন, তাঁদের নিয়েই প্রথম একাদশ গড়ার ভাবনা ইগর স্টিমাচের।

হকিতে তিনে উঠে এল ভারতের ছেলেরা, সাতে মেয়েরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্ব হকির নিয়ামক সংস্থা এফআইএইচ সোমবারেই প্রকাশ করেছে হকির দলগুলোর নয়া ক্রমতালিকা। পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগের জন্য ঘোষিত হয়েছে এই তালিকা। সদ্য প্রকাশিত ক্রমতালিকায় উন্নতি ঘটেছে ভারতের পুরুষ এবং মহিলা উভয় দলেরই। ভারতীয় পুরুষ হকি দল অর্থাৎ হরমনপ্রীত সিংরা উঠে এসেছেন তিন নম্বরে। আর অন্যদিকে মহিলা হকি দল অর্থাৎ বন্দনা কাটারিয়ারা উঠে এসেছেন সাত নম্বরে। গত টোকি অলিম্পিক্সে ভারতীয় দল দুই বিভাগেই ভালো ফল করেছিল। পুরুষদের বিভাগে তারা ব্রোঞ্জ জিতেছিল। আর মহিলা বিভাগে তারা অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদক হারিয়েছিল। তারপর থেকেই বেশ ভালো ফর্মে রয়েছে দুই দল। আর ক্রমতালিকায় তাদের এই উন্নতি সেকথাই প্রমাণ করে।

ভারতীয় পুরুষ দলের ঝুলিতে এই মুহূর্তে রয়েছে ২৭৭১ পয়েন্ট। আর এর ফলেই তারা উঠে এসেছে তিন নম্বরে। ২০২২ সালের মে মাসে বিশ্ব ক্রমতালিকায় নিচের দিকে নেমে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সেখান থেকে কামব্যাক ঘটালো তারা। গত মাসে চেন্নাইতে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে অপরাজিত থেকে চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতীয় দল। আর সেই কারণেই ক্রমতালিকায় উন্নতি ঘটল তাদের। ভারত তাদের ছটি ম্যাচ জেতে। একটি ম্যাচ ড্র করে। ক্রমতালিকায় প্রথম তিন থেকে অল্পের জন্য ছিটকে গিয়েছে ইংল্যান্ড দল। তাদের ঝুলিতে রয়েছে ২৭৪৫ পয়েন্ট। ইউরো হকি ফাইনালে নেদারল্যান্ডস দলের কাছে তারা হেরে যায় ২-১ ফলে। তারপরেই ক্রমতালিকায় পিছিয়ে পরে তারা।

তালিকার শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস দল। তাদের ঝুলিতে রয়েছে ৩১১৩ হয়ে। দুই নম্বরে রয়েছে বেলজিয়াম।তাদের ঝুলিতে রয়েছে ২৯৮৯ পয়েন্ট। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে জার্মানি এবং অস্ট্রেলিয়া। মহিলা বিভাগে ও শীর্ষে রয়েছে নেদারল্যান্ডস। ৩৪২২ পয়েন্ট রয়েছে তাদের। দুই এবং তিন নম্বরে যথাক্রমে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া (২৮১৮) এবং অস্ট্রেলিয়া (২৭৬৭)। চার নম্বরে রয়েছে বেলজিয়াম (২৬০৯)। পাঁচে রয়েছে জার্মানি (২৫৭৪)। ২৩২৫ পয়েন্ট নিয়ে সাতে রয়েছে ভারতীয় মহিলা দল। ক্রমতালিকায় এক ধাপ উঠে এসেছে ভারতীয় মহিলা দল।

ছয় ছক্কার জন্মদিন! যুবরাজের ইতিহাস লেখার দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ২০০৭ সালে টি২০ বিশ্বকাপে প্রথম সংস্করণ। মরণ-বাঁচন ম্যাচে মুখোমুখি ভারত ও ইংল্যান্ড। সেই ম্যাচে যুবরাজ সিং যে কান্ড ঘটিয়েছিলেন ও রেকর্ড গড়েছিলেন তা আজও ক্রিকেটের সবথেকে ছোট ফর্ম্যাটের বিশ্বকাপে অক্ষত। স্টুয়ার্ট ব্রডের এক ওভারে ছয়-ছক্কার স্মৃতি চির অমলিন হয়ে থাকবে ক্রিকেট ইতিহাসে। সেই সময় টি-২০ বিশ্বকাপ নিয়ে সমালোচকদের মুখে ঝামা ঘষে যুবরাজের ওই ছটা ছয় যেন বুঝিয়ে দিয়েছিল আগামিতে ক্রিকেটে সবথেকে জনপ্রিয় ফর্ম্যাট হতে চলছে এটি। ২০০৭ সালে ১৯ সেপ্টেম্বর ছিল সেই ঐতিহাসিক ম্যাচ। ব্যাটিং করার সময় অ্যান্ড্রু ফ্লিনটফের সঙ্গে কথা কাটাকাতে জড়িয়ে পড়েন যুবরাজ সিংয়ের। সেই রাগ গিয়ে পড়ল পরবর্তী ওভারে স্টুয়ার্ট ব্রডের উপর। তারপরের যেটা ঘটেছিল তা ইতিহাস। ব্রডের ছটি বলই বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছিলেন যুবি। লেগ সাইড, অফ সাইড, লং অন, লং অফ, স্কোয়ার অফ দ্যা উইকেট, যেখানেই বল করেছেন ব্রড মাঠের বাইরের পাঠিয়েছে যুবরাজ। ১২ বলে নিজের অর্ধশতরান পূরণ করেছিলেন যুবরাজ।

যুবরাজের সেউ ছয় ছক্কার ১৬ বছর পূর্তিতে একটি ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করেছেন যুবরাজ সিং। যা মন ছুঁয়ে গিয়েছে সকলের। যুবরাজের সেই ওভারে ছয় ছক্কা মারাটা একটু অন্যভাবেই যেন হাইলাইটস দেখালেন প্রাক্তন ভারতীয় তারকা। আসলে স্যান্ড আর্ট আর্টিস্ট ক্রিস্টি ভ্যালিয়াভেটিল যুবরাজের জন্মদিনে তাঁকে একটি ভিডিও বানিয়ে দিয়েছিলেন। যেখানে স্যান্ড আর্টের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছিল এক ওভারে ছয় ছক্কা। যা দেখে মনে হবে যেন হাইলাইটস দেখলাম। সেই ভিডিওটিই ছয় ছক্কার ১৬ বছর পূর্তিতে ফের শেয়ার করেন যুবি।

দেখতে দেখতে ১৬টা বছর কেটে গিয়েছে সেই ঐতিহাসিক দিনের। ক্রিকেট প্রেমি ও যুবরাজ ফ্যানেদের চোখ বন্ধ করলে এখনও মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। হাইলাইটস দেখলেও একবারও মন হয় না দেড় দশকের বেশি সময় মাঝে পেরিয়ে গিয়েছে। যুবরাজ সিংয়ের নামের আগে বর্তমানে যতই প্রাক্তন ক্রিকেটার তকমা জুড়ে যাক না, যুবির সেই ইনিংস চির যৌবনের প্রতীক হয়ে থেকে যাবে।

‘বিশ্বকাপ জিততে হলে শচীন-ধোনির পরামর্শ চাও’, রোহিতদের টোটকা গিলক্রিস্টের

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপে ভাল কিছু করতে হলে শচীন তেন্ডুলকর, যুবরাজ সিং এবং মহেন্দ্র সিং ধোনির মস্তিষ্ক ব্যবহার করে দেখুক ভারতীয় দল। যে সে নন, অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এমনই বুদ্ধি দিয়েছেন। ২০১১ সালে ভারত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল। সেই সময়ে শচীন-যুবি-ধোনি ছিলেন ভারতের জয়ের অন্যতম কাণ্ডারী।

অজি উইকেট কিপার বলছেন, দআমি যদি ভারতের নীতি নির্ধারণের সঙ্গে জড়িত থাকতাম, তাহলে শচীন, এমএস-কে নিয়ে আসতাম। বর্তমান দলকে ওরা নিজেদের অভিজ্ঞতা শেয়ার করতে পারত। আমি হলে যুবরাজ সিংকেও আনার চেষ্টা করতাম। ২০১১ সালের টুর্নামেন্ট চলাকালীন অনেক কিছু ঘটেছিল যুবরাজের সঙ্গে। বর্তমান দলটার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলার জন্য ওদের অনুরোধ করতাম।দ

এই ভারতীয় দলে একমাত্র বিরাট কোহলি চ্যাম্পিয়ন দলের সদস্য। গিলি বলছেন, দবিরাট বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের সদস্য ছিল। ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ হচ্ছে এবার। ওরা কীভাবে জিতেছিল, কোন পন্থা অবলম্বন করেছিল, তা শেয়ার করতে বলতাম ওদের। বাহ্যিক শব্দ যদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, তাহলে সেরা ক্রিকেট তুলে ধরা সম্ভব হবে।

শাদাব খান ছাঁটাই, নতুন ভাইস ক্যাপ্টেন, পাক টিমে ফের ডামাডোল

করাচি: দিন পনেরো আগেও বিশ্বকাপের অন্যতম ফেভারিট বলা হচ্ছিল বাবর আজমের টিমকে। কিন্তু এশিয়া কাপ থেকে ছিটকে যাওয়ার পর সেই পাকিস্তান টিম আবার ফিরল পুরনো ছন্দে। তুমুল ঝামেলা অন্দরমহলে। সিনিয়র-জুনিয়রে ভেঙে গিয়েছে টিম। বিশ্বকাপের ঠিক আগে রীতিমতো চাপে গ্রিন আর্মি। এতটাই যে, এক সিনিয়রকে ছেঁটে ফেলতে চলেছে টিম ম্যানেজমেন্ট। বদলিও ঠিক করে ফেলা হয়েছে। ভাইস ক্যাপ্টেন হিসেবে দেখা যেতে পারে তরুণ এক ক্রিকেটারকে।

ভারতের বিরুদ্ধে সুপার ফোরের ম্যাচে চরম ভরাডুবি হয়েছিল পাকিস্তানের। বিরাট কোহলি, লোকেশ রাহুলের জোড়া সেঞ্চুরির দাপটে ৩৫০এর বেশি রান তুলেছিল রোহিত শর্মার টিম। ২৬৬ রানে হেরে গিয়েছিল পাকিস্তান। তার পরই বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। টিম নির্বাচন থেকে শুরু করে বাবরের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে এখনও তরজা চলছে। শ্রীলঙ্কার কাছে শেষ বলে হেরে ফাইনালে উঠতে পারেনি পাক টিম। তাতেই আরও বিপাকে পড়েছেন বাবররা। সুখের সংসারে কার্যত আগুন লেগে গিয়েছে। বিশ্বকাপের ঠিক আগে এমন পরিস্থিতি যে টিমের মনোবল ও ফোকাস নষ্ট করে দিতে পারে, তা বুঝলেও উত্তাপ কমছে না। বরং ঝামেলা বাড়ছে উত্তরোত্তর। এশিয়া কাপে শাদাব মাত্র ৩ উইকেট নিতে পেরেছিলেন। শ্রীলঙ্কার পিচ কাজেই লাগাতে পারেননি পাক স্পিনার। তাতেই নির্বাচকরা অসন্তুষ্ট হয়েছে তাঁর পারফরম্যান্সে। তাঁর বদলে আবরার আহমেদকে বিশ্বকাপের টিমে নেওয়া হচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলেছিলেন আবরার। ৬ ম্যাচে ৩৮টা উইকেটও নিয়েছেন। কিন্তু এখনও ওয়ান ডে ম্যাচে অভিষেক হয়নি তাঁর। কিন্তু তাঁর দুরন্ত লেগস্পিনের জন্যই বিশ্বকাপের টিমে রাখা হচ্ছে আবরারকে। ইনজামাম উল হকও আবরারকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত। শাদাবকে টিম থেকে ছেঁটে ফেলার পাশাপাশি বাবরের ডেপুটি হিসেবে বিশ্বকাপে দেখা যেতে শাহিন শাহ আফ্রিদিকে। এতেই শেষ নয়, পিসিবি একেবারেই খুশি নয় ফখর জামানের পারফরম্যান্সে। পাক ওপেনার পুরো এশিয়া কাপে ব্যর্থ। একটাও হাফসেঞ্চুরি করতে পারেননি। যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে পাক টিম ম্যানেজমেন্টকে। অন্য দিকে আবার নাসিম শাহ চোটের কারণে হয়তো বিশ্বকাপে খেলতেই পারবেন না। হাসান আলি ও জামান খান পেসার হিসেবে টিমে ঢুকতে পারেন।

নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা, বাবর-কেনদের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হবে রুদ্ধদ্বার

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিশ্বকাপের দামামা বেজে গিয়েছে। আর ১০দিন পর শুরু হবে আসন্ন ওডিআই বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। সূচি অনুযায়ী ২৯ সেপ্টেম্বর রয়েছে ওডিআই বিশ্বকাপের প্রথম ওয়ার্ম আপ ম্যাচ। সেই ম্যাচে মুখোমুখি হবে বাবর আজমের পাকিস্তান এবং কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। কিন্তু এই ম্যাচে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া যাবে না বলে, তা এ বার হতে চলেছে রুদ্ধদ্বার। হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক স্টেডিয়ামে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হওয়ার কথা। এর আগে এই ওয়ার্ম আপ ম্যাচের দিনক্ষণ বদলানোর জন্য হায়দরাবাদ ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনকে জানিয়েছিল সে রাজ্যের পুলিশ। যাঁরা এই ম্যাচ দেখার জন্য টাকা খরচ করে টিকিট কেটেছিলেন, তাঁদের কী হবে? চিন্তা নেই। বাবর-কেনদের ওয়ার্ম আপ ম্যাচের টিকিট যাঁরা কেটেছেন, তাঁরা সেই টিকিটের টাকা ফেরত পাবেন। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা জানিয়েছেন, ওডিআই বিশ্বকাপের আগে পাকিস্তান ও নিউজিল্যান্ডের যে ওয়ার্ম আপ ম্যাচ হওয়ার কথা, তা দর্শকহীন হবে। তাই যাঁরা এই ম্যাচের টিকিট কেটেছিলেন, তাঁরা পুরো টাকাটাই ফেরত পেয়ে যাবেন। যাঁরা পাক-কিউয়ি ওয়ার্ম আপ ম্যাচের টিকিট কেটেছেন, তাঁরা বুক মাই শো মারফত টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন।

আসলে ২৮ সেপ্টেম্বর রয়েছে গণেশ বিসর্জন। এবং একইসঙ্গে মিলান-উল-নবিও রয়েছে। তাই দুই ধর্মীয় উৎসবের মাঝে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়া কঠিন হায়দরাবাদ পুলিশের। যে কারণে বিশ্বকাপের ওয়ার্ম আপ ম্যাচের সূচি প্রকাশ হতেই আয়োজকদের তা বদলানোর কথা জানিয়েছিল হায়দরাবাদের পুলিশ। সেই আবেদন অবশ্য রাখতে পারেনি আয়োজকরা। নিরাপত্তা সংস্থাগুলি এর আগে হায়দরাবাদের রাজীব গান্ধী আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ৯ অক্টোবর এবং ১০ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হতে চলা দু'টি পরপর ম্যাচ নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিল। পর্যাপ্ত নিরাপত্তা দেওয়াটাই যার মূল কারণ। উল্লেখ্য, এ বারের ওডিআই বিশ্বকাপ শুরু হবে ৫ অক্টোবর। উদ্বোধনী ম্যাচে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে নামবে কেন উইলিয়ামসনের নিউজিল্যান্ড। অন্যদিকে টুর্নামেন্টের দ্বিতীয় দিন বিশ্বকাপ যাত্রা শুরু করবে গ্রিন আর্মি। ৬ অক্টোবর বিশ্বকাপের ম্যাচে পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস।

বুধের মিনি ডার্বি ঘিরে চড়ছে পারদ, তুঙ্গে টিকিটের চাহিদা

কলকাতা: বুধবার মিনি ডার্বি। কলকাতা লিগের সুপার সিক্সের ম্যাচে মুখোমুখি ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান স্পোর্টিং। চলতি লিগে দুটো দলই দুরন্ত ফর্মে রয়েছে। মহমেডান নিজেদের গ্রুপ থেকে শীর্ষস্থানে শেষ করে। অন্যদিকে ইস্টবেঙ্গলও গ্রুপ টপার। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের সাক্ষী থাকতে চলেছেন বাংলার ফুটবলপ্রেমীরা। ম্যাচ কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে সরে আসায় উন্মাদনার মাত্রাও আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। তবে মিনি ডার্বির কথা মাথায় রেখে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনও থাকছে বুধবারের ম্যাচে। লিগের খেতাবি দৌড়ে প্রবল ভাবে এগিয়ে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল আর মহমেডান। গ্রুপ পর্বের পয়েন্টও সুপার সিক্সে যোগ হয়েছে। বুধবারের ম্যাচে যে দলই জিতবে, তারা অনেকটা অ্যাডভান্টেজ পজিশনে পৌঁছে যাবে।

সমর্থকরা টিকিটের জন্য অপেক্ষায় থাকলেও, বুধবার ম্যাচের আগেই একমাত্র টিকিট হাতে পাবেন তাঁরা। ম্যাচ শুরুর দু'ঘণ্টা আগে স্টেডিয়ামের কাউন্টার থেকে সাধারণের জন্য টিকিট বিক্রি শুরু হবে। আগের বছরও কলকাতা লিগের ইস্টবেঙ্গল-মহমেডান ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছিল কিশোরভারতী স্টেডিয়ামে। তাই নিরাপত্তায় কোনও সমস্যা হবে না বলেই মনে করছেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

প্রতিপক্ষ মহমেডান স্পোর্টিংকে যথেষ্ট সমীহ করছেন ইস্টবেঙ্গল কোচ বিনো জর্জ। তবে নিজের দলের উপরেও আত্মবিশ্বাস রয়েছে তাঁর। মহিতোষ, জেসিন, অভিষেকরা দুরন্ত পারফর্ম করে চলেছেন। সিনিয়র দল থেকেও কয়েকজনকে বুধবারের মিনি ডার্বিতে খেলানোর ভাবনায় ইস্টবেঙ্গল কোচ। ১২ ম্যাচে ঝুলিতে ৩০ পয়েন্ট। সুপার সিক্সের প্রথম ম্যাচেই সামনে কঠিন প্রতিদ্বন্দ্বী। চোয়াল শক্ত রাখছেন লাল-হলুদ কোচ। মহমেডান ম্যাচ জিতলে লিগের খেতাবি দৌড়ে বেশ ভালো জায়গায় থাকবে ইস্টবেঙ্গল।অন্যদিকে ১৩ ম্যাচে মহমেডান স্পোর্টিংয়ের ঝুলিতে ৩২ পয়েন্ট। চোটের জন্য ছিটকে গিয়েছেন ব্যারেটো। অভিষেক হালদারকে নিয়েও রয়েছে সংশয়। হাইভোল্টেজ ম্যাচের আগে যা চিন্তায় রাখছে সাদা-কালো কোচকে। তবে লিগে দুরন্ত পারফর্ম করে চলেছেন ডেভিড। বুধবারও দ্রুত গোল পেতে ডেভিডের দিকে তাকিয়ে সাদা-কালো কোচ। এছাড়া অভিজ্ঞ তন্ময় ঘোষ মহমেডান দলের ভরসা। ইস্টবেঙ্গল থেকে সাদা-কালোয় সই করা আঙ্গুসানাও তৈরি প্রাক্তন ক্লাবের বিরুদ্ধে জ্বলে উঠতে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**